



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
June 2017

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই (ঈশ্বরীয়) পাঠশালা হচ্ছে নর-কে নারায়ণ বানাবার। এখানে স্বয়ং সত্য-শিববাবা পাঠ পড়ান। উনি যেমন সং-শিক্ষক তেমনি সদগুরুও বটে। তোমাদের নিশ্চয়ে তা দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে।"

প্রশ্ন :- তোমাদের তথা ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের কোন্ এমন কথার প্রতি একটুও চিন্তা করার প্রয়োজন নেই, এবং কেন ?

উত্তর :- কেউ যদি জ্ঞানে চলতে চলতে হঠাৎ হার্টফেল করে এবং শরীর ত্যাগ করে, তা হলেও তোমাদের চিন্তা করার কোনও কারণ নেই, কেন না তোমরা তো জানোই যে, প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ কর্ম-কর্তব্যের অভিনয় করতাই হবে। তোমাদের এই ভেবে খুশি থাকা উচিত যে, আত্মা তার সাথে জ্ঞান আর যোগের সংস্কার নিয়ে যাচ্ছে। তাই সেই আত্মা যখন পরবর্তী শরীর ধারণ করবে, তখন সে আরও ভাল ভাবে ভারতের সেবা করতে সক্ষম হবে। তাই তোমাদের চিন্তার কোনও কারণ নেই। এ সবই অবিনাশী বিশ্ব-নাটকের চিত্রপটে (ড্রামাতে) অনেক আগে থেকেই লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

গীত :- তুমি আমাদের মাতা, আবার পিতাও তো তুমিই

ওঁম্ শান্তি! বাবা স্বয়ং বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। আবার বাচ্চারাও জানে, বাবা তাদেরকে বাচ্চা বলেই ডাকেন। এখানে বাপদাদা দুজনেই একত্রিত। সর্বাগ্রে বাপদাদা তারপর বাচ্চারা। তাই এটা একটা নতুন রচনা- তাই না! আর শিববাবা স্বয়ং এই রাজযোগ শেখাচ্ছেন। ঠিক একই ভাবে ৫ হাজার বছর আগের মতো আবারও আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন। পরবর্তীকালে ভক্তিমার্গে শিববাবার বাণীগুলিই বই-এর আকারে প্রকাশিত হয়, যা গীতা নামে প্রসিদ্ধ হয়। কিন্তু বর্তমান সময়ে গীতার বিষয়ে কোনও প্রশ্নই ওঠে না ! পরবর্তী কালে যা শাস্ত্র হিসাবে রচিত করে- তার নামকরণ করা হয় শ্রীমদ্ভগবত গীতা। যা সহজ রাজযোগ শেখানোর পুস্তক। যেমন ভক্তিমার্গের বই পড়ে প্রকৃত কোনও লাভ হয় না, তেমনি শুধুমাত্র শিববাবাকে স্মরণ করলেই তাঁর আশীর্বাদী-বর্সাও পাওয়া যায় না। শিববাবার আশীর্বাদী-বর্সা কেবল এই সঙ্গমযুগেই পাওয়া সম্ভব। বাবা আসেনই কেবলমাত্র এই সঙ্গমযুগে, বেহদের আশীর্বাদী-বর্সা দেওয়ার জন্য। বাবা স্বয়ং সকল ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের রাজযোগ শিখিয়ে থাকেন। অন্যান্যরা অর্থাৎ জাগতিক সন্ন্যাসীরা যে রাজযোগ শিখিয়ে থাকেন, তাদের শেখানো আর বাবার রাজযোগ শেখানোর মধ্যে দিন-রাতের তফাৎ। কারণ তাদের বুদ্ধিতে গীতা সম্বন্ধে যে জ্ঞান আছে, তা হলো - গীতা শুনিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ আর তার রচয়িতা ব্যাসদেব। যাই হোক, গীতা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ শোনাননি, কারণ সেটা গীতা শোনানোর উপযুক্ত সময়ও ছিল না। শ্রীকৃষ্ণেরও সেই সময় কোন শারীরিক রূপ থাকাও সম্ভব নয়। কিন্তু এখন বাবা স্বয়ং এসে আমাদের যুক্তি দিয়ে এ সব পরিষ্কার করে বোঝাচ্ছেন আর বলছেন এবার তোমরা নিজেরাই বিচার করো। শিববাবা এই নামটারই তো খ্যাতি সর্বত্রই- অর্থাৎ সদা সত্য কথা শোনানো আর নর থেকে নারায়ণ বানানো। তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারাও তা জানো, তোমরা নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য এই ঈশ্বরীয় পাঠশালা তথা রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে বসে আছে ! "শিববাবা" শব্দটা খুবই ভালো, এটাও নিশ্চয় আছে - বাবা আর দাদা একত্রেই এখানে উপস্থিত থাকেন, আর এই নিশ্চয়তা

আছে বলেই তোমরা এখানে এসেছো ! শিববাবা ব্রহ্মাবাবার মাধ্যমে সকল বেদ শাস্ত্রের সার বোঝান। তিনি আরও বুদ্ধিতে বলেন যে, "আমি তোমাদের ত্রিকালদর্শীও বানাবি।" তবে তা কিন্তু এমন নয় যে, তোমরা ত্রিলোকীনাথ হয়ে যাবে। (ত্রিলোকীনাথ= স্থূল+সূক্ষ্ম+মূল -এই তিন বতনের এক ও একমাত্র অধীশ্বর)। তবে তোমরা কেবল নাথ অর্থাৎ মালিক হতে পারো একমাত্র শিবপুরির জন্য। তাকে অবশ্য সম্পূর্ণ লোক অর্থাৎ বতন বলা যায় না। লোক অর্থাৎ যেখানে মনুষ্য সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই মনুষ্য লোকই চৈতন্য লোক। আর পরমধাম হলো নিরাকারী লোক। ত্রিলোকের জ্ঞান তোমাদের কেবল জানানো হয়, কিন্তু ত্রিলোকের নাথ বানানো হয় না। তোমরা ইতিমধ্যেই ত্রিকালের জ্ঞান প্রাপ্ত করেছ, তাই তোমাদেরকে ত্রিকালদর্শীও বলা হয়ে থাকে। কিন্তু, লক্ষ্মী-নারায়ণ বা বিষ্ণুকে ত্রিকালদর্শী বলা যাবে না। কারণ তাদের কারও তিন কালের জ্ঞান থাকে না। লক্ষ্মী-নারায়ণ, যারা শৈশবে রাধা-কৃষ্ণ রূপে থাকে, তাদেরও এই ত্রিলোকের জ্ঞান থাকে না। তাই তোমরা তথা ব্রাহ্মণ বাম্পাদের ত্রিকালদর্শী হতে হবে। আর এরজন্য তোমাদেরকে যথেষ্ট জ্ঞানও প্রাপ্ত করতে হবে। তবুও জগতের মানুষেরা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বলে, "তিনি ছিলেন ত্রিলোকনাথ।" কিন্তু মোটেই তা সত্য নয়। তিনলোকের নাথ তো তাকেই বলা হবে যিনি তিনলোকেই রাজত্ব করেন। শ্রীকৃষ্ণ তো কেবল বৈকুণ্ঠনাথ হন, আর সত্যযুগকেই কেবল বৈকুণ্ঠধাম বলা হয়। ত্রৈতীকে কিন্তু বৈকুণ্ঠধাম বলা যাবে না। বাবা বলেন, "আমিও এই লোকের নাথ হতে পারি না। এই বাবাও শুধুমাত্র ব্রহ্ম-মহাত্ম্যের নাথ। ব্রহ্মান্ড অর্থাৎ যেখানে আমরা আস্বারা অতি ক্ষুদ্র-ডিম্বাণু আকারে সেখানে অবস্থান করি। স্বয়ং শিববাবা যার মালিক। যেমন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শংকর হলেন সূক্ষ্মবতন বাসী। তাই তাদেরকে সেখানকার নাথ বলা যাবে। আর তোমরা হও বৈকুণ্ঠের নাথ। সে সব সূক্ষ্মবতন আর মূলবতনের বিষয় বস্তু। যাই হোক, তোমরা ব্রাহ্মণ বাম্পারাই কেবল ত্রিকালদর্শী হতে চলেছো। যেহেতু, তোমাদের তৃতীয় নয়ন এখন খুলে গেছে। তাই ক্রকুটির মাঝখানে চমকানো অদ্ভুত এক তারা স্বরূপ নেত্রও দেখানো হয়ে থাকে চিত্রে। তাই তোমাদেরকেও ত্রিনেত্রীও বলা যায়। যদিও এই ত্রিনেত্রের চিহ্ন কেবল দেবী-দেবতাদেরই দেখানো হয়ে থাকে। আর তোমরা ব্রাহ্মণ বাম্পারাও যখন কর্মভীত হতে সক্ষম হবে, তখন তোমরাও ত্রিনেত্রী হতে পারবে। এ সবই বর্তমান সময় কালের কথা। দেব-দেবীরা কিন্তু (তোমাদের মতন) জ্ঞানের শব্দ বাজায় না। অথচ জগতের লোকেরা চিত্রে ও শাস্ত্রে তাদেরকে স্থূল শব্দে ভূষিত করেছে। আসলে যা মুখ্যের চিহ্ন-স্বরূপ। অর্থাৎ মুখ নিঃসৃত বাণী। যার অর্থ জ্ঞান শব্দ বাজানো। তোমরা যেমন এই জ্ঞানের পাঠ পড়ছো, তেমনিই বড় বড় ইউনিভারসিটি-গুলিতেও জ্ঞানের পাঠই পড়ানো হয়ে থাকে। আর এটা পতিত-পাবন গড ফাদারলি ইউনিভারসিটি। একবার ভাবো তো কত বড় ইউনিভারসিটির ছাত্র-ছাত্রী তোমরা। তার সাথে তোমরা এটাও জানতে পারো যে, আমাদের এই শিববাবাই হলেন একাধারে আমাদের পিতা, শিক্ষক এবং সদগুরুও। সর্ব-সম্বন্ধে সব কিছুই তিনি। মাতা-পিতা যেমন সব পরিস্থিতিতেই তার সন্তানদের সুখে রাখতে চান। তাই তো শিববাবার উদ্দেশ্যে বলা হয়, তুমিই আমাদের মাতা আবার পিতাও তুমি। আর ওনার এই ভালোবাসা যেন সেকারিনের মত অতীব মিষ্ট। তাই তো দেবতাদের মত এত মিষ্ট-স্বভাবের অন্যেরা কেউই হতে পারে না।

বাম্পারা তোমরা তো এটাও জানো- পূর্বের ভারত কত সুখের ছিল, যা ছিল এভার হেলদী আর এভার ওয়েলথিড। সেই সময়কার ভারত ছিল সম্পূর্ণ পবিত্র। ভারতকেই বলা হত কলঙ্কহীন। যদিও এখন আর তা বলা যাবে না। এখন বিদ্রোহপূর্ণ পতিত ভারতে পরিণত হয়েছে। বাবা কত সহজ পদ্ধতিতে এসব তোমাদের বোঝাচ্ছেন। তোমরা এখন বাবা আর তাঁর আশীর্বাদী-বর্সাকে সহজেই

জানতে পেরেছো। বাবা আমাদের কত মিষ্টি স্বভাবের সংস্কারী করে গড়ে তুলছেন। তাই তোমরাও তা অনুভব করো যে, আমাদেরকেও বাবার এই শ্রীমত যেমন পড়তে হবে তেমনি অন্যদেরকেও পড়াতে হবে। এটা আমাদেরই কাজ। এছাড়া কর্মভোগ তো জন্ম-জন্মান্তরের বিকর্ম তো অনেক জমাই আছে। যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং পরের দিন হার্টফেল করে, তা হলে জানবে এটা তার কর্ম-কর্তব্যের একটা অংশ, যা অবিনাশী নাটকের চিত্রপটে নির্ধারিত আছে। তাকে সম্ভবত আরও অনেক প্রকারের কর্ম-কর্তব্যের অভিনয় করতে হতে পারে। এরজন্য দুঃখ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। নাটকের কর্ম-কর্তব্যের অভিনয় সবসময় পূর্বেই নির্ধারিত থাকে। তাকে আবার অন্য চরিত্রের অভিনয়ও করতে হবে। তাই এতে চিন্তার কোনও কারণ নেই। তিনি হয়তো পরবর্তী চরিত্রের অভিনয়ে আরো ভালো ভাবে ভারতের সেবা করতে পারবে যেহেতু তিনি অন্যদের থেকে পৃথক, এখানকার এই সংস্কারই নিয়ে যাবে, ফলে অনেকের কল্যাণও করতে পারবেন। তাই তা তোমাদের কাছে খুশির খবর। তাই বাবা তোমাদের এই ভাবে বুঝিয়ে থাকে- যদি মা মারা যায়-তা হলেও হালুয়া থাকে..... এর গুট অর্থই বুঝতে হবে তোমাদের। তোমরা তো জানোই, আমরা হলাম সবাই এক একজন বিশেষ অভিনেতা। প্রত্যেকেই যার যার নিজ নিজ অভিনয় করতে হবে। ঠিক যেমনটি অবিনাশী নাটকের চিত্রপটে খোঁদিত আছে পূর্ব থেকেই। এক শরীর ত্যাগ করে আবার অন্য শরীরের অভিনয় শুরু করতে হয়। এখান থেকে যে সংস্কার নিয়ে যাবে, যেখানে যাবে, সেখানে গিয়ে গুপ্ত ভাবে তেমনই সেবা করবে। আত্মার মধ্যেই তো সব সংস্কার ভরা থাকে। কার্যোপযোগী সেবাদারী বাচ্চারাই উপযুক্ত মান-সম্মান পেয়ে থাকে। তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারাই হলে প্রকৃত কার্যোপযোগী সেবাদারী এবং ভারতের নিমিত্তে কল্যাণকারী। এছাড়া অন্যেরা তো কেবল অকল্যাণই করে থাকে, আর ভারতকেও পতিত বানাতে থাকে। জাগতিক কোনও উচ্চ-স্তরের সন্ত্যাসী মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে স্থির বিশ্বাসের সাথে এমন ভাবে বসেন এবং মনে বিশ্বাস রাখেন যে, তিনি যেন শরীর ত্যাগ করলেই ব্রহ্মাতে লীন হয়ে যাবেন! কিন্তু তিনি গিয়ে তো কারও কল্যাণ করতে পারবেন না, যেহেতু তিনি তো কল্যাণকারী বাবার সন্তানই নয়। তোমরাই বাবার কল্যাণকারীর সন্তান। তাই তোমরা কারও অকল্যাণ চাইতেই পার না। তোমরা যখন যাবে তা কেবল কল্যাণ করার জন্যই। বর্তমানের এই দুনিয়াটাই যে পতিত। বাবা তাই সকল বাচ্চাদেরকে অধ্যাদেশ দেন যে, এখন তোমাদের কোনও ভোগবল রচনার প্রয়োজন নেই। যেহেতু এই দুনিয়ার সবকিছুই এখন তমোপ্রধান। অর্ধকল্প ধরে তোমরা একে অপরের সাথে সর্বদা কেবল কাম-প্রবনতা ও লড়াই-ঝগড়া করে দুঃখই বাড়িয়ে এসেছো। অবশ্য এ সবই হয়েছে রাবণের পঞ্চভূত রূপী বিকারের জন্য, আর যার কারণে আজ তোমরা এত দুঃখ পাচ্ছে। এই রাবণই তোমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। বাস্তবে সোনার লক্ষা বলে কিছুই ছিল না। এ সবই মানুষের বানানো গল্প মাত্র। বাবা বলেন, এই সবই বেহদের কথা। সমগ্র মনুষ্য সৃষ্টি-জগৎ এই সময়ে রাবণ রূপী বিকারের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। ম্যাগাজিনগুলিতেও এইসব চিত্র খুব ভালো ভাবে দেখানো হয় যে, - সবাই রাবণ-রূপী বিকারের খাঁচায় বন্দি, অর্থাৎ সবাই এখন শোক বাটিকাতে (দুঃখের কুটিরে) রয়েছে। যেহেতু রাবণের রাজ্যে অশোক বাটিকা (শোকহীন কুটির) থাকেই না। আবার অশোকা (শোকহীন) হোটেলও নেই। এখানে তো কেবল শোকের হোটেলই থাকে এবং যা খুবই নোংরা। তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা জানো কে প্রকৃত সত্য অর্থাৎ পবিত্র এবং কে নোংরা অর্থাৎ অপবিত্র! যেহেতু তোমরা এখন ফুলের মত পবিত্র হতে চলেছো।

তোমরা বাচ্চারা তো জানো, আল্ফার রেকর্ডের মধ্যে কত বিশাল কর্ম-কর্তব্যের অভিনয়ের পার্ট কত আগে থেকেই লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। যা খুবই আশ্চর্যের- তাই না! এত ছোট আল্ফার মধ্যে ৮৪ জন্মের অবিনাশী পার্ট ভরা আছে। অন্যেরাও তা বলে থাকে - আমরা পতিত ও তমোপ্রধান হয়ে গেছি- যার সমাপ্তি শীঘ্রই হতে চলেছে। তাই তো এই রক্তক্ষয়ী খেলায় মেতেছে সবাই। একটা মাত্র বোমা ফাটলেই কত অসংখ্য মানুষের মৃত্যু ঘটে। তোমরা এও জানো যে, এই পুরানো দুনিয়া আর বেশি দিন স্থায়ী হবে না। আমাদের এই শরীরটাও এখন যেমন পুরানো শরীর, তেমনি দুনিয়াটাও এখন অতি পুরানো দুনিয়া। আমরা নতুন দুনিয়াতে গেলে আবার নতুন পবিত্র শরীর পেয়ে থাকি, তার জন্যই আমরা বাবার শ্রীমতে চলে সাধ্যমতন পুরুষার্থও করে চলেছি। সব বাচ্চারা অবশ্যই এই বাবার সাহায্যকারী হয়। এই শ্রী শ্রী বাবার শ্রীমত অনুসরণ করেই আমাদের মধ্যে থেকে শ্রী লক্ষ্মী ও শ্রী নারায়ণ হয়ে থাকে। যেমন ভাইস প্রেসিডেন্টকে তো আর প্রেসিডেন্ট বলবে না! তা কখনই বলা যায় না। তেমনি নুড়ি-পাথরের মধ্যেও ভগবান কিভাবে অবতরিত হবেন! তাঁর উদ্দেশ্যই তো এই গীত-গাঁথা আছে - যদা যদাহি..... অর্থাৎ যখন যখন এই দুনিয়ার সবাই সম্পূর্ণ পতিত হয়ে যায় এবং কলিযুগের অন্ত নিকটে চলে আছে, তখনই আমাকে আসতেই হয়। তাই বাচ্চারা এখন তোমরা এই এক ও একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে থাকো। বাবা আবার জিজ্ঞাসাও করেন, বাবাকে তোমরা স্মরণ করো কি ? উত্তরে তোমরাই বলো, বাবা মুহূর্তে মুহূর্তে আপনাকে ভুলে যাই - কেন ? বাবা বলেন, কই লৌকিক বাবাকে তো কখনও ভোলো না! যা একেবারে নতুন ধরণের কথা। বাবা নিরাকার, এক বিন্দু-স্বরূপ, যদিও এই অভ্যাসে কেউই তেমন অভ্যস্ত নয়। জগৎবাসীরা তো বলে থাকে, আমরা এমন কথা কখনও শুনিনি এবং তাঁকে ঐ ভাবে কখনও স্মরণও করিনি। দেবতাদেরও অবশ্য এই জ্ঞান থাকে না। এই জ্ঞান তখন প্রায় লুপ্ত প্রায় হয়ে যায়। ঔনাকেও অর্থাৎ কৃষ্ণরূপধারী ব্রহ্মাবাবাকেও তখন স্বদর্শন চক্রধারী বলা যাবে না। যদিও বলা হয়ে থাকে বিষ্ণুর দুই রূপে তিনি লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে থাকেন। আসলে প্রবৃত্তি মার্গের জন্য এইসব রূপ দেখানো হয়ে থাকে। যেমন ব্রহ্মা-সরস্বতী, শংকর-পার্বতী, লক্ষ্মী-নারায়ণ। উচ্চ থেকেও অতি উচ্চতে হলেন একমাত্র শিববাবা। তারপর দ্বিতীয় এবং তৃতীয়, তাই বাবা এখন বলছেন, "বাচ্চারা দেহ সহিত দেহ সম্পর্কিত সব ধর্মকে ছেড়ে, নিজেকে আল্লা গুণে জানো। আমি আল্লা, বাবার সন্তান। আমি সন্ত্যাসী নই। অতএব কেবলমাত্র এই এক ও একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করো। তোমরা দেহ সম্পর্কিত সকল ধর্মকেই ভুলে যাও। যা খুবই সহজ পন্থা। তোমরা এখন সেই বাবার সাথেই বসে আছো। বাবা এখানে বসেই ব্রহ্মাবাবার দ্বারা সব কিছু জানাতে থাকেন। দুজনেই একত্রিত হয়ে 'বাপদাদা' (শিববাবা আর ব্রহ্মাবাবা) কঙ্কাইন্ড তথা সংযুক্ত রূপ। ঠিক যেমন দুটো জমজ-বাচ্চা একসাথে জন্মগ্রহণ করে। তেমনি এখানেও দুজনের অভিনয় একত্রে চলছে।" বাচ্চাদের আরও বোঝান হয়, তাদের অস্তিম চিন্তাধারাই তাদেরকে নিজ নিজ লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করবে। যখন তোমরা শরীর ত্যাগ করবে, তখন বুদ্ধি যেখানে চলে যাবে, সেখানে গিয়েই জন্ম নিতে হবে। মৃত্যুর সময় অস্তিমে যদি স্বামীর মুখ দেখো, তাহলে বুদ্ধিও সেখানেই চলে যাবে। মৃত্যুর সময় যে যেমন স্মৃতিতে থাকে, সেই সময়ের প্রভাব সবচেয়ে বেশী থাকে। আর যদি মৃত্যুকালে স্মৃতিতে থাকে যে, কৃষ্ণের মতন বাচ্চাই হবো, তা হলে তো আর কথাই নেই। খুব সুন্দর বাচ্চার রূপেই জন্মগ্রহণ করবে। তাই সেই শেষ সময়ে কেবলমাত্র একটাই অভিপ্রায় রাখতে হবে ! কিন্তু, তোমরা এখন এই সময়ে কি করছো ? তোমরা জানো যে, বর্তমান সময়ে তোমরা এক শিববাবাকেই স্মরণ করছো। সাক্ষাৎকার তো সবারই হয়। রাধা আর কৃষ্ণ উভয়েই মুকুটধারী। তারাই প্রিন্স-প্রিন্সেস হবে। কিন্তু কবে ? সত্যযুগে নাকি ত্রেতাতে ? তা নির্ভর করছে তাদের পুরুষার্থের উপর। যে

যত পুরুষার্থ করবে, সে ততই উচ্চ পদের অধিকারী হবে। তোমরা তো আগ্রহ প্রকাশ করো বলে থাকো, আমরা ২১ জন্মের জন্য রাজ্য-ভাগ্যের রাজত্ব নেব। মাঝা আর বাবা যদি তা পেতে পারেন, তবে আমরাই বা কেন তাদেরকে অনুসরণ করবো না! তোমরা প্রথমে যথেষ্ট জ্ঞান ধারণ করবে, তারপর অন্যকেও তা করাবে। ২১ জন্মের প্রালঙ্ পায়ার জন্য তোমাদেরকে যথেষ্ট সেবা ও পুরুষার্থ করতে হবে। যেমন স্কুলে বাচ্চারা যদি সঠিক রীতিতে পুরুষার্থ না করে, তবে ভালো নম্বরও পায় না, ঠিক তেমনি। তোমরা এখন ৫ মায়া-রাবণরূপী বিকারের উপর বিজয় প্রাপ্ত করছো। তোমাদের এই যুদ্ধ অহিংসক যুদ্ধ। প্রতীক-চিহ্ন হিসাবে যদি রামকে না দেখানো হয়, তা হলে সূর্যবংশী ও চন্দ্রবংশীর মধ্যে তফাৎটা করবে কিভাবে। তাই তো বাবা এভাবে বলছেন, তোমরা যত বেশী পুরুষার্থ করবে, সেই অন্তিম পুরুষার্থ ও সংকল্প অনুযায়ীই তোমরা তোমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে সমর্থ হবে। এমন কি তোমরা নিজের দেহকেও, এটা যে দেহ- এই খেয়ালও রাখবে না। সবকিছুই ভুলতে হবে। বাবা আরও বলছেন, তোমরা যেমন নগ্ন অর্থাৎ অশরীরী ভাবে এসেছিলে, তেমনি নগ্ন (অশরীরী) অবস্থাতেই যেতে হবে। যদিও তোমরা এত ছোটো বিন্দু স্বরূপ, তবুও তো তোমরা এই কানের মাধ্যমেই শোনো, মুখের দ্বারাই কথা বলো। আমরা আত্মারা এক শরীর ত্যাগ করে আবার অন্য শরীর গ্রহণ করি। এখন আবার আত্মাদের নিজের ঘরে যেতে হবে। বাবা স্বয়ং আমাদের খুব সুন্দর করে জ্ঞান-সংস্কারের শৃঙ্গার করছেন, যার ফলে আমরা মনুষ্য থেকে দেবতায় উপনীত হব। তোমরাও জেনেছো, কেবলমাত্র এই এক শিববাবাকে স্মরণ করলেই তোমাদের দেবতা পদের প্রাপ্তি হয় ! গীতাতেও উল্লেখ আছে, "আমাকে এবং আমার আশীর্বাদী বর্ষাকে স্মরণ করলেই তোমরা স্বর্গের মালিক হতে পারবে।" কত সহজ পন্থা এটা। তোমরাও তা বোঝো যে, প্রতি কল্পের মতনই তোমরা এই ব্রহ্মার দ্বারাই বাবার আশীর্বাদী বর্ষা পেয়ে থাকো। গীত-গাঁথাও আছে, ব্রহ্মার দ্বারাই দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়। আর ফল করলে আবার ত্রেতাতে অর্থাৎ ক্ষত্রিয়-ধর্মে চলে যেতে হবে। ব্রহ্মার দ্বারাই ব্রাহ্মণ, দেবতা আর ক্ষত্রিয়- এই তিন ধর্মের স্থাপনা হয়ে থাকে। সত্যযুগে দেবতা-ধর্ম ছাড়া আর কোন ধর্ম থাকে না, অন্যান্য ধর্মরা পরে আসতে থাকে। তাই, তাদের সাথে আমাদের কোন যোগসূত্র নেই। ভারতবাসীরা নিজেরাই ভুলে গেছে যে, আমরাই সেই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের। যেহেতু এ সব কিছুই হয়ে থাকে অবিনাশী নাটকের চিত্রনাট্য অনুসারেই। আচ্ছা -

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবা রুহানী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

- ১) বাবার শ্রীমত অনুসারে জ্ঞানের পাঠ পড়তে হবে এবং অন্যদেরকে তা পড়ানোর সেবাও করতে হবে। ডামার ঘটনাগুলির প্রতি অটল থাকতে হবে। কোনো কিছুতেই চিন্তা করবে না।
- ২) অন্তিম সময়কালে এক ও একমাত্র বাবা ছাড়া আর কেউ যেন স্মরণে না আসে, সেই কারণে, দেহকে ভুলে থাকার অভ্যাস করতে হবে অর্থাৎ অশরীরী ভাবে থাকতে হবে।

বরদান :- এভাররেডি হয়ে প্রত্যেক পরীক্ষাতে ঈশ্বরীয় আনন্দের অনুভবকারী বিশেষ আত্মা হও।

বিস্তার :- সঙ্গমযুগ ঈশ্বরীয় আনন্দে মেতে থাকার যুগ। তাই সর্বদা আনন্দে মগ্ন হয়ে থাকো। কখনও হতবুদ্ধি বা বিভ্রান্ত হয়ে যেও না। যে কোনও পরিস্থিতি অথবা পরীক্ষাতে যদি অল্প সময়ের জন্যও যদি তুমি শংসয়াতীত হয়ে পড়ো আর সেই সময় যদি তোমার অন্তিম সময় হয়, তা হলে সেই শেষ সংকল্প অনুযায়ীই তোমার সেই গতিই হবে! তাই সর্বদা এভাররেডি (সদা প্রস্তুত) হয়ে থাকো। যেন কোনও সমস্যারই সম্পূর্ণ হতে বিঘ্ন রূপ না হয়। সর্বদা এই স্মৃতিতেই থাকতে হবে যে, আমিই এই জগতের সবচেয়ে মূল্যবান ও বিশেষ আত্মা। আমার প্রত্যেকটা সংকল্প, বাক্য আর কর্মই বিশেষতাপূর্ণ। তাই এই মূল্যবান সময়ে এক মুহূর্তও যেন বিফলে না যায়।

স্লোগান :- শ্রেষ্ঠ কর্মের খাতা জমা করতে থাকো, তা হলেই বিকর্মের খাতাও নিজে থেকেই শেষ হয়ে যাবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - ২১ জন্মের সম্পূর্ণ প্রালব্ধ নেওয়ার জন্য বাবার কাছে সম্পূর্ণ বলিহারি যাও, অর্ধেক নয়, বলিহারি যাওয়া অর্থাৎ বাবার হয়ে যাওয়া।"

প্রশ্ন :- কোন্ গুপ্ত কথা বোঝার জন্য বেহদের বুদ্ধির প্রয়োজন ?

উত্তর :- এ হলো বেহদের বানানো নাটক। যা অতীতে হয়ে গেছে তাও নাটক। এখন এই নাটক সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে, তারপর আবার নতুনভাবে পার্ট শুরু হবে.....এই গুপ্ত কথা বোঝার জন্য বেহদের বুদ্ধির প্রয়োজন। বেহদের রচনার জ্ঞান বেহদের বাবাই দিয়ে থাকেন।

প্রশ্ন :- মানুষ কোন্ বিষয়ে অবসাদে কাল্লাকাটি করে আর তোমরা বাচ্চারা কোন্ বিষয়ে খুশী থাকো ?

উত্তর :- অজ্ঞানী মানুষ অল্প রোগেই কাল্লাকাটি করে, তোমরা বাচ্চারা খুশী হও কারণ তোমরা জানো যে তোমাদের পুরোনো হিসেব - নিকেশ শোধ হচ্ছে।

গীত :- তোমরা রাত ঘুমিয়ে কাটালে

ওম্ শান্তি। বাস্তবে ওম্ শান্তি বলারও প্রয়োজন নেই। কিন্তু কিছু কিছু বাচ্চাকে বোঝাতেও হয় আবার বাবার পরিচয়ও দিতে হয়। আজকাল এমন অনেকে আছে যারা ওম্ শান্তি - ওম্ শান্তি জপ করতে থাকে। অর্থতো বোঝেই না। ওম্ শান্তি, আমি আত্মার স্বধর্মই হলো শান্ত। এ তো ঠিক কিন্তু আবার ওম্ শিবহম, এও বলে দেয়, এ তো ভুল হয়ে গেল। বাস্তবে এই গানেরও প্রয়োজন নেই। দুনিয়াতে এখন শ্রুতি মধুরতার অনেক কিছু আছে। এই শ্রুতি মধুরতায় কোনো লাভ নেই। মনরস তো এখনো আসে একটি কথায়। বাবা বাচ্চাদের সামনে বসেই বোঝান, তিনি বলেন তোমরা ভক্তি তো অনেক করেছে, এখন ভক্তির রাত পূর্ণ হয়ে প্রভাত হচ্ছে। প্রভাতের অনেক মহত্ব। এই প্রভাতের সময়ই বাবাকে স্মরণ করতে হয়। প্রভাতের সময় মানুষ ভক্তিও অনেক করে। মালাও জপ করে। ভক্তিমাগের এই নিয়ম চলে আসছে। বাবা বলেন, বাচ্চারা এই নাটক এখন সম্পূর্ণ হতে চলেছে এরপর এই চক্র আবার রিপিট হবে। ওখানে তো ভক্তির দরকার হয় না। নিজেরাই বলে ভক্তির পরেই ভগবানকে পাওয়া যায়। তারা ভগবানকে তারা স্মরণ করে কেননা তারা দুঃখী। যখন বিপদ আসে বা রোগে পড়ে তখনই ভগবানকে স্মরণ করে, ভক্তরাই ভগবানকে স্মরণ করে। সত্যযুগ আর ত্রেতায় ভক্তি থাকে না। না হলে সমস্ত ভক্তিই গভীর ভক্তিতে পরিণত হবে। ভক্তি আর জ্ঞানের পরেই আসে বৈরাগ্য। ভক্তির পরে আসে দিন। নতুন দুনিয়াকে দিন বলা হয়। ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য এই অক্ষর ঠিক। কিসের বৈরাগ্য? পুরোনো দুনিয়া, পুরোনো সম্বন্ধ ইত্যাদির থেকে বৈরাগ্য। মানুষ চায় আমরা মুক্তিধামে বাবার কাছে যাবো। ভক্তির পরে অবশ্যই আমরা ভগবানকে পাবো। ভক্তরাই ভগবান বাবাকে পায়। ভগবানেরই কাজ ভক্তদের সঙ্গতি দেওয়া। আর কিছুই করতে হবে না, কেবল বাবাকে চিনতে হবে। বাবাই হলেন এই মনুষ্য সৃষ্টি ঝাড়ের বীজ, একে উল্টো ঝাড় বলা হয়। বীজ থেকে কিভাবে ঝাড় বেরোয়, তা খুবই সহজ। এখন তোমরা জানো, এই বেদ শাস্ত্র, গ্রন্থ আদি পড়া, জপ -

তপ করা এ সবই হলো ভক্তিমার্গের । এ ভগবানকে পাওয়ার সত্যিকারের মার্গ নয় । সত্যিকারের মার্গ তো ভগবানই বলেন -- মুক্তি - জীবনমুক্তির । তোমরা জানো যে এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়ে আসছে, যা অতীতে হয়ে গেছে সে সবই নাটক । এই কথা বোঝার জন্য অনেক বড় বেহদের বুদ্ধির প্রয়োজন । বেহদের মালিকই সমস্ত সৃষ্টির আদি, মধ্য আর অন্তের বেহদের জ্ঞান দিয়ে থাকেন । তাঁকেই বলা হয় জ্ঞানেশ্বর, রচয়িতা । জ্ঞানেশ্বর অর্থাৎ রূহানী আধ্যাত্মিক জ্ঞান । ঈশ্বরীয় পিতার জ্ঞান । তোমরাও এখন এই ঈশ্বর পিতার ছাত্র হয়েছো । বরাবর ভগবান উবাচঃ হলো - আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই তাই ভগবান তো অবশ্যই শিক্ষকই হলেন । তোমরা যেমন তাঁর ছাত্র আবার সন্তানও । বাচ্চারা তাদের দাদুর থেকে বর্সা বা সম্পত্তি পেয়ে থাকে । এ তো খুবই সহজ কথা । বাচ্চা যদি যোগ্য না হয় তাহলে বাবা তাদের বের করে দেন, যারা এই কাজে বাবার সাহায্যকারী হয় তারাই এই সম্পত্তির ভাগ পেয়ে থাকে । তাই বাচ্চারা তোমাদের দাদুর সম্পত্তির উপর সম্পূর্ণ অধিকার আছে । তিনি হলেন নিরাকার । বাচ্চারা জানে যে আমরা আমাদের দাদুর থেকে বর্সা বা সম্পত্তি নিষিদ্ধ । তিনিই স্বর্গের স্থাপনা করেন । তিনি হলেন সর্বজ্ঞানী । ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা শংকরকে পতিত - পাবন বলা হয় না । তাঁরা তো হলেন দেবতা । তাঁদের সন্নতিদাতা বলা হয় না । তিনি হলেন এক । সবাই স্মরণও ওই একজনকেই করে থাকে । বাবাকে না জানার কারণেই সকলের মধ্যেই পরমাত্মা আছে এই কথা বলে দেয় । আবার কারোর যদি সাক্ষাত্কার হয়েও যায়, সে ভাবে হনুমান দর্শন করিয়েছে । ভগবান তো হলেন সর্বব্যাপী । কোনো বিষয়ে ভাবনা রাখলে সাক্ষাত্কার হয়েই যায় । এ হলো ঈশ্বরীয় পড়ার কথা । বাবা বলেন, আমি বাচ্চাদের এসে পড়াই । তোমরা দেখোও আমি কিভাবে পড়াই, যেমন অন্যান্য শিক্ষকরা খুব সাধারণভাবে পড়ায় । ব্যারিস্টার হলে তিনি তার মতো ব্যারিস্টারই বানাবেন । এ তো তোমরাই জানো যে এই ভারতকে কে স্বর্গ বানিয়েছে । আর এই ভারতে থাকা সূর্যবংশী দেবী - দেবতার কোথা থেকে এসেছে । মানুষ এই কথা কিছুই জানে না । এখন হলো সঙ্গম যুগ । তোমরা আছো সঙ্গম যুগে দ্বিতীয় অন্য কেউই এই সঙ্গম যুগে নেই । এই সঙ্গমের মেলা দেখো কেমন । বাচ্চারা সবাই বাবার সাথে মিলিত হতে এসেছে । এই মেলা হলো কল্যাণকারী । বাকি যেসব কুস্ত্র মেলা হয় তার থেকে কোনো প্রাপ্তিই নেই । সত্যিকারের কুস্ত্রমেলা এই সঙ্গমকেই বলা হয় । এই গায়ন গাওয়া হয় যে আত্মা পরমাত্মা পৃথক আছে বহুকাল, তারপর এই সুন্দর মেলার আয়োজন করা হয়েছে । এই সময় কতো সুন্দর । এই সঙ্গমের সময় কতো কল্যাণকারী কেননা এই সময়ই সকল মানুষের কল্যাণ হয় । বাবা এসেই সকলকে পড়ান, তিনি হলেন নিরাকার, তারার মতো । লিঙ্গ রূপ দেখানো হয়েছে মানুষকে বোঝানোর জন্য । বিন্দু রূপ দেখানো হলে কেউই কিছু বুঝতে পারতো না । তোমরা বোঝাতে পারো যে আত্মা হলো একটি তারার মতো । বাবাও তেমনই একটি তারা । যেমন আত্মা ঠিক তেমনই পরমপিতা পরমাত্মা । কোনো তফাতই নেই । তোমাদের আত্মারা পুরুষার্থের নশ্বর অনুসারে আসে । কারোর বুদ্ধিতে অল্প জ্ঞান আছে কারোর আবার বেশী । এখন তোমরা আত্মারা বুঝতে পারো যে তোমরা কিভাবে ৮৪ জন্ম ভোগ করো । প্রত্যেককেই তাদের কর্মের হিসেব - নিকেশ ভোগ করতে হবে । কেউ যদি রোগগ্রস্ত হয়, তাহলে তার হিসেব - নিকেশ শোধ করতে হয় । এমন নয় যে ঈশ্বরীয় সন্তানদের এমন ভোগ কেন করতে হবে । বাবা বোঝান যে বাচ্চারা, এ হলো জন্ম - জন্মান্তরের পাপ । যদিও কুমারী হয়, কুমারীর কি পাপ হবে ? আসলে এ তো অনেক জন্মের হিসেব - নিকেশ শোধ হতে হবে, তাই না ? বাবা বোঝান যে, এই জন্মের কৃত পাপও তোমরা শোনাবে, নাহলে অন্দরে তা বৃদ্ধি পেতে থাকবে । বলে দিলে তা আর বৃদ্ধি হবে না । সবথেকে এক নশ্বর পবিত্র ভারত ছিল, এখন সেই ভারত সবথেকে পতিত । তাই ভারতীয়দের পরিশ্রম অনেক বেশী করতে হয় । যারা বেশী সার্ভিস করে, তারা বুঝতে পারে যে

আমরা উঁচু নম্বরে যাবো । কিছু হিসেব - নিকেশ থাকলে তো ভোগ করতেই হবে । এই ভোগও খুশীর সঙ্গে ভোগ করতে হয় । আমরাই একসময় পবিত্র ছিলাম আবার আমরাই এখন সবথেকে পতিত হয়ে গেছি । অভিনয় করার জন্য আমাদের এই শরীর মিলেছে । এখন আমাদের বুদ্ধিতে এসেছে যে আমরা সবথেকে বেশী পতিত হয়েছি । তাই অনেক পরিশ্রম করতে হয় । এমন আশ্চর্য হয়ো না যে অমুকের এই রোগ কেন ? আরে দেখো, কৃষ্ণের নামেও এই গায়ন আছে যে কালো এবং গোরা । যারা ছবি বানায়, তারা তো বোঝেই না । তারা তো রাধাকে গোরা আর কৃষ্ণকে কালো দেখিয়ে দিয়েছে । তারা ভাবে যে রাধা কুমারী তাই তাঁর মান রাখে । তারা ভাবে যে, সে কি করে কালো হবে । এই কথা তোমরা বুঝতে পারো । যারা দেবতা কুলের ছিলো, তারা এখন নিজেদের হিন্দু মনে করে ।

তোমরা শ্রীমতে চলে নিজের কুলকে উদ্ধার করো । সমস্ত কুলকে পবিত্র করতে হবে, উদ্ধার করে ওপরে আনতে হবে । তোমরা তো উদ্ধারকারী সেনা, তাই না ? বাবাই এই দুর্গাতি থেকে তোমাদের মুক্ত করে সঙ্গতি করান, গায়ন আছে, তিনিই সৃষ্টিকর্তা, নির্দেশক এবং মুখ্য অভিনেতা । তিনি অভিনেতা কেমন, পতিত - পাবন বাবা এসেই এই পতিত দুনিয়ায় সকলকেই পবিত্র করেন, তাহলে তো তিনিই মুখ্য হলেন, তাই না ? ব্রহ্মা , বিষ্ণু বা শংকরকে কেউ সর্বময় কর্তা বলবেই না । এখন তোমরা অনুভবের দ্বারা বলে থাকো - বাবা, যাকে আমরা সর্বময় কর্তা বলে থাকি তিনিই এই সময় তাঁর অভিনয় করেন । তিনি এই সঙ্গম যুগেই অভিনয় করে থাকেন । তাঁকে কেউই জানে না । মানুষ ১৪ কলা থেকে ধীরে ধীরে নিচে নামতে থাকে । আস্তে আস্তে কলা কম হতে থাকে । প্রতি জন্মেই কিছু না কিছু কলা কম হয় । সত্যযুগে ৮ জন্ম নিতে হয় । নাটকের নিয়ম অনুসারে এক এক জন্মে কিছু না কিছু কলা কম হতে থাকে । এখন আবার ওপরে ওঠার সময় । যখন সম্পূর্ণ ওপরে উঠবে, তখন আবার ধীরে ধীরে নিচে নামা শুরু হবে । বাচ্চারা জানে, এখন এই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে । রাজধানীতে তো সমস্ত প্রকারই চাই । যারা খুব ভালোভাবে বাবার শ্রীমতে চলে, তারা উঁচু পদ পায়, কিন্তু তারজন্য বাবার মত তো নিতে হবে । বাবাকে নিজের সম্পূর্ণ পোতামেল দিতে হবে, তখনই তো বাবা রায় দেবে । এমন নয় যে বাবা সবকিছুই জানে । তিনি তো এই সম্পূর্ণ দুনিয়ার আদি - মধ্য এবং অন্তের পরিচয় জানেন । এক এক জনের মনে বসে তিনি তো মনের খবর রাখতে পারেন না, তিনি হলেন জ্ঞানী । বাবা বলেন, আমি আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানি, তাই তো বলতে পারি তোমরা এমনভাবে নামতে থাকো । আবার এমনভাবে ওপরে ওঠো । এই পার্ট হলো ভারতেরই । ভক্তি তো সবাই করে । যারা সবার থেকে বেশী ভক্তি করে তাদেরই প্রথমে সঙ্গতি পাওয়া উচিত । তারা পূজ্য ছিলো, তারপর ৮৪ জন্মও তারাই নিয়েছিলো । তারাই ক্রমানুযায়ী ভক্তি করেছে । যদিও এই সময় জন্ম হয়েছে, তবুও আগের জন্মের পাপ তো জমা রয়েছে । সেই পাপ বাবার স্মরণের শক্তিতেই কেটে যায় । এই স্মরণই খুব শক্ত । তোমাদের জন্য বাবা বলে থাকেন, তোমরা যদি স্মরণে বসো, তাহলেই নিরোগী হতে পারবে । বাবার থেকে সুখ, শান্তি আর পবিত্রতার বর্ষা বা সম্পত্তি পাওয়া যায় । একমাত্র স্মরণের দ্বারাই নিরোগী শরীর আর দীর্ঘায়ু পাওয়া যায় । আর এই জ্ঞানের দ্বারা তোমরা ত্রিকালদর্শীও হতে পারো । এই ত্রিকালদর্শীর অর্থও কেউ জানে না । ঋদ্ধি, সিদ্ধি দেওয়ার লোক অনেকেই আছে । এখানে বসেও লন্ডনের পার্লামেন্ট ইত্যাদি দেখতে থাকবে । কিন্তু এই ঋদ্ধি, সিদ্ধি পেয়েও কোনো লাভ হয় না । দর্শনও অনেক সময় দিব্যদৃষ্টির দ্বারা হয় কিন্তু এই চর্মচক্ষু দিয়ে নয় । এই সময় সবাই কালো হয়ে গেছে । তোমরা বলিহারি যাও অর্থাৎ বাবার হয়ে যাও । ব্রহ্মা বাবাও নিজেকে সমর্পণ করেছেন, যারা অর্ধেক সমর্পণ করে তাদের প্রাপ্তিও অর্ধেকই হয়

। ব্রহ্মা বাবাও তো সম্পূর্ণ সমর্পণ করেছেন । যা কিছু ছিলো সবই তিনি দিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন । যারা সবকিছুর বলি দেয়, তাদের ২১ জন্মের জন্য প্রাপ্তি হয়, এতে জীবঘাতের কোনো কথাই নেই । জীবঘাতীকে মহাপাপী বলা হয় । আত্মা নিজের শরীরকে আঘাত করবে, এ তো ভালো কথা নয় । মানুষ নিজেকে হত্যা করে বা অন্যকে, তাই জীবঘাতী বলা হয়, মহাপাপীও বলা হয় ।

বাবা তাঁর মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের কতো ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন । তোমরা জানো, প্রতি কল্পে কল্পে, কল্পের এই সঙ্গম যুগেই এই কুণ্ডের মেলায় তিনি আসেন । ইনিই সেই মাতা - পিতা । বাচ্চারা বলে, বাবা তুমিই আমাদের সবকিছু । বাবাও বলেন, হে বাচ্চারা , তোমরা আত্মারাও আমার । তোমরা বাচ্চারা জানো, শিব বাবা এসেছেন ঠিক আগের কল্পের মতো । যারা সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিয়েছে, তাদেরই তিনি সাজাচ্ছেন । তোমাদের আত্মা জানে যে, বাবা সর্বস্বত্বানী এবং পতিত - পাবন । তিনিই এখন আমাদের সম্পূর্ণ জ্ঞান দেন । তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগর, এতে শাস্ত্রের কোনো কথাই নেই । এখানে তো দেহের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু ভুলে নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে । এক বাবার যখন হয়েছে, তখন অন্য সবকিছু ভুলে যেতে হবে । অন্য সকলের সঙ্গে বুদ্ধির যোগ ছেড়ে এক বাবার সঙ্গেই রাখতে হবে । এই গায়নও আছে যে, আমরা তোমার সঙ্গেই জুড়বো । বাবা আমরা সম্পূর্ণ বলিহারি যাবো । বাবাও বলেন, আমিও তোমাদের ওপর বলিহারি যাই । মিষ্টি বাচ্চারা, আমি তোমাদের সারা বিশ্বের রাজত্বের মালিক বানাই, কিন্তু আমি তো নিষ্কামী । যদিও বা মানুষ বলে আমি নিষ্কাম সেবা করি, কিন্তু ফল তো প্রাপ্ত হয়ই । বাবাই নিষ্কাম সেবা করে, এই কথা তোমরা জানো । আত্মা যে বলে আমি নিষ্কাম সেবা করি, এ কোথা থেকে শিখেছে । তোমরা জানো যে নিষ্কাম সেবা একমাত্র বাবাই করেন । তিনি কল্পের সঙ্গম যুগেই আসেন । এখনো তিনি তোমাদের সামনেই বসে আছেন । বাবা নিজেই বলেন, আমি হলাম নিরাকার । আমি তোমাদের এই বর্ষা বা সম্প্রতি কিভাবে দেবো ? এই সৃষ্টির আদি - মধ্য আর অন্তের জ্ঞান কিভাবে শোনাবো ? এতে প্রেরণার কোনো কথাই নেই । তোমরা শিব - জয়ন্তী পালন করো, তাই আমি তো অবশ্যই আসি । আমি এই ভারতেই আসি । ভারতেরই মহিমা শোনাই । ভারত তো সম্পূর্ণ মহান পবিত্র ছিলো, এখন আবার নতুন করে তা হচ্ছে । বাবার তাঁর বাচ্চাদের প্রতি কতো প্রেম । আত্মা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত ।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

1) শ্রীমতে চলে নিজের কুলকে উদ্ধার করতে হবে । সমস্ত কুলকে পবিত্র বানাতে হবে । বাবাকে নিজের সত্যিকারের পোতামেল দিতে হবে ।

2) স্মরণের বলে নিজের কায়াকে নিরোগী বানাতে হবে । বাবার কাছে সম্পূর্ণ সমর্পিত হতে হবে । বুদ্ধির যোগ অন্যের থেকে ছেড়ে এক বাবার সাথেই জুড়তে হবে ।

বরদান :- সদা উৎসাহ উদ্দীপনার পাখায় উড়তে থেকে মজবুত আর ক্লান্তিহীন হও ।

তোমরা আত্মারা হলে অনেক আত্মাদের ওড়ানোর নিমিত্ত, তাই তোমাদের উৎসাহ, উদ্দীপনার এই পাখা যেন মজবুত হয়। সদা এই স্মৃতিতে থাকো যে, আমরা ব্রাহ্মণরা হলাম বিশ্ব কল্যাণের দ্বায়িত্ব প্রাপ্ত, তাহলেই আলস্য আর ছেলেমানুষী স্বত সমাপ্ত হয়ে যাবে। কখনই পরিশ্রান্ত হবে না, যার উৎসাহ, উদ্দীপনা থাকে সে ক্লান্তিহীন হয়। সে তার চাল চলে অন্যের উৎসাহ, উদ্দীপনা বাড়াতে থাকে।

স্লোগান :- বাবার সঙ্গে রং লাগলে সমস্ত খারাপ স্বভাব সহজেই পরিবর্তন হয়ে যাবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের সকলের এটা বাণপ্রস্থ অবস্থা, এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। তাই বাবাকে এবং ঘরকে স্মরণ কর, পবিত্র হও এবং সমস্ত হিসাব সমাপ্ত কর।"

প্রশ্ন:- কোন ধৈর্য কেবল বাবাই বাচ্চাদেরকে দিচ্ছেন?

উত্তর:- বাচ্চারা, এখন এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞতে অনেক রকমের বিঘ্ন পড়ছে। কিন্তু ধৈর্য্য ধর। যখন তোমাদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে তখন অনেকে আসবে, এসে তোমাদের সামনে মাথা নত করবে। যারা এখন বন্ধনে আছে তাদের বন্ধন কেটে যাবে। যত তোমরা বাবাকে স্মরণ করবে তত তোমাদের বন্ধন কেটে যাবে। তোমরা বিকর্মজীত হতে থাকবে।

গীত:- ভোলানাথের চেয়ে অনুপম.....

ওম্ শান্তি। সর্বদা শিবকেই ভোলানাথ বলা হয়। শিব এবং শঙ্করের পার্থক্য তো ভালো ভাবে বুঝেছ। শিববাবা হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু মূলবতনের নিবাসী। কিন্তু শঙ্কর তো সূক্ষ্মবতনবাসী। তাকে কিভাবে ভগবান বলা যাবে। কেবল বাবাই উঁচুর থেকেও উঁচুতে থাকেন। তারপর দ্বিতীয় ধাপে থাকেন ৩ জন দেবতা। তিনি হলেন বাবা, উঁচুর থেকেও উঁচু, নিরাকার। শঙ্কর তো আকারী। শিব হলেন ভোলানাথ, জ্ঞানের সাগর। শঙ্করকে জ্ঞানের সাগর বলা যাবে না। তোমরা বাচ্চারা জানো যে ভোলানাথ শিববাবা এসে আমাদের ঝুলি ভরছেন। আদি, মধ্য এবং অন্তের রহস্য বলছেন। রচয়িতা এবং রচনার এই রহস্য খুবই সহজ। বড় বড় ঋষি মুনিরাও এই সহজ বিষয়টা জানতে পারেনি। যখন ওই রজোগুণী আত্মারাও জানতে পারেনি তাহলে তমোগুণী আত্মারা কিভাবে জানতে পারবে। তোমরা বাচ্চারা এখন বাবার সামনে বসে আছ। বাবা অমরকথা শোনাচ্ছেন। এইটা তো বাচ্চাদের নিশ্চয় আছে যে আমাদের বাবাই (শিববাবা) অমরকথা শোনাচ্ছেন। এই বিষয়ে কোনো সংশয় আসা উচিত নয়। কোনও মানুষ আমাদেরকে এইসব শোনাচ্ছেন না। শিববাবাই হলেন ভোলানাথ, তিনি বলেন আমার নিজের কোনও শরীর নেই। আমি হলাম নিরাকার। আমার অর্থাৎ নিরাকারেরই পূজা করে। শিবজয়ন্তীও পালন করে। কিন্তু বাবা তো জন্ম-মরণের উর্ধ্বে। তিনি হলেন ভোলানাথ। তিনি এসে অবশ্যই সবার ঝুলি ভর্তি করবেন। কিভাবে করবেন সেটা তোমরা বাচ্চারাই বোঝো। তিনি অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দ্বারা ঝুলি ভর্তি করেন। এটাই হল জ্ঞান, জ্ঞানের সাগর এসে জ্ঞান দিচ্ছেন। গীতা তো একটাই, কিন্তু তাতে কোনো সংস্কৃত শ্লোক নেই। ভোলা মাতারা সংস্কৃতের কি বুঝবেন! তাদের জন্যই ভোলানাথ বাবা আসেন। এইসব মাতারা তো ঘরের কাজই করেন। এখন চাকরি করার খুব চল হয়েছে। বাবা এখন বাচ্চাদেরকে উঁচুর থেকেও উঁচু পড়া পড়াচ্ছেন। যারা একেবারে কিছুই পড়াশুনা করেনি, বাবা প্রথমে তাদের ওপরেই জ্ঞানের কলসী রাখেন। এমনিতে তো সকলেই ভক্ত অর্থাৎ সীতা। রাম এসেছেন রাবণের লক্ষা থেকে মুক্ত করার জন্য অর্থাৎ দুঃখ থেকে মুক্ত করার জন্য। তারপর তো বাবার সাথে ঘরেই যাব, এছাড়া আর কোথায় যাব। সেই ঘরকেই সবাই স্মরণ করে, ভাবে যে আমরা দুঃখ থেকে মুক্তি পাব। বাচ্চারা জানে যে নাটকের মাঝখানে কেউই মুক্তি পাবে না। সবাইকে তমোপ্রধান হতেই হবে। মুখ্য ভিত্তিটাই জ্বলে যায়। ওই ধর্মটা প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। কেবল কিছু চিত্র রয়ে যায়। যদি লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রই হারিয়ে যায় তাহলে স্মৃতিচিহ্ন কিভাবে পাওয়া যাবে। বরাবর দেবী-দেবতারাই রাজত্ব করতেন। এখনও পর্যন্ত তাদের চিত্র

আছে। বাচ্চাদেরকে এই বিষয়ের ওপর বোঝাতে হবে। তোমরা জানো যে লক্ষ্মী-নারায়ণ ছোটবেলায় রাজকুমার এবং রাজকুমারী ছিল। তাদের নাম ছিল রাধে-কৃষ্ণ। পরে তারা মহারাজা-মহারানী হয়েছে। তারা সত্যযুগের মালিক ছিলেন। দেবতারা কখনও পতিত দুনিয়াতে পাও রাখেন না। কৃষ্ণ তো হলেন বৈকুণ্ঠের রাজকুমার। তার পক্ষে তো গীতা শোনানো সম্ভব নয়। কত বড় ভুল করে দিয়েছে। কৃষ্ণকে ভগবান বলা যাবে না। সে তো দেবী-দেবতা ধর্মের একজন মানুষ। বাস্তবে দেবতা অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্কর তো সূক্ষ্মবতনে থাকেন, এখানে কেবল মানুষ থাকে। মানুষকে কখনও সূক্ষ্মবতনবাসী বলা যাবে না। বলা হয় ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ, বিষ্ণু দেবতায় নমঃ। ওইটা হল দেবী-দেবতা ধর্ম। শ্রী লক্ষ্মী হলেন দেবী, শ্রী নারায়ণ হলেন দেবতা। মানুষকে ৮৪ জন্ম নিতে হয়। তোমরা বাচ্চারা এখন জানো যে আমরা আসলে দেবী-দেবতা ধর্মের, ওই ধর্ম খুবই সুখদায়ী। এইরকম কেউ বলতে পারবে না যে আমরা কেন ওখানে ছিলাম না। এটা তো জানো যে ওখানে কেবল একটাই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। পরে অন্যান্য ধর্মগুলো ক্রমানুসারে আসে। এইটা তোমরা বাচ্চারা বোঝাতে পার। এইটা হল অনাদি পূর্বনির্মিত নাটক। পুনরায় সত্যযুগ আসবে। ভারতেই সত্যযুগ হবে কারণ ভারত হল অবিনাশী ভূমি। এর বিনাশ হয় না। এইটাও বোঝাতে হবে। বাবার জন্মও এইখানেই হয়। তাঁর দিব্যজন্ম হয়, মানুষের মত জন্ম হয় না। বাবা এসেছেন উদ্ধার করতে। তোমরা এখন কেবল বাবা এবং ঘরকে স্মরণ কর। এটা তো আসুরী রাজস্থান, বাবা দৈবী রাজস্থানে নিয়ে যান। তিনি কোনও কষ্ট দেন না। কেবল বাবা এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে। এটা হল অজপাজপ অর্থাৎ মুখ দিয়ে কিছুই বলতে হবে না। সূক্ষ্মভাবেও কিছু বলতে হবে না। ঘরে বসে নীরবতার সাথে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বন্ধনে আবদ্ধ মাতারও ঘরে বসে শোনে। তারা ছুটি পায় না। ঘরে থেকে কেবল পবিত্র থাকার চেষ্টা কর। বল যে আমি পবিত্র থাকার স্বপ্নাদেশ পেয়েছি। মৃত্যু এখন নিকটে। তোমরা এখন বানপ্রস্থ অবস্থাতে আছ। বানপ্রস্থ অবস্থাতে কি কখনও বিকারের খেয়াল আসে? বাবা সমগ্র দুনিয়াকে বলছেন, সকলেরই এখন বানপ্রস্থ অবস্থা। সবাইকেই ফেরত যেতে হবে তাই ঘরকে স্মরণ কর। তারপর আবার এই ভারতেই আসতে হবে। মুখ তো ঘরের দিকেই থাকবে। বাচ্চাদেরকে কোনো কষ্ট দেওয়া হয় না, এটা খুবই সহজ। চাইলে ঘরে বসে খাবার বানাও, কিন্তু শিববাবার স্মরণে থাক। ঘরে খাবার বানানোর সময় পতির কথা স্মরণে আসে। বাবার বলছেন, ইনি হলেন সকল পতির পতি। তাঁকেই স্মরণ কর যার কাছ থেকে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে। আচ্ছা, হয়ত কেউ ছুটি পায়না। তাহলে ওখানে থেকেই বাবা এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ কর। নিজেকে তো তুমি বন্ধনমুক্ত কর। বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার পেতে পার। ক্রমে ক্রমে তো বন্ধনমুক্ত হয়েই যাবে। তবে এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞতে অনেক বিঘ্নও আসে। অবশেষে যখন তোমাদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে তখন তোমাদের পায়ে এসে মাথা ঠেকাবে। বিঘ্ন তো পড়তেই থাকবে। এক্ষেত্রে ধৈর্যতা ধারণ করতে হবে, অধৈর্য হলে চলবে না। ঘরে বসে পতি এবং অন্যান্য সকল মিত্র সম্বন্ধীদেরকে বোঝাও যে বাবা নির্দেশ হল আমাদের স্মরণ কর এবং উত্তরাধিকার নাও। কৃষ্ণ তো এইরকম বলতে পারে না। বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। বাবার পরিচয় দিতে হবে যাতে সকলে জেনে যায় যে আমাদের বাবা হলেন শিববাবা। এই সময়েই ভালোভাবে তার স্মরণ থাকবে। এইসব মারামারি, বন্ধন ইত্যাদি সব সামান্য সময়ের জন্য। ভবিষ্যতে এইসব বন্ধ হয়ে যাবে। কোনো কোনো অসুখ এমন হয় যে তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যায়। কোনো অসুখ আবার দুই বছর ধরেও চলতে থাকে। এক্ষেত্রেও উপায় একটাই, বাবাকে স্মরণ করতে করতে বন্ধন কেটে যাবে। তাই প্রত্যেক ব্যাপারে ধৈর্য রাখতে হবে। বাবা বলছেন, যত তুমি স্মরণ করবে তত বিকর্ম বিনাশ হবে, দুনিয়ার থেকে বুদ্ধিযোগ ছিল হতে থাকবে। বিকর্মের জন্যেও বন্ধন

তৈরি হয়। বিকার হল এক নম্বর বিকর্ম। এখন তোমরা বিকর্মজীং হচ্ছ। স্মরণের দ্বারাই বিকর্মজীং হওয়া সম্ভব। সকল হিসাব সমাপ্ত হয়ে যাবে, তারপর সুখের সময় শুরু হবে। ব্যাবসায়ীদের কাছে তো এটা খুবই সহজ। তারা বোঝে যে পুরাতন খাতা সমাপ্ত করে নতুন খাতা শুরু করতে হবে। যত স্মরণ করতে থাকবে তত জমা হতে থাকবে। স্মরণ না করলে জমা কিভাবে হবে? এটাও তো এক ধরনের ব্যাবসা, তাই না? বাবা তো কোনও কষ্ট দিচ্ছেন না। কোনও ধাক্কাও খেতে হবে না। জন্ম-জন্মান্তর ধরে তো ধাক্কা খেয়েই এসেছ। এখন সত্য বাবা কত ভালোভাবে বোঝাচ্ছেন। কেবল ভগবানই সত্য কথা বলেন। বাকি সব মিথ্যে কথা। তুলনা করে দেখ, বাবা কি বোঝাচ্ছেন আর মানুষ কি বোঝাচ্ছে। এটাই হল নাটক। পুনরায় এইরকমই হবে। তোমরা জানো যে শ্রীমং অনুসারে চলার ফলে এখন আমাদের সদগতি হচ্ছে। নাহলে এত উঁচু পদ প্রাপ্ত হবে না। তোমরা স্বর্গে যাওয়ার নিমিত্ত হও, ওখানে কোনো বিকর্ম হয় না। এখানে বিকর্ম হয় তাই শাস্তিও ভোগ করতে হয়। যে শ্রীমং অনুসারে চলে না তাকে কি বলা হবে? নাস্তিক। হয়তো জানে যে বাবা আস্তিক বানাতে এসেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি তাঁর মত অনুসারে না চলে তাহলে তো তাকে নাস্তিকই বলা হবে। জানে যে শিববাবার শ্রীমং অনুসারেই চলা উচিত, কিন্তু জানা সত্ত্বেও যদি না চলে তাহলে তাকে আর কি বলা যাবে! এই শ্রীমং হল শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য। সদগুরুই হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু। বাবা বাচ্চাদেরকে সম্মুখে বসে বোঝাচ্ছেন। প্রতি কল্পেই বুঝিয়েছেন। এছাড়া সকল শাস্ত্রই তো ভক্তিমার্গের সামগ্রী। কত ঢের ঢের শাস্ত্র আছে। সেইসব শাস্ত্রকে কত সম্মান করে। শাস্ত্রকে নিয়ে যেমন পরিক্রমা করে, সেইরকম চিত্রকে নিয়েও পরিক্রমা করে। বাবা এখন বলছেন এইসব ভুলে যাও। একদম বিন্দু (শূন্য) হয়ে যাও। বিন্দু লাগিয়ে দাও, আর কোনো কথা শোনোনা। মন্দ শোনোনা, মন্দ দেখো না, মন্দ কিছু বোলো না। কেবল এক বাবা ছাড়া আর কারোর কথা শুনবে না। অশরীরী হয়ে যাও, বাকি সব ভুলে যাও। তোমরা আত্মারা শরীরের দ্বারা শোনো। বাবা এসে ব্রহ্মার দ্বারা বোঝাচ্ছেন। বাচ্চাদেরকে সদগতির রাস্তা বলছেন। হয়তো আগেও অনেকজন অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু কেউই মুক্তি-জীবনমুক্তি পায়নি। কল্পের আয়ুকেই লম্বা করে দিয়েছে। যার ভাগ্যে থাকবে সে শুনবে। ভাগ্যে না থাকলে আসতে পারবে না। এখানেও ভাগ্যের ব্যাপার। বাবা কত সহজ ভাবে বোঝাচ্ছেন, তাও কেউ বলে যে আমার তো মুখই খোলে না। আরে, এটা তো খুবই সহজ কথা, কেবল বাবা এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ কর। সংস্কৃতে এটাকেই বলে মন্বনা ভব। শিববাবা হলেন সকল আত্মার পিতা। কৃষ্ণকে বাবা বলা যাবে না। ব্রহ্মাও সকল প্রজার পিতা। আত্মাদের পিতা বড় না কি প্রজাদের পিতা বড়? বড় বাবাকে স্মরণ করলে স্বর্গের উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে। আগামীদিনে তোমাদের কাছে অনেকে আসবে। যাবে আর কোথায়? আসতেই থাকবে। যেখানে অনেক লোক যায় সেখানে একে অন্যকে দেখে যেতে থাকে। তোমাদেরও বৃদ্ধি হতে থাকবে। যত বিদ্বই আসুক, সেইসব সমস্যা থেকে বেরিয়ে এসে নিজের রাজধানী তো স্থাপন করতেই হবে। রামরাজ্যের স্থাপনা হচ্ছে। রামরাজ্য হল নতুন দুনিয়া। তোমরা জানো যে আমরা আমাদেরই শরীর, মন এবং সম্পত্তির দ্বারা শ্রীমং অনুসারে ভারতকে স্বর্গ বানাচ্ছি। কাউকে প্রথমে এইটা জিজ্ঞাসা কর যে পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমার কি সম্বন্ধ? প্রজাপিতা ব্রহ্মার সাথেই বা কি সম্বন্ধ? ইনি হলেন বেহদের বাবা। বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে। তারা নিশ্চয়ই একের থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা দুনিয়া রচনা করেছেন অর্থাৎ পতিত থেকে পবিত্র বানিয়েছেন। দুনিয়ার মানুষ কিছুই জানেনা যে আমরাই পূজ্য আবার আমরাই পূজারী... গায়ন করে কিন্তু সেটা ভগবানের উদ্দেশ্যে বলে। ভগবান নিজেই যদি পূজারী হয়ে যাবে তাহলে পূজ্য কে বানাবে... এইটা জিজ্ঞেস করতে হবে। বাচ্চাদেরকে 'আমিই সেই' - কথার অর্থ বোঝান হয়েছে। আমিই শূদ্র ছিলাম এবং আমিই এখন দেবতা হচ্ছি।

চক্রকে তো স্মরণ করতে পার, তাই না? গায়ন করা হয় যে পিতা পুত্রকে প্রত্যক্ষ করে আবার পুত্র পিতাকে প্রত্যক্ষ করে। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) হৃদয়ের ব্যাবসায়ী হয়ে পুরাতন সমস্ত খাতা সমাপ্ত করে সুখের খাতা শুরু করতে হবে। স্মরণে থেকে বিকর্মের বন্ধন ছিন্ন করতে হবে। ধৈর্য ধারণ করতে হবে, অধৈর্য হওয়া যাবে না।

২) ঘরে খাবার তৈরি করার সময়ে, বা যেকোনো কাজ করার সময়ে বাবার স্মরণে থাকতে হবে। বাবা যে অবিনাশী জ্ঞানরত্ন দিচ্ছেন সেটার দ্বারা নিজের ঝুলি ভর্তি করে অন্যকেও দান করতে হবে।

বরদান:- আপন ভাগ্যকে স্মৃতিতে রেখে সর্বদা খুশিতে নৃত্য করতে থাকা সৌভাগ্যশালী হও।

অমৃতবেলা থেকে রাত্রি পর্যন্ত তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা যে শ্রেষ্ঠ ভাগ্য পেয়েছ, সেই ভাগ্যের তালিকা সর্বদা সামনে রাখো এবং গীত গাইতে থাক - বাঃ আমার শ্রেষ্ঠ ভাগ্য, স্বয়ং ভাগ্য বিধাতাই আমার হয়ে গেছে। এই নেশাতে থেকে সর্বদা খুশির নৃত্য করতে থাক। যাই হয়ে যাক, যদি মৃত্যুও চলে আসে কিন্তু খুশি যেন না যায়। শরীর চলে গেলে কোনও ক্ষতি নেই কিন্তু খুশি যেন না যায়।

স্লোগান:- হর্ষিতমুখ থাকার জন্য সাক্ষীভাবের আসনে বসে দর্শক হয়ে সমস্ত খেলা দেখতে থাক।

দাস এবং সর্বাধিকারী আত্মাদের লক্ষণ

আজ বাপদাদা রাজকুমারদের দরবার দেখছেন। রাজ অর্থাৎ সর্বাধিকারী এবং সম্পূর্ণ ত্যাগী। এক হলো ত্যাগী আরেক হল তপস্বী। তাইতো, বাপদাদা ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের দেখছেন; তোমরা প্রত্যেকে সর্বাধিকারী হওয়ার সাথে সাথে কতখানি মহাত্যাগী আত্মা হয়েছে। তোমরা কতখানি উভয়ের প্রত্যক্ষ রূপকে জীবনে ধারণ করতে পেরেছ! সর্বাধিকারী আর ত্যাগী উভয় রূপেরই ব্যালান্স থাকা প্রয়োজন। পূর্ণ অধিকারীও হতে হবে, সম্পূর্ণ ত্যাগীও। এই দুইয়ের সহাবস্থানে তোমরা চলার উপযুক্ত হয়েছে? তোমরা এটা জানো এবং অনুভবও করেছ। বিনা ত্যাগে কি তোমরা রাজ্য পেতে পারো? তোমরা তোমাদের নিজের ওপর সর্বাধিকার পেয়েছ অর্থাৎ স্বরাজ্য অর্জন করতে পেরেছ? তোমরা যখন ত্যাগ করেছিলে তখন স্বরাজ্য অধিকারী হয়েছিলে, এই অনুভব তো তোমরা করেছিলে তাই না! ত্যাগের পরিভাষা তোমাদের আগেই শোনানো হয়েছে।

ত্যাগের প্রথম পদক্ষেপ হলো দেহ-অভিমানকে ত্যাগ করা। তোমরা একবার দেহ-অভিমান ত্যাগ করে দিলে, দ্বিতীয় ত্যাগ হবে দেহের সকল সম্বন্ধের ত্যাগ। যখন দেহ-অভিমান সরে যায় তখন তোমরা কি হও? আত্মা দেহী বা মালিক হয়ে যায়! দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত অর্থাৎ জীবনমুক্ত রাজ্য-অধিকারী। যখন তোমরা স্ব-রাজ্য অধিকারী হও তখন সবরকম নির্ভরতার সমাপ্তি হয় কারণ দেহের দাস থেকে তোমরা তখন দেহের মালিক হয়ে যাও; দাসত্ব থেকে তোমাদের মুক্তি হয়। একইসাথে তোমরা দাস এবং সর্বাধিকারী হতে পারোনা। দাসত্বের লক্ষণ হলো উদাসী মন এবং মুখের ওপর তার প্রতিফলন। উদাস হওয়ার লক্ষণ হলো দাসত্ব আর সর্বাধিকারীর লক্ষণ হলো দেহ-মনে সদা প্রফুল্ল থাকা। দাস সেখানে সদা আপসেট! স্ব-রাজ্য অধিকারী সর্বদা নিজ সিংহাসনে বিরাজমান। দাস তুচ্ছ কথায় সেকেণ্ডে কনফিউজ (বিভ্রান্ত) হয়ে যায়। সেখানে সর্বাধিকারী সর্বদা নিজেকে কমফোর্ট স্থিতিতে অর্থাৎ দুর্দশা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে। এইসব লক্ষণগুলো চেক করে দেখ তুমি কে? দাস নাকি সর্বাধিকারী? কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতি, ব্যক্তি, বৈভব, বায়ুমণ্ডল তোমাকে অপদস্থ করে না তো? এরা স্ত্রান থেকে তোমায় সরিয়ে নেয়না তো অর্থাৎ তারা তোমার মর্মসীড়ার কারণ নয় তো? সুতরাং, দাস অর্থাৎ সবসময় বিপর্যস্ত অবস্থা, সেখানে সর্বাধিকারী সবরকম বিপরীত পরিস্থিতি বা ব্যক্তি, বৈভব, তার আপন মর্যাদায় থেকে সুখানুভূতিতে নিয়মিতভাবে লক্ষ্য রাখে। দাস আত্মা সর্বদা নিজেকে পরীক্ষার ঘেরাটোপের মধ্যে অনুভব করে। সর্বাধিকারী আত্মা কাণ্ডারী হয়ে তার তরী স্বচ্ছন্দে পরীক্ষা লহরি খেলাচ্ছলে পার করে দেয়।

বাপদাদা দাস আত্মাদের কর্মলীলা দেখে ক্ষমাসুলভ দৃষ্টিতে মৃদু মৃদু হাসছেন। সাকার দিনগুলোতে বাবা একটা মজাদার গল্প শোনাতেন। মনে আছে তোমাদের সেই গল্প? "ও দাস-আত্মা কি করছ তুমি?" তোমাদের শুনিয়েছিলেন, কিভাবে ইঁদুর আসত এবং যখন ইঁদুরটাকে তোমরা সরাতে একটা বিড়াল আসত, বিড়ালকে সরালে একটা কুকুর আসত। যখন তোমরা একটা সরাতে তখন দ্বিতীয়টা এসে যেত, দ্বিতীয় সরালে তৃতীয় এসে যেত। এমন আত্মারা ইঁদুর-বিড়ালরূপী কর্মলীলায় বিজি থাকে কারণ তারা দাস আত্মা। কখনও কখনও নয়নরূপী ইঁদুর কৌশলে তোমাদের ভুলপথে চালিত করত। কখনও কর্ণরূপী বিড়াল তোমাদের প্রবঞ্চনা করত। কখনও আবার খারাপ সংস্কাররূপী সিংহ তোমাদের আক্রমণ করত আর এইভাবে বেচারী দাস আত্মা, সেইসব খারাপ সংস্কারগুলো সরাতে

সরাতে বিপন্ন হয়ে উঠত । এই কারণে বাপদাদা দয়াও অনুভব করতেন আবার মজাও পেতেন । তোমরা কেন তোমাদের সিংহাসন ছেড়ে দাও ? তোমরা অটোমেটিক্যালি অগ্রাহ্য করো ? স্মরণের চুম্বক দ্বারা নিজেদের সেট করে নাও তাহলে তোমরা উপেক্ষা করতে পারবেনা ! তারপরেও তোমরা কি করছ ? বাপদাদার সামনে অসন্তোষ আর আর্জির বড়সড় ফাইল উপস্থিত করছ ! কেউ কেউ আর্জি জানায় যে তারা একমাস যাবৎ তাদের অবস্থার অব্যাহতি পরিবর্তনে নাজেহাল হয়ে যাচ্ছে, কেউ বলে, তিনমাস যাবৎ অবস্থা ওপর নীচ হওয়ায় তারা অস্থির । কেউ বলে, ছয়মাস ধরে ভাবছি, কিন্তু অবস্থা যেমনকার তেমনই আছে । এই এত অভাব-অভিযোগে সত্যিই একটা বড় ফাইল হয়ে যায় ! যাই হোক , সাবধান হও ! ফাইল যতবড় হবে, তোমাদের ততোবড় ফাইনও দিতে হবে ! সেইজন্য অভিযোগের ফাইল সমাপ্ত করার সহজ উপায় হলো নিরন্তর বাবার ইচ্ছা পরিপূর্ণ করতে থাকো । যখন তোমরা বলো, "আমার ইচ্ছা এই...", তখন তোমার আকুল আকাঙ্ক্ষা অসন্তোষের ফাইল বানিয়ে দেয় । হওয়া উচিত, যা বাবার ইচ্ছা তাই আমার ইচ্ছা । বাবার ইচ্ছা কি ? প্রত্যেক আত্মা নিরন্তর পবিত্র এবং শুভচিন্তক হবে, অন্যের প্রতি সদাসর্বদা শুভ চিন্তন লালন করে নিজের এবং বিশ্বের কল্যাণকারী হবে । সবসময় স্মৃতিতে এই ইচ্ছা রেখে সতর্কভাবে বিনা মেহনতে চলতে থাকো । যেমন তারা বলে, চোখ বন্ধ করে চলতে থাকো । সুতরাং, এটা এইরকম হবেনা তো, ওইরকম হবেনা তো ! - এই ধরনের প্রশ্ন ওঠে তেমন চোখ খুলোনা । ব্যর্থ চিন্তনের চোখ বন্ধ রেখে নিরন্তর বাবার ইচ্ছা অর্থাৎ বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো । কারও পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা সহজ নাকি মুশকিল ? অবিরত এইভাবে ফলো ফাদার করো । ফলো সিস্টার, ফলো ব্রাদারের স্টেপ নিওনা । এইরকম করলে লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে তুমি নিজেই নিজের বাধার সৃষ্টি করবে । রিগার্ড দাও কিন্তু ফলো কোরোনা । তাদের বিশেষত্ব আর গুণগুলো স্বীকার করো কিন্তু তোমার ফুটস্টেপ বাবার ফুটস্টেপের সাথে তাল মিলিয়ে চলো । সেই সময়ে স্বার্থ সিদ্ধির কাজ কোরোনা । তোমরা স্বার্থপরতার কথাও খুব উত্সাহের সাথে বলো । বাপদাদা তোমাদের সেইসব ডায়লগ অন্য সময় শোনাবেন কারণ বাপদাদার কাছে সব সেবা স্টেশনের নিউজ আসে । সারা ওয়ার্ল্ডের নিউজ বাবার কাছে আসে । অতএব, তোমরা দাস আত্মা হয়োনা ।

এই কর্মেন্দ্রিয়গুলো খুব ছোট, চোখ আর কান এত ছোট তবুও তারা অনেক বড় জাল বিস্তার করতে পারে । তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ, মাকড়সা কত ছোট হয়েও কতবড় জাল বোনে ! এখানেও প্রত্যেক কর্মেন্দ্রিয়ের জাল এতই বড় যে তারা তোমাদের এমনভাবে জালে আটকে দিতে পারে যে তোমরা বুঝতে পারেনা যে তোমরা তাদের জালবন্দী হয়েছ ! তাদের জাদুর জাল এমনই যে তোমাদের আত্মিক সচেতনতা এবং ঈশ্বরীয় মর্যাদাকে অবচেতন করে দেয় । যাই হোক, জাল থেকে বেরিয়ে আসা কত আত্মা সেই দাস আত্মাদের বলেছে এবং বোঝানোর চেষ্টা করেছে, কিন্তু অবচেতন আত্মারা কি বুঝতে পারে ? স্থূলরূপেও বেহঁশকে যতই নাড়া দাও, যতই বোঝাও, এমনকি অনেক মাইকও তার কানে গুঁজে দাও কিন্তু সে কি তোমার কথা শুনবে ? একইভাবে এই জালগুলো তোমাকে সেইরকম অবচেতন করে রাখে । তাহলে সেখানে আর কি মজা হবে ! যখন কেউ বেহঁশ থাকে তখন অনেক কথা বলে কিন্তু তাদের সেই কথা তো বিনা অর্থে বলা । অনেকে রুহানী অজ্ঞানতার স্থিতিতে তাদের নিজস্ব ধ্যানধারণার কথা বলে, তাদের সবকথা অর্থহীন ! তারা সবসময় দুম্মাস বা ছয়মাস পুরানো এখান-ওখানের কথা বলে । রুহানী অজ্ঞানতা এইরকমই ! পারিপার্শ্বিক অবস্থা খুব ছোট হতে পারে কিন্তু অজ্ঞানতার জাল অনেক বড় ! এর থেকে বেরিয়ে আসতে অনেক টাইম লেগে যায়, কারণ তোমরা জালের প্রত্যেকটা তার কাটতে চেষ্টা করো । তোমরা কি

কখনও জাল দেখেছ ? তোমাদের প্রদর্শনী-চিত্রে আছে । জাল কেটে দাও ! মাকড়সাও নিজের জাল নিজেই পুরো খেয়ে নেয় । এত বিস্তারে না গিয়ে, বিস্তারে বিন্দু লাগিয়ে বিন্দুতে সম্পূর্ণরূপে মিশে যাও । বিন্দু হও ! বিন্দু লাগাও ! বিন্দুতে অন্তর্লীন হও ! তাহলেই সারা বিস্তার এবং সমগ্র জাল সেকেণ্ডে অন্তর্লীন হয়ে যাবে আর সময়ও বেঁচে যাবে । তোমরা মেহনত করা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে । তোমরা বিন্দু হয়ে বিন্দুতে লাভলীন হয়ে যাবে । তাহলে ভাবো, জালবন্দী হয়ে অজ্ঞান অবস্থা ভালো নাকি বিন্দু হয়ে বিন্দুতে লাভলীন হওয়া ভালো ! তাহলে বাবার মরজি কি ? তোমরা লাভলীন হও ।

যেহেতু এখন ঝাড়ের পরিবর্তন হতেই হবে, তাহলে ঝাড়ের অন্তে কি অবশিষ্ট থাকবে ? আদির শুরু হয়েছে এক বীজ থেকে, শেষও ; অবশিষ্ট থেকে যাবে এক বীজ । এখন পুরানো ঝাড়ের পরিবর্তনের এই সময়ে ঝাড়ের উপরে নিজেকে মাস্টার বীজরূপ স্থিতিতে স্থির করো । বীজই বিন্দু ! সর্বজ্ঞান, গুণ এবং শক্তির সাগর বিন্দুতে অন্তর্লীন হয়ে যায় । একেই বলা হয় বাবা সমান স্থিতি । বাবা সিন্ধু হয়েও তিনি বিন্দু ! মাস্টার বীজরূপের এই স্থিতি কত মনোরম ! এইরকম স্থিতিতে সদা স্থিত হও ! বুঝেছ, কি করতে হবে ?

দুই জোনের এই বিশেষত্ব দেখ । কর্ণাটক অর্থাৎ নাটক ; যা এখন সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে । অতএব, এখন ভালবাসায় লাভলীন হয়ে যাও । ইউ পি-তেও অনেক নদী আছে । নদী সদা-সর্বদা সাগরে মিশে যায় । তাহলে তোমরাও অবশ্যই সাগরে মিশে যাও অর্থাৎ অন্তর্লীন হয়ে যাও । এটাই উভয় জোনের বিশেষত্ব, তাই না ! সুতরাং, মর্যাদার সাথে সদা লাভলীন স্থিতিতে বসে থাকো । একবার এদিকে আরেকবার ওদিকে যাওয়া, এইরকম কোরোনা । আসা-যাওয়ার চক্র এখন তোমরা সম্পূর্ণ করেছ, তাই তো ! এখন তোমাদের পূর্ণ মর্যাদায় আরামে বসে যাও । আচ্ছা ।

এইরকম সদা সর্বাধিকারী এবং সম্পূর্ণ ত্যাগী, সদা অজ্ঞানতার জালমুক্ত, আসা-যাওয়া থেকে মুক্ত, মাস্টার বীজরূপ স্থিতিতে লাভলীন থাকে, এমন রাজস্বয়ী আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

টিচারদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কার:-

তোমরা সবাই নিমিত্ত আত্মা, তাই না ! সদা নিজেকে বরাবর সেবার নিমিত্ত আত্মা মনে করে চলো ? নিজেকে নিমিত্ত আত্মা মনে করে চলার দুটো বিশেষত্ব, সাকাররূপে নিরন্তর সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে । ১) সদা নম্রতার দ্বারা তোমরা নির্মাণ করতে থাকবে । ২) সদা তোমরা সন্তুষ্টতার ফল খাও আর অন্যকেও দাও । আমি নিমিত্ত আত্মা নিশ্চয় করলে নিজেকে তুমি পৃথক এবং পরমাত্মা-অনুরাগী অনুভব করবে । এমনকি তোমরা এও বলোনা, "আমি করেছি ।" আমি শব্দের সমাপ্তি হয়েছে । আমি-র পরিবর্তে বাবা বাবা ! যখনই তোমরা অনুষ্ণণ বাবা বাবা বলবে সমস্ত বুদ্ধি বাবার দিকে ধাবিত হবে । যিনি নিমিত্ত বানিয়েছেন তাঁর দিকে যে আত্মাদের বুদ্ধি সরাসরিভাবে আসে, তারা বিশেষ শক্তি অনুভব করবে, কারণ তাদের যোগ সর্বশক্তিমানের সাথে জুড়ে যাবে এবং তারা নিজেদের শক্তিরস্বরূপ অনুভব করবে । নয়তো তারা দুর্বলই থেকে যাবে । সুতরাং, সেবাধারীর বিশেষত্ব হলো সে বরাবর নিজেকে নিমিত্ত মনে করে এগিয়ে যাবে । দেখ, সবচেয়ে বড় সেবাধারী হলেন বাবা । যাই হোক, তাঁর বিশেষত্ব এই যে, তিনি নিজেকে নিমিত্ত গণ্য করেন । তিনি মালিক হওয়া সত্ত্বেও

নিজেকে নিমিত্ত রূপেই গ্রাহ্য করেন । তিনি নিজেকে নিমিত্তরূপে গ্রাহ্য করায় সকলেরই তিনি অতি প্রিয় । সুতরাং, চলতে চলতে নিরন্তর এই স্মৃতি জাগ্রত রাখবে যে তোমরা নিমিত্ত, পৃথক হয়েও সবচেয়ে প্রিয়, পরমাত্ম-অনুরাগী । তোমরা সবাই সেবা করছ, এই লটারি তোমরা জয় করেছ । যাই হোক, যে ভাগ্য লটারি তোমরা জিতেছ তাকে সর্বদা বাড়ানো বা তেমনই রেখে দেওয়া তোমাদের হাতে । বাবা তোমাদের দিয়ে দিয়েছেন, এখন তাকে বাড়ানো তোমাদের কর্তব্য । সবাইকে একরকম ভাগ্য দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কেউ তাকে সামলে রাখে আর বাড়িয়ে নেয়, আর কেউ নেয়না । এর মধ্যে দিয়েই তোমাদের নম্বরক্রম হয় । অতএব, সদা নিজেকে সামনে এগিয়ে নিয়ে চলো আর অন্যকেও এগিয়ে যেতে সহযোগ দাও । অন্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সহযোগেই নিজের এগিয়ে যাওয়া । তোমরা বাবাকে দেখেছিলে, তিনি মাকে সামনে রেখেছিলেন, তাও তিনিই নম্বরওয়ান, নারায়ণ হয়েছেন । আর তিনি সেকেণ্ড নম্বরে, লক্ষ্মী হয়েছেন । বাবা অন্যকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন বলেই তিনি অগ্রবর্তী হয়েছেন । অন্যকে এগিয়ে দেওয়ার অর্থ পিছিয়ে পড়া নয় । এগিয়ে দেওয়া অর্থ এগিয়ে যাওয়া ।

তোমরা সব সেবাধারী খুব ভালো মেহনত করছ । বাপদাদা তোমাদের মেহনত দেখে খুব খুশি, কিন্তু নিজেদের নিমিত্ত গণ্য করে সেবা করলে সেবা তখন চারগুণ হয়ে যাবে । তোমাদের বাবা সমান সীট দেওয়া হয়েছে, এখন এই সীটে সেট হয়ে সেবা বাড়াও । আচ্ছা ।

পাটিদের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাত্কার

১) বিশেষ আত্মা হওয়ার জন্য সকলের বিশেষত্ব দেখে বাপদাদা অনুষ্ণব বাচ্চাদের বিশেষ গুণের মহিমা গাইছেন । বাবা যেমন সব বাচ্চাদের বিশেষত্ব দেখেন তেমন তোমরা বিশেষ আত্মারাও সবার বিশেষত্ব দেখে সদা নিজেদের বিশেষ আত্মা বানাতে থাকো । বিশেষ আত্মাদের বৈশিষ্ট্য হলো অন্যের বিশেষত্ব দেখা এবং বিশেষ হওয়া । যখন তোমরা অন্য আত্মার সম্পর্কে আসো তখন তার বিশেষত্বের ওপর তোমাদের দৃষ্টি পড়া উচিত । মৌমাছির দৃষ্টি যেমন সদা ফুলের ওপর থাকে তেমন তোমাদের দৃষ্টিও প্রত্যেকের বিশেষত্বের ওপর থাকতে হবে । সমস্ত ব্রাহ্মণ আত্মাদের দেখে সদা এই গুণ গাও - "বাহ্ শ্রেষ্ঠ আত্মা বাহ্ " যদি তোমরা অন্যের দুর্বলতা দেখে তাহলে নিজেও দুর্বল হয়ে যাবে । সুতরাং, তোমাদের দৃষ্টি কারও দুর্বলতারূপী পাথরের ওপর যাওয়া উচিত নয় । তোমরা হোলি-হংস ! তোমাদের সদা-সর্বদা গুণরূপী মূর্ত্তো তুলতে হবে ।

২) সময় এবং নিজের মহত্বকে স্মৃতিতে রাখতে পারলে তোমরা মহান হয়েই যাবে

সঙ্গমযুগের এক -এক সেকেণ্ড সারা কল্পের প্রারম্ভ বানানোর আধার । এই সময়ের মহত্ব বুঝে কি তোমরা সবসময় পদক্ষেপ করছ ? যেমন সময় মহান তেমন তুমিও মহান । কারণ বাপদাদা দ্বারা প্রত্যেক বাচ্চা মহান হওয়ার বরসা লাভ করেছে । সুতরাং, নিজের মহত্বকে জেনে তোমাদের প্রতি সংকল্প, প্রতি কথা এবং প্রতি কর্ম মহান হতে হবে । সদা এই স্মৃতিতে থাকো যে আমরা মহান বাবার বাচ্চা, মহান ! এই স্মৃতি দ্বারা তোমরা শ্রেষ্ঠ ভাগ্য বানাতে পারো, যেমন তুমি চাও ; এটা হলো সঙ্গমযুগের বরদান । বাবার থেকে প্রাপ্ত ঐশ্বর্য নিয়ে সদা খেলতে থাকো । তোমরা বাবার থেকে যে অপরিমিত সম্পদ লাভ করেছ তা গুণতে পারো ? তাহলে সদা জ্ঞান রঙ্গে, খুশি এবং শক্তি-সম্পদে খেলতে থাকো । তোমাদের মুখ থেকে নিরন্তর রক্ত বেরোতে থাকবে আর মন সদা জ্ঞান

মননে নিযুক্ত থাকবে । এইভাবে তোমরা ধারণা স্বরূপ হও । সবসময় স্মরণ রাখবে, এটা শ্রেষ্ঠ সময়, আমি মহান আত্মা ! আত্মা - ওম্ শান্তি ।

বরদান:- সর্বপ্রাপ্তির খুশিতে উড়তে উড়তে লক্ষ্যে পৌঁছে স্মৃতিস্বরূপ ভব

ব্রাহ্মণ জীবনে আদি থেকে এখনও পর্যন্ত যা প্রাপ্তি হয়েছে সাররূপে তার লিস্ট স্মৃতিতে নিয়ে এসো, তখন বলবে ব্রাহ্মণ জীবনে অপ্রাপ্ত বস্তু কিছু নেই এবং সেইসবই অবিনাশী । এই সকলকিছুর প্রাপ্তি তোমাদের স্মৃতিতে ইমার্জ হবে অর্থাৎ স্মৃতিস্বরূপ হলে উড়তে উড়তে সহজেই তুমি তোমার লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে । তোমার সুখের প্রাপ্তি কখনও তোমাকে পারিপার্শ্বিক অস্থিরতার মধ্যে নীচে আনবেনা কারণ সম্পন্নতা তোমাকে অটল বানায় ।

স্লোগান:- বিন্দু স্বরূপ স্মৃতিতে থাকার জন্য জ্ঞান, গুণ এবং ধারণার সিন্ধু (সাগর) হও ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা কোনো দেহধারীর নাম রূপে ফেঁসে যেও না, তোমরা অশরীরি হয়ে যদি বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে আয়ু বৃদ্ধি পাবে, নিরোগী হতে পারবে।"

প্রশ্ন :- সচেতন বাচ্চাদের মুখ্য নিদর্শন কি হবে ?

উত্তর :- যারা সচেতন হবে, তারা প্রথমে নিজে ধারণা করে তারপর অন্যকে করাবে। নিজেকে বাদল বা মেঘরূপে জ্ঞানে ভরপুর করে তারপর বর্ষণ করবে। পড়ার সময় তারা হাই তুলবে না। ব্রাহ্মণীদের উপর অনেক দ্বায়িত্ব আছে -- এখানে তাদেরই আনতে হবে যারা এখান থেকে রিফ্রেশ হয়ে গিয়ে অন্যদের বর্ষণ করতে পারবে।

২-) এখানে তাদেরই আসা উচিত যারা খুব ভালোভাবে যোগে থেকে বায়ুমণ্ডলকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে। কোনরকম বিদ্বৎ যেন না করে। এখানে আশেপাশে অনেক শান্তি থাকার প্রয়োজন। কোনো প্রকারের আওয়াজ যেন না হয়।

গীত :- ওম্ নমঃ শিবায়ে.....

ওম্ শান্তি। ওম্ শান্তির অর্থ তো বোঝানো হয়েছে -- বাবা বলেন আত্মা এবং পরমাত্মা হলো শান্ত স্বরূপ। যেমন বাবা, তেমন বাচ্চারা। বাবা বাচ্চাদের বোঝান, তোমরা তো শান্ত স্বরূপ। বাইরে থেকে কোনো শান্তি পাওয়া যায় না। এ তো রাবণ রাজ্য। এখন এই সময় তোমরা বাবাকে স্মরণ করো। আমি এনার মধ্যে বিরাজ করছি। তোমাকে আমি যে মত দিই, তোমরা সেই মতে চলো। বাবা কোনো নাম বা রূপে ফাঁসেন না। এই নাম রূপ হলো বাইরের। এই রূপে তোমরা ফেঁসে যেও না। সম্পূর্ণ দুনিয়া এই নাম রূপেই আটকে যায়। বাবা বলেন, এদের সকলেরই নাম এবং রূপ আছে, তাই এদের স্মরণ করো না। তোমাদের বাবাকে স্মরণ করো, তোমাদের আয়ুও এই স্মরণের ফলে বাড়বে এবং তোমরা নিরোগীও হতে পারবে। লক্ষ্মী - নারায়ণও তোমাদের মতনই ছিলেন, কেবল তাঁদের সজ্জিত অবস্থায় দেখানো হয়। এমন নয় যে তাঁরা কেউ ছাদের মতো লম্বা - চওড়া ছিলো। মানুষ তো মানুষের মতনই হবে। তাই বাবা বলেন, কোনো দেহধারীকেই স্মরণ করো না। এই দেহকেই ভুলতে হবে। নিজেকে আত্মা মনে করো, এই শরীর তো ছাড়তেই হবে। দ্বিতীয় কথা কোনরকম গাফিলতি করো না, মাথার উপর বিকর্মের বোঝা অনেক আছে। অনেক বোঝা আছে। বাবার স্মরণ ছাড়া এই বোঝা কম হবে না। বাবা বোঝান, যারা সবথেকে উঁচু পবিত্র হয় তারাই আবার সবথেকে পতিত হয়ে যায়। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। নিজেকে দর্শন করো। বাবাকে খুব করে স্মরণ করতে হবে। যতটা সম্ভব বাবাকে স্মরণ করো, এ খুবই সহজ। যিনি এত প্রিয় বাবা, তাঁকে উঠতে বসতে স্মরণ করতে হবে। যাঁকে তোমরা ডাকো, হে পতিত - পাবন এসো, কিন্তু সম্পূর্ণ ভালোবাসা তাঁর প্রতি থাকে না। এই প্রেম স্বামী আর সন্তানের প্রতিই থাকে। কেবল মুখেই বলে যে, পতিত - পাবন এসো। বাবা বলেন আমি কল্পে কল্পে অর্থাৎ প্রতি কল্পের সঙ্গমের সময়ই আসি। এমন গায়নও আছে যে রুদ্র জ্ঞান যন্ত। কৃষ্ণ তো হলেন সত্যযুগের প্রিন্স। তিনি তো নাম, রূপ, দেশ বা কাল ছাড়া তো আসতেই পারেন না। নেহেরু আবার সেই একই রূপ আর একই পজিশনে কল্প বাদে আবার আসবেন। আবার শ্রীকৃষ্ণ সত্যযুগে আসবেন। তাঁর চেহারার কোনো বদল হবে না। এই যন্তের নামই হলো রুদ্র জ্ঞান যন্ত। রাজস্ব অশ্বমেধ যন্ত। এই রাজস্বের জন্য নিজেকে সমর্পণ

করতে হবে অর্থাৎ বাবার হতে হবে। বাবার যখন হয়েছে, তখন ওই একজনকেই স্মরণ করা উচিত। হৃদের বন্ধন ছেড়ে বেহৃদের সঙ্গে জুড়তে হবে, বাবা হলেন অনেক বড়। তোমরা জানো যে, বাবা এসে তোমাদের কি দেন। বেহৃদের বাবা তোমাদের বেহৃদের বর্ষা বা সম্পত্তি দিচ্ছেন, যা কেউই দিতে পারে না। মানুষরা তো একে অপরকে মারতে বা কাটতে থাকে, আগে এমন তো হতোই না।

তোমরা জানো যে বাবা আবার এসেছেন। তিনি বলেন, কল্পের এই সঙ্গম যুগে, যখন যখন নতুন দুনিয়ার স্থাপনের প্রয়োজন, তখনই আমি আসি। তোমরা নতুন দুনিয়া চাও, রামরাজ্যও চাও। সেখানে সুখ সম্পত্তি সবই আছে, কিন্তু ঝগড়া করার মতো কেউই থাকে না। শাস্ত্রে তো সত্যযুগ আর ত্রেতাকেও নরক বানিয়ে দিয়েছে। এ সম্পূর্ণ ভুল। তারা অসত্য কথা শোনায়, আর বাবা শোনায় সত্য কথা। বাবা বলেন, তোমরা আমাকে সত্য বলো, তাই না। আমি এসেই সত্য কথা শোনাই। ৫ হাজার বছর আগে ভারতে কাদের রাজত্ব ছিলো। বাচ্চারা জানে যে - বরাবর ৫ হাজার বছর আগে ভারতে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব ছিলো। এও বলা হয় যে - ক্রাইস্টের ৫ হাজার বছর আগে ভারতে স্বর্গ ছিলো। এই হিসেব তো সোজা। বলা হয় কল্পের আয়ু এতো কেন রাখা হয়েছে। আরে, হিসাব তো করো। ক্রাইস্ট এতো সময় আগে এসেছিলো। যুগ তো হলো এই চারটি। অর্ধেক কল্প দিন আর অর্ধেক কল্প রাতের জন্য লাগে। বোঝানোর জন্য খুব ভালো কাউকে চাই। বাবা বোঝান যে বাচ্চারা, কাম হলো মহাশত্রু। ভারতবাসীরাই দেবতার মহিমা গায় - সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী তাহলে ১৬ হাজার ১০৮ রাণী কোথা থেকে এসেছে! তোমরা জানো যে ধর্মশাস্ত্র কোথাও নেই। ধর্মশাস্ত্র তাকেই বলা হয় - যা ধর্মস্থাপকেরা বলে গিয়েছেন। ধর্মস্থাপকের নামে শাস্ত্র তৈরী হয়েছে। এখন তোমরা বাচ্চারা নতুন দুনিয়ায় যাবে। এ সমস্ত কিছুই পুরোনো এবং তমোপ্রধান, তাই বাবা বলেন যে এই পুরোনো সব জিনিস থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে এক আমাকেই স্মরণ করো - তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। গাফিলতি করলে বাবা বোঝান যে, এর ভাগ্য এমনই। এ হলো খুবই সহজ কথা। তোমরা কি এই কথা বুঝতে পারো না? সবদিক থেকে মোহের রংকে সরিয়ে এক বাবাকে স্মরণ করো। তাহলে ২১ জন্মের জন্য তোমাদের কোনো দুঃখ হবে না। না তোমরা এমন কুজা আদি হবে। সেখানে তো মানুষ ভাবে যে আয়ু সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর নিতে হবে। যেমন সাপের উদাহরণ বা অন্য জন্তুদের উদাহরণ দেওয়া হয়। অবশ্যই তারা জানতে পারতো। এই সময়ের মানুষদের থেকে বেশী বুদ্ধি জানোয়ারদের হয়। ভ্রমরীর উদাহরণও এখানকার। পোকামাকড়দের কিভাবে নিয়ে যায়। এখন তোমাদের সুখের দিন আসছে। মেয়েরা বলে, আমরা পবিত্র থাকি তাই মারও অনেক খেতে হয়। হ্যাঁ বাচ্চারা, কিছু তো সহ্য করতেই হবে। অবলাদের উপর অত্যাচারের গায়নও আছে। অত্যাচার করলেই তো পাপের ঘড়া পূর্ণ হবে। এই রুদ্র জ্ঞান যন্তে বিঘ্ন তো অনেকই আসে। অবলাদের উপর অত্যাচার হবে। এই গায়ন শাস্ত্রেও আছে। বাচ্চারা বলে বাবা, আজ থেকে ৫০০০ বছর আগে আমরা আপনার সাথে মিলিত হয়েছিলাম। স্বর্গের বর্ষা বা সম্পত্তিও নিয়েছিলাম। আবার মহারাণীও হয়েছিলাম। বাবা বলেন, হ্যাঁ বাচ্চারা, এই পুরুষার্থ তো করতেই হবে। স্মরণ একমাত্র শিববাবাকেই করতে হবে, ব্রহ্মাবাবাকে নয়। ইনি কোনো গুরু নন। ইনিও এনার কান দিয়ে শোনেন। শিববাবাই তোমাদের বাবা, শিক্ষক এবং সঙ্গুরু। ওনার থেকে শিখে তোমরা অন্যদের শেখাও। সবার বাবা ওই একজনই। আমাদেরও তিনিই শেখান, তাই বেহৃদের এই বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বিষ্ণু বা ব্রহ্মাকে কখনোই পতির পতি বলা হবে না। শিববাবাকেই পতির পতি বলা হয়। তাহলে কেন আমরা তাঁকে ধরবো না? তোমরা

সকলে আগে মূলবতনে, বাবার ঘরে যাবে, তারপর শ্বশুর ঘরে আসতে হবে। প্রথমে শিববাবার কাছে সেলামি দিতে হবে, তারপরে সত্যযুগে আসতে হবে। কত সহজ পাই - পয়সার কথা।

বাবা সবদিকের বাচ্চাদেরই দেখেন যে কোথাও কেউ ঝিমিয়ে না যায়। যদি কেউ ঝিমোতে থাকে, হাই তোলে, বুদ্ধিযোগ চলে যায়, তখন সে বায়ুমণ্ডলকে খারাপ করে দেয়, কারণ বুদ্ধির যোগ বাইরে ঘুরতে থাকে। তাই বাবা হামেশা এমন বলেন, বাদল রূপী জ্ঞান এমন নিয়ে এসো যাতে বাইরে গিয়ে বর্ষণ করতে পারো। বাকি আর কি করবে? যারা বাবার কাছে নিয়ে আসে তাদের উপরও অনেক দায়িত্ব থাকে। কোন্ ব্রাহ্মণী সচেতন, যে ভরপুর হয়ে গিয়ে বাইরে বর্ষণ করতে পারে। এমনদেরই আনতে হবে। বাকিদের আনলে আর কি লাভ হবে? নিজে শুনে, ধারণা করে তারপর অন্যকে ধারণা করাতে হবে। পরিশ্রমও করতে হবে। যেই ভাণ্ডারীর থেকে তোমরা খাও, তাতে তোমাদের কাল কণ্টক দূর হয়ে যায়। তাই এখানে তাদেরই আসতে হবে যারা খুব ভালোভাবে যোগে থাকতে পারে। না হলে তারা বায়ুমণ্ডলকে খারাপ করে দেয়। এই সময় আরো সাবধান থাকতে হবে। ছবি তোলারও কোনো কথা নয়। যতটা সম্ভব বাবার স্মরণে থেকে যোগদান দিতে হবে। চারিদিকে অনেক শান্তি থাকার প্রয়োজন। হাসপাতাল সবসময় এমন জায়গায় তৈরী করা হয় যেখানে শান্তির পরিবেশ হয়। রোগীদের শান্তির প্রয়োজন। তোমাদের নির্দেশ মেলে -- তাই সেই শান্তিতে থাকতে হবে। বাবাকে স্মরণ করাই হলো আসল শান্তি। বাকি সবই নকল। তারা বলে না -- দু মিনিট ডেড সাইলেন্স। কিন্তু সেই দুই মিনিট বুদ্ধি কোথায় যায় তা কেউ জানে না। একজনেরও প্রকৃত শান্তি থাকে না। তোমরা এরপরে পৃথক হতে থাকবে। আমি আত্মা, এই হলো নিজের স্বধর্মে থাকা। বাকি কোথাও ধাক্কা খেয়ে শান্তিতে থাকা, সে কোনো আসল শান্তি নয়। বলে যে তিন মিনিটের সাইলেন্স -- অশরীরি হও -- এমন আর কারোর শক্তি নেই যে এই কথা বলতে পারে। বাবারই মহাবাক্য -- আমাকে স্মরণ করো, তাহলেই তোমাদের জন্ম - জন্মান্তরের পাপ কেটে যাবে। না হলে পদও ভ্রষ্ট হয়েযাবে আর সাজাও খেতে হবে। শিববাবার নির্দেশে চললেই তোমাদের কল্যাণ হবে। বাবাকে সর্বদা স্মরণ করতে হবে। যতটা সম্ভব অতি প্রিয় এই বাবাকে স্মরণ করতে হবে। ছাত্রকে তার শিক্ষকের সম্মান রাখার জন্য অনেক খেয়াল রাখতে হয়। অনেক ছাত্র যদি পাশ করতে না পারে, তাহলে শিক্ষক সম্মান পায় না। এখানে কৃপা বা আশীর্বাদের কোনো কথাই নেই। তোমাদের প্রতিজনকেই নিজেদের উপর কৃপা বা আশীর্বাদ করতে হবে। ছাত্ররা নিজেদের উপর কৃপা করে, পরিশ্রমও করে। এও এক পড়া। যতো যোগ করতে পারবে ততো বিকর্মজিত হতে পারবে, উঁচু পদও পাবে। এই স্মরণের দ্বারাই চিরসুস্থতা পেতে পারবে। মনমনাভব। এমন কথা কৃষ্ণ কি কখনো বলতে পারবে? এই নিরাকার বাবা বলেন -- তোমরা বিদেহী হও। এ হলো ঈশ্বরীয় বেহদের পরিবার। মা - বাবা, ভাই - বোন, ব্যস, আর কোনো সম্বন্ধ নেই। আর সমস্ত সম্বন্ধে কাকা, মামা থেকে থাকে। এখানে হলো ভাই - বোনের সম্বন্ধ। সঙ্গম ছাড়া এ আর কখনোই হয় না। যখন আমরা মাতা - পিতার থেকে বর্সা বা সম্পত্তি নিয়ে থাকি। আমরা তো অনেক সুখের অধিকার নিয়ে থাকি। রাবণ রাজ্যে থাকে অতি দুঃখ। রামরাজ্যে থাকে অতি সুখ, যারজন্য তোমরা পুরুষার্থ করছো। যে যতটা পুরুষার্থ করে তা কল্প কল্পের জন্য সিদ্ধ হয়ে যায়। এই প্রাপ্তি অনেক বেশী। যারা কোটিপতি বা পদমপতি, তাদের সব এমনই মাটিতে মিশে যাবে। অল্প লড়াই শুরু হলেই দেখো কি হয়। বাকি সব কাহিনী - বাচ্চারা তোমাদের। এই সত্যি কাহিনী শুনেই বাচ্চারা তোমরা সত্যখন্ডের মালিক হও। এ তো সম্পূর্ণ নিশ্চয় কথা। এই নিশ্চয়তা ছাড়া এখানে কেউই আসতে পারে না। বাচ্চারা, তোমাদের

কোনো গাফিলতি করা উচিত নয় । বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিতে হবে যেমন মাম্মা, বাবা নিয়েছেন । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত ।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) শরীর থেকে পৃথক হয়ে স্বধর্মে স্থিত হওয়ার অভ্যাস করতে হবে । যতটা সম্ভব অতি প্রিয় বাবাকে স্মরণ করতে হবে । সবদিক থেকে মোহের রং বের করে দিতে হবে ।

২) এই ঈশ্বরীয় পড়ার উপর সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে নিজের উপর নিজেই কৃপা বা আশীর্বাদ করতে হবে । হৃদ বা লৌকিক দুনিয়ার থেকে বুদ্ধির যোগ সরিয়ে বেহদের সাথে জুড়তে হবে । বাবার হয়ে বাবার প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পণ করতে হবে ।

বরদান :- সন্তুষ্টতার সম্পত্তির দ্বারা হৃদের ইচ্ছাকে সমাপ্ত করে সদা সন্তুষ্টমণি হও ।

যার কাছে সন্তুষ্টতার সম্পত্তি আছে, তার কাছে সবকিছু আছে, যারা অল্পেই সন্তুষ্ট থাকে তাদের সর্বপ্রাপ্তির অনুভূতি হয় । আর যার কাছে সন্তুষ্টতা থাকে না, তার কাছে সবকিছু থেকেও কিছুই থাকে না, কেননা অসন্তুষ্ট আত্মা সর্বদা ইচ্ছার বশ থাকে, তার এক ইচ্ছা পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দশটি ইচ্ছা উৎপন্ন হয়ে যায়, তাই হৃদের ইচ্ছা মাত্র অবিদ্যা তখনই বলা হবে সন্তুষ্টমণি ।

স্লোগান :- স্মৃতির সুইচ যদি সর্বদা অন থাকে তাহলে কখনোই মুড অফ হবে না ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - স্মরণের অভ্যাসে থেকে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য যদি আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হও, তোমরা বিকর্মাজিত হয়ে যাবে এবং তোমাদের পুরানো হিসেবনিকেশ সম্পন্ন হবে"

প্রশ্নঃ - কোন্ বাচ্চাদের সবকিছুর ত্যাগ সহজেই হয়ে যায় ?

উত্তরঃ - যে বাচ্চাদের অন্তর থেকে বৈরাগ্য আসে, তারাই সবকিছু সহজেই পরিত্যাগ করতে পারে । বাচ্চারা তোমাদের - এটা পরব, এটা খাবো, এটা করবো ইত্যাদি ইচ্ছার আকাঙ্ক্ষা থাকা উচিত নয়। দেহসহ সমগ্র দুনিয়া ত্যাগ করতে হবে । বাবা এসেছেন, তোমাদের হাতের মুঠোয় স্বর্গ তুলে দিতে, সুতরাং, দুনিয়া থেকে তোমাদের বুদ্ধির যোগ সরে যাওয়া উচিত ।

গীতঃ- মা, ওগো মা, তুমি যে বিশ্ব - ভাগ্যনিয়ন্তা !

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা, তোমরা তোমাদের মায়ের মহিমা শুনেছ । অগণিত বাচ্চা ! এটা জানা যায় যে, বাবা যদি থাকে, তাহলে মা অবশ্যই থাকবে । রচনার জন্য মাকে অবশ্যই হতে হয় । ভারতে মায়ের অনেক মহিমা গাওয়া হয়ে থাকে । জগদম্বার পূজা উপলক্ষে অনেক বড় মেলা বসে । কোনও না কোনপ্রকারে তারা মায়ের পূজা করে । তারা নিশ্চয়ই বাবারও পূজা করে । উঁনি জগদম্বা তো ইঁনি জগৎপিতা । জগদম্বা সাকারে তো জগৎপিতাও সাকারে । তোমরা তাঁদের রচয়িতা বলতে পারো, কিন্তু তারা যখন সাকারে থাকেন । নিরাকারকেই গড ফাদার বলা হয়ে থাকে । মাদার এবং ফাদারের রহস্য বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে । বড় মা যেমন আছেন, তেমন ছোট মাও আছেন । ছোট মায়েরই মহিমা হয় যদিও তিনি অ্যাডপ্টেড ! ইঁনি মাও অ্যাডপ্টেড, তাইতো তিনি (ব্রহ্মাবাবা) বড় মা হয়েছেন । যাই হোক, সকল মহিমা ছোট মায়ের । তোমরা বাচ্চারা জানো, আমাদের প্রত্যেককে নিজেদের বিকর্মের হিসেবনিকেশ চুকিয়ে দিতে হবে, কারণ যদিও আমরা বিকর্ম জয় করেছিলাম, রাবণ আমাদের আবার সেইরকম পাপাচারী বানিয়ে দিয়েছে । যেমন বিকর্মের সন তারিখ আছে তেমন বিকর্ম জয় করারও সন তারিখ বা অন্দ আছে । কল্পের প্রথমার্ধ বিকর্মাজিতের অন্দ, এবং পরে, কল্পের শেষার্ধে শুরু হয় বিকর্মের অন্দ । বাচ্চারা, এখন তোমরা বিকর্মের ওপরে বিজয় লাভ করে বিকর্মাজিত হয়েছ । তোমাদের যা পাপ ইত্যাদি আছে তা' যোগবলের দ্বারা নিঃশেষিত করে চিত্তের শুদ্ধিকরণ করো । স্মরণেই অন্তরের বিশুদ্ধতাসাধন হয়, যেমন বাবা বোঝাচ্ছেন, বাচ্চারা স্মরণ করো তবে অন্তঃকরণ নিষ্কলুষিত হবে অর্থাৎ জং সরে যাবে । মাথার ওপর বহু জন্মের অনেক পাপের বোঝা ! এটা তোমাদের বোঝানো হয়েছে, যে নম্বরওয়ান পুণ্য আত্মা হয় সে-ই আবার নম্বরওয়ান পাপ আত্মায় পরিণত হয় । সেই আত্মাকে অনেক মেহনত করতে হয় । নিশ্চিতভাবে তাঁকে অনেক মেহনত করতে হবে কারণ তিনি তোমাদের শিক্ষক হয়ে তোমাদের শেখাবেন । যদি কারও কোনো অসুস্থতা থাকে তাহলে বলা হয়, সেটা তার নিজের কর্মফল । তোমরা বহু জন্ম বিকর্ম করেছ, এই কারণে তোমাদের শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে । সুতরাং এতে তোমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই । অসুস্থতার মধ্যে দিয়েই তোমাদের খুশিতে পাশ করতে হবে, কারণ এটা তোমাদের কৃতকর্মের হিসাবনিকাশ । একমাত্র বাবার স্মরণেই তোমাদের প্রকৃত শুদ্ধিকরণ হতে পারে । মৃত্যু অবধি তোমাদের জ্ঞান অমৃত পান করতে হবে । তোমাদের স্মরণের অভ্যাসে থাকতে হবে, তোমাদের সর্দি-কাশি ইত্যাদি লেগে থাকে কারণ তোমাদের বিকর্মের হিসেবনিকেশ এখনও বাকি আছে । খুশি তখনই

হবে যখন এখানেই সব হিসেব মিটে যাবে, বাকি থেকে গেলে তোমরা পাস উইথ অনার হবেনা । সাজা পাওয়ার পরে যদি মানও পাও, তবুও সেটা অসম্মান । অনেকরকম দুঃখ ভোগ করতে হয় । এখানে নানা দুঃখের অন্ত নেই আর ওখানে সবরকম সুখের অন্ত নেই, যার নামই হলো স্বর্গ । ক্রিস্টিয়ান লোকেরা হেভেন এবং হেভেনলি গড ফাদারের কথা বলে, তোমরা এইসব কথা সবই জানো । নিবৃত্তি মার্গের সন্ন্যাসীরা সহজেই বলে দেয়, এই সমস্ত সুখ কাকবিষ্ঠাসম । এই দুনিয়ায় সেটাই সত্যি ! কেউ যতই সুখে থাকুক না কেন সেইসবই সাময়িক সুখ । স্থায়ী সুখের লেশমাত্র নেই ! বসে-বসেই মানুষের চরম দুর্দশা ঘনিষে আসে, এমনকি হার্টফেলও হয়ে যায় । আত্মা এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর নেয়, তারপর পুরানো শরীর নিজে থেকেই মাটি হয়ে যায় । জানোয়ারের শরীর তবুও কাজে আসে ; মানুষের শরীর কোনভাবে কাজে আসেনা । তমঃপ্রধান, পতিত শরীর কোনও কাজের নয়, একেবারে কড়িসম । দেবতাদের শরীর হীরেসম । দেখ, সেইজন্য তাঁদের কত পূজা হয় । তোমরা এখন এই বোধশক্তি লাভ করেছ । ইনি বেহদের বাবা, যিনি মোস্ট বিলাভেড, যাঁকে তোমরা অর্ধকল্প স্মরণ করেছ । একমাত্র যারা ব্রাহ্মণ হয় তারাই বাবার থেকে উত্তরাধিকার লাভের অধিকারী হয় । প্রকৃত ব্রাহ্মণকে পিওর হতে হবে । গীতা পাঠকারী ব্রাহ্মণকে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে ; ভুল গীতা পাঠকারী পবিত্র থাকেনা । গীতায় এটা লেখা হয়েছে যে, কাম মহাশত্রু । কিন্তু যারা গীতা পাঠ করে শোনায় তারা নিজেরা পবিত্র হয়না ! গীতা সর্বশাস্ত্র শিরোমণি, যে শাস্ত্রের দ্বারা বাবা কড়ি থেকে হীরেতুল্য করে গড়েন । একমাত্র তোমরা এই কথা বুঝতে পারবে, যারা গীতা পড়ে তারা এসব বুঝতে পারেনা । তারা তোতার মতো শুধু আউড়ে যায় । সকল মহিমা কেবল একের ; আর কারও মহিমা নেই, এমনকি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরেরও নয় । তুমি তাঁদের সামনে যতই মাথা ঠোক বা তাঁদের কাছে নিবেদিত হও উত্তরাধিকার লাভ করতে পারবেনা । কাশীতে মানুষ নিজেকে উত্সর্গ করে । গভার্নমেন্ট এখন বন্ধ করে দিয়েছে, বহু লোকে কাশীতে আত্মহত্যা করেছে ত্যাগের নামে ; তারা গিয়ে কুয়ায় ঝাঁপ দিতো । কেউ দেবীর কাছে নিজের জীবন উত্সর্গ করতো, কেউ আবার শিবের । দেবতাদের উদ্দেশে নিজেদের জীবন উত্সর্গ করায় কোনও লাভ হয়না । তারা দেবী কালীর উদ্দেশে নিজেদের জীবন ত্যাগ করে, কালীকে তারা ভীষণভাবে কালো করে দিয়েছে । পূর্বে যারা গোন্ডেন এজের ছিলো তারা সবাই এখন আয়রণ এজের হয়ে গেছে । অশ্বা এককেই বলা যাবে ; তোমরা বাবাকে অশ্বা ডাকতে পারোনা । এসব কেউ জানেনা । জগদম্বা সরস্বতী ব্রহ্মার কন্যা । ব্রহ্মা নিশ্চয়ই প্রজাপিতা হবেন, তিনি সূক্ষ্মবতনে হবেননা । তারাও বোঝে সরস্বতী ব্রহ্মার কন্যা । তারা কাউকে ব্রহ্মার স্ত্রীরূপে দেখায় না । বাবা বলেন, ব্রহ্মার মাধ্যমে আমি সরস্বতীকে অ্যাডপ্ট করেছি । এমনকি কন্যাও জানে, বাবা তাঁকে অ্যাডপ্ট করেছেন । ব্রহ্মাকেও অ্যাডপ্ট করা হয়েছে । এই গভীর কথা কারও বুদ্ধিতে নেই । বাবা এখানে সামনে বসে তোমাদের তাঁর নিজের গহীন রহস্য বোঝান, সুতরাং তাদেরও নিশ্চয়ই সামনে দেবেন । তিনি প্রেরণা দ্বারা দেবেন না ! ভগবান বলেন, হে বাচ্চারা..., সুতরাং নিশ্চয়ই তিনি সাকারে এসে এই কথা বলেন । নিরাকার বাবা এনার মধ্যে বসে পড়ান, ব্রহ্মা পড়ান না । ব্রহ্মাকে জ্ঞান সাগর বলা হয়না । একমাত্র বাবাকে বলা হয় । তোমরা আত্মারা জানো যে লৌকিক বাবা আমাদের পড়ান না, পারলৌকিক বাবা পড়ান, যাঁর থেকে আমরা উত্তরাধিকার লাভ করি । বৈকুণ্ঠকে পরলোক বলা যায়না অর্থাৎ দুনিয়ার উর্ধ্বে নয় । সেটা হলো অমরলোক আর এখানে মৃত্যুলোক যেখানে আমরা-আত্মাদের বাস । এটা পরলোক নয় । আমরা আত্মারা এই লোকে আসি । পরলোক আত্মাদের দুনিয়া । তোমরা ভারত শাসন করো, পরলোক নয় । তোমরা এইরকম বলতে পারোনা - পরলোকের রাজা । লোকে বলে, সাকার এবং নিরাকার দুনিয়া যন্ত্রনা বা দুর্দশা থেকে মুক্ত । এটা স্থূল লোক আর পরলোক আবার শান্তিপূর্ণ দুনিয়া হয়ে যায় । সেই

ভারত ছিলো স্বর্গ আবারও সেইরকম হবে। এটা মৃত্যুলোক, লোকে মানুষ থাকে। তারা বলে যে, তারা বৈকুণ্ঠে যেতে চায়। দিলওয়াড়া মন্দিরে তারা দেখিয়েছে তপস্যায় নীচে বসে, এবং তাদের উপরে স্বর্গের ছবি বানিয়েছে। তারা মনে করে অমুক অমুক লোক স্বর্গে চলে গেছে। কিন্তু স্বর্গ তো এখানে, ওপরে নয়! আজকের পতিত দুনিয়া ভবিষ্যতে পবিত্র দুনিয়া হয়ে যাবে। পবিত্র দুনিয়াই ছিলো এখন অতীত হয়ে গেছে, এইজন্য বলা হয়ে থাকে পরলোক। কারণ এটা দূরে চলে গেছে। ভারত স্বর্গ ছিলো, এখন নরকে পর্যবসিত হয়েছে আর সেইজন্যই স্বর্গ অনেক দূরে চলে গেছে। ড্রামা অনুসারে তোমরা পাপের দুনিয়ায় যেতে শুরু করলে স্বর্গ দূরে চলে যায়, এইজন্য তারা এটাকে পরলোক বলে। এখন তোমরা বলা, আমরা এখানে এসে নতুন দুনিয়ায় আবার একবার রাজ্য শাসন করবো, যে রাজ্যভাগ্য আমরা লাভ করেছি। প্রত্যেকে নিজের জন্য পুরুষার্থ করে। যে করবে সে-ই পাবে। সবাই তো করবে না। যারা লেখাপড়া করে তারা বৈকুণ্ঠের নবাব হবে অর্থাৎ মালিক হবে। তোমরা এই দুনিয়াকে স্বর্গলোকে পরিণত করেছে। তারা বলে দ্বারকা সোনার শহর ছিলো, যা সম্পূর্ণ সোনা দিয়ে তৈরি হয়েছিলো, পরে তা সমুদ্রের নীচে তলিয়ে যায়। কেউ তো বসে নেই যে বার করে আনবে! ভারত স্বর্গ ছিলো যেখানে দেবতাগণ রাজত্ব করতেন। বর্তমানে কিছুই নেই, তাই সবকিছু সোনার তৈরি করতে হবে। এমন নয়, যে সোনার মহলগুলো বার করলেই বেরিয়ে আসবে। তোমাদের সবকিছু তৈরি করতে হবে। তোমাদের কত নেশা থাকা উচিত যে, তোমরা প্রিন্স-প্রিন্সেস হচ্ছ। এটা প্রিন্স প্রিন্সেস হওয়ার কলেজ। ওটা প্রিন্স-প্রিন্সেসদের পড়াশোনা করার কলেজ। তোমরা পড়াশোনা করছ রাজ্যাধিকার লাভ করতে। তিনি পাস্ট জন্মে দানপুণ্য করেছিলেন বলে, রাজার ঘরে জন্ম নিয়ে প্রিন্স হয়েছেন। সেই কলেজ নিশ্চয়ই অনেক ভালো হবে! সেখানে কৌচও (বসার জায়গা) কত ভালো হবে! টিচারদেরও ভালো কৌচ থাকবে। সত্যযুগ এবং ত্রেতায় যারা প্রিন্স-প্রিন্সেস হবে তাহলে তাঁদের কলেজ কত ভালো হবে! ভাষা শেখার জন্য তাঁদের কলেজে তো যেতে হবে তাই না! সত্যযুগী প্রিন্স-প্রিন্সেসের কলেজ দেখ আর দ্বাপরের বিকারী প্রিন্স-প্রিন্সেসের কলেজ দেখ, তারপর দেখ কত সাধারণ এই কলেজ যেখানে তোমরা প্রিন্স-প্রিন্সেস তৈরি হচ্ছ। এমনকি পা রাখার জন্য তোমরা তিন বর্গফুট জমিও পাওনা। তোমরা জানো ওখানে প্রিন্স-প্রিন্সেসরা কিভাবে কলেজে যাবে। সেখানে তাঁদের হেঁটেও যেতে হবেনা। তারা মহলের বাইরে আসতেই এরোপ্লেন তাদের উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে। সেখানের কলেজ কত সুন্দর হবে! কত সুন্দর বাগিচা মহল ইত্যাদি হবে! সেখানে সবকিছু নতুন হবে, সবচেয়ে উঁচু, নান্দার ওয়ান। এমনকি পাঁচ তল্লও সতোপ্রধান হয়ে যায়। তোমাদের সেবা কে করবে? এই পাঁচ তল্লই তোমাদের জন্য ভালো থেকেও ভালো জিনিস উত্পাদন করবে। কোথাও যদি বিশেষ কোনও ভালো ফল হয় তাহলে সেটা রাজা রানীকে উপহার হিসেবে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এখানে তোমাদের বাবা, শিববাবা সর্বোচ্চ, তাঁকে তোমরা কি খাওয়াবে! কোনও জিনিসের প্রতি তাঁর কোনরকম আকাঙ্ক্ষা নেই - যেমন, এটা পরবো, এটা খাবো, এটা করবো... বাচ্চারা তোমাদেরও এইরকম ইচ্ছা থাকা উচিত নয়। তোমরা যদি সব এখানে করো তাহলে সেখানে তোমাদের অনেক কম লাভ হবে। এখন সমস্ত দুনিয়াকে ত্যাগ করতে হবে। তোমাদের দেহ সহ সবকিছু ত্যাগ করতে হবে। বাবা বলেন, আমি তোমাদের হাতের মূঠোয় স্বর্গ ধরিয়ে দিতে এসেছি। তোমরা জানো, বাবা তোমাদেরই! সুতরাং, অবশ্যই তোমাদের তাঁকে স্মরণ করতে হবে। এটা ঠিক একজন কুমারী যখন কারও সাথে জুড়ে যায় বা তার বিবাহ ঠিক হয়, সে বলেন যে সে তার বরকে মনে করেনা কারণ সে লাইফের জুটি হয়ে যায়। এটাও ঠিক সেইরকম বাবা আর বাচ্চাদের জুটি। যতই হোক, মায়া তোমাদের ভুলিয়ে দেয়। বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো আর তোমাদের উত্তরাধিকার স্মরণ করো। এর মধ্যেই মুক্তি আর জীবন-মুক্তির উপায় আছে, তবুও

তোমরা ভুলে যাও কি করে ? এর জন্য বুদ্ধির প্রয়োজন, তোমাদের মুখে বলার কিছু নেই, তোমাদের শুধু নিশ্চয় করতে হবে । তোমরা জানো যে তোমরা পবিত্র থেকে পবিত্র দুনিয়ার উত্তরাধিকার নাও । এটা বোঝার বিষয়, বলার নয় । আমরা জানি আমরা বাবার হয়েছি । একমাত্র শিববাবা পতিতকে পবিত্র বানান । তিনি বলেন, নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো । এর অর্থ মনমনাভব । কিন্তু তারা লিখেছে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ । পতিত-পাবন এক । সকলের মুক্তিদাতাও এক । তোমাদের একেরই স্মরণ করতে হবে । তিনি বলেন, আমাকে, তোমাদের বাবাকে ভুলে যাওয়ার কারণে অন্য অনেককে স্মরণ করতে হয় । যদি আমাকে স্মরণ করো তবে তোমরা বিকর্মাজিত রাজা হয়ে যাও । বিকর্মাজিত রাজা আর বিক্রমী রাজার পার্থক্য তোমাদের বোঝানো হয়েছে । পূজ্য থেকে তোমরা পূজারী হয়ে যাও । তোমাদের নীচে নামতেই হবে । তোমরা বৈশ্য বংশ হও পরে শূদ্র বংশের । বৈশ্য বংশী হওয়া অর্থাৎ অধর্মের পথে চলা । সম্পূর্ণ হিন্দি -জিওগ্রাফি তোমাদের বুদ্ধিতে, এই বিষয়ে অনেক কাহিনীও আছে । সেখানে মোহের কোনও অস্তিত্ব থাকেনা । বাচ্চারা সব খুব আনন্দে থাকে । অটোমেটিক্যালি সেখানে ভালো রীতিনীতি চলে । দাস-দাসী সবসময় তাঁদের চোখের সামনে থাকে । সুতরাং, নিজেদের ভাগ্য দেখ, কেমন কলেজে তোমরা বসে আছ যেখানে ভবিষ্যতের প্রিন্স-প্রিন্সেস তৈরি হচ্ছে । তোমরা পার্থক্য তো জানো, কলিযুগের আর সত্যযুগের প্রিন্স- প্রিন্সেসের মধ্যের; মহারাজা-মহারানী আর রাজা-রানীর মধ্যের ! অনেকের নামও হয় লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাধাকৃষ্ণ । তাহলে তারা সেই লক্ষ্মীনারায়ণ আর রাধাকৃষ্ণের পূজা কেন করে ! নাম তো একই তাই না ! হ্যাঁ, তাঁরা স্বর্গের মালিক ছিলেন । এখন তোমরা জানো, এই নলেজ শাস্ত্রে নেই । এখন তোমরা বুঝতে পেরেছ, যজ্ঞ, জপতপ, দানপুণ্য ইত্যাদিতে কোনও শক্তি নেই । ড্রামা অনুসারে দুনিয়াকে পুরানো হতেই হয় । মানুষ মাঝেই তমঃপ্রধান হতেই হবে । তমঃপ্রধান সবকিছুতে - ক্রোধ, লোভ সবতেই তমঃপ্রধান । "আমার জমিতে এই ব্যক্তি কেন দখল নেবে ? তাকে গুলি করে মারো !" তারা নিজেদের মধ্যে ভয়ানক মারামারি করে । পরস্পরকে মেরে ফেলতে তারা একটুও সময় নেয়না । সন্তান ভাবে, বাবা মারা গেলে সম্পত্তির উত্তরাধিকার আমার হবে ! এইরকম তমঃপ্রধান দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যই হতে হবে এবং তারপরে সত্যপ্রধান দুনিয়া আসবে । আচ্ছা -

মিষ্টিমিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ আর গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) পুণ্য আত্মা হওয়ার জন্য মেহনত করতে হবে । সব হিসেবনিকেশ চুকিয়ে পাস উইথ অনার হয়ে সসম্মানে তোমাদের যেতে হবে । এইজন্য কর্মভোগে ভয় পেয়োনা, খুশির সাথে সবকিছু চুকিয়ে নিতে হবে ।

২) সদা এই নেশায় থাকতে হবে, আমরা ভবিষ্যতের প্রিন্স-প্রিন্সেস হচ্ছি । এটাই প্রিন্স-প্রিন্সেস হওয়ার কলেজ ।

বরদানঃ- পুরুষার্থের যথার্থ বিধি দ্বারা সদা এগিয়ে চলতে থাকা সর্বসিদ্ধি স্বরূপ ভব

পুরুষার্থের যথার্থ বিধি হ'লো, 'আমার' শব্দকে পরিবর্তন করে শুধু "আমার বাবা" - এই স্মৃতিতে থাকতে হবে এবং সবকিছু ভুলে গেলেও এই কথা কখনও ভুলোনা "আমার বাবা ।" তাহলেই "আমার" - এই অহংবোধের স্মরণ তোমাদের করতে হবেনা, আপনা থেকেই তাঁর স্মরণ মনে আসবে । যদি হৃদয়ের ভালবাসা দিয়ে বলো "আমার বাবা" তাহলে যোগ শক্তিশালী হয়ে যায় । সুতরাং, এই সহজ বিধি দ্বারা সদা এগিয়ে যেতে যেতে সিদ্ধিস্বরূপ হও।

স্লোগান:- মায়াজিৎ হতে হলে স্নেহের সাথে সাথে জ্ঞানের ফাউন্ডেশনও মজবুত করো ।

মিষ্টি বাচ্চারা - নিজেকে যদি ২১ জন্মের জন্য স্বরাজ্য অধিকারের তিলক লাগাতে চাও, তা হলে দেহ সহিত দেহ সম্পর্কিত সব ভাবকে ভুলে এক ও একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করো।

প্রশ্ন :- গরীব বাচ্চাদের কোন্ বুদ্ধিমত্তায় বাবা খুশী হন এবং তাদেরকে কি ধরনের উপদেশ দিয়ে থাকেন?

উত্তর :- গরীব বাচ্চারা, যারা নিজেদের কানা-কড়ি পর্যন্ত বাবার সেবায় দিয়ে সফল হয়, তারাই ভবিষ্যতে ২১ জন্মের জন্য নিজের ভাগ্যকে সঞ্চিত করতে পারে। বাবাও বাচ্চাদের এই বুদ্ধিমত্তায় খুব খুশী হন। এই ধরনের বাচ্চাদেরকেই বাবা ফার্স্টক্লাস পরামর্শ দিয়ে বলেন, "বাচ্চারা তোমরা ট্রাস্টী হও। কোনও কিছুই নিজের ভেবো না। নিজেকে ট্রাস্টী মনে করে নিজের বাচ্চাদের দেখাশোনা কর। জ্ঞানের দ্বারা নিজের জীবনের পরিবর্তন ঘটিয়ে রাজার রাজা হও।"

গীত :- ভাগ্যকে জাগিয়েই যে এসেছি

ওঁম্ শান্তি! বাচ্চারা, দুটো বাক্য শুনলে তোমরা। বাচ্চারা বুঝতে পেরেছে যে, তোমরা এখানে এসেছো নতুন দুনিয়ার জন্য ভাগ্য তৈরী করতে। তবে ভাগ্য তৈরী করার জন্য তেমন চেষ্টাও (পুরুষার্থ) তো করতে হবে। বাচ্চারা তা জানে এখানেই সেই শ্রীমৎ বা মহামন্ত্র পাওয়া যায়। আর সেই মহামন্ত্র হল 'মনমনাভব'। যদিও এগুলি অক্ষর বা শব্দ। কিন্তু কে এই মন্ত্র দিয়ে থাকেন ? তিনি উচ্চ থেকেও অতি উচ্চ অর্থাৎ সর্বোচ্চ এবং মত-এরও সাগর। আর ওঁনার এই মত কেবল একবারই পাওয়া যায়। অবিনাশী নাটকের চিত্রনাট্যে (ড্রামাতে) একবার যা ঘটে, তা আবার ৫ হাজার বছর পরেই ঘটে। আর এই একটি মহামন্ত্রের (মনমনাভব) দ্বারাই ভবসাগর পার হতে হবে। পতিত-পাবন বাবা কেবল একবারই এসে এই শ্রীমৎ দেন। কিন্তু কে এই পতিত-পাবন ? পরমপিতা পরমাত্মাই পতিত থেকে পবিত্র বানিয়ে, পবিত্র দুনিয়াতে নিয়ে যান। তাই ওঁনাকেই পতিত-পাবন, সদগতি দাতা বলা হয়। তোমরা এখন ওঁনার সামনেই বসে আছো। তোমরা বুঝেছ, একমাত্র উঁনিই তোমাদের সবকিছু। তিনি হলেন উচ্চ থেকেও অতি উচ্চ সর্বোচ্চ, যিনি আমাদের ভাগ্যের বিধাতা। তোমাদের বিশ্বাস আছে যে, এই মহামন্ত্র একমাত্র বেহদের বাবাই দিয়ে থাকেন। যেহেতু তিনিই আমাদের অসীমের পিতা। এক বাবা হলেন নিরাকার শিববাবা আর এক বাবা হলেন সাকার ব্রহ্মাবাবা। বাচ্চারা যেমন বাবাকে স্মরণ করে, বাবাও তেমনি বাচ্চাদেরকে স্মরণ করে। কল্প কল্প ধরে বাবা তার নিজের বাচ্চাদেরকেই এসব শুনিয়ে থাকেন। বাবা বলছেন, সবার সদগতির জন্যই এই একটাই মন্ত্র আর সেই মন্ত্রদাতাও হলেন সেই একজন শিববাবাই। এই সদগুরুই কেবল সৎ-মন্ত্র দাতা। তোমরা জেনেছো যে, তোমরা এখানে এসেছো নিজেদের সুখধামের জন্য ভাগ্য তৈরী করতে। সুখধাম বলা হয় সত্যযুগকে, আর বর্তমানের এই দুনিয়া দুঃখধাম। যারা বাবার মুখ-বংশাবলী ব্রাহ্মণ সন্তানে পরিণত হয়েছে, একমাত্র তাদেরকেই শিববাবা ব্রহ্মার মুখের দ্বারা মন্ত্র দিয়ে থাকেন। আর এর জন্যই ওনাকে ব্রহ্মার সাকার শরীরে আসতে হয়। তা না হলে তিনি কিভাবেই বা ব্রাহ্মণদের মন্ত্র দেবেন! বাবা বলেন, "আমি কল্প কল্প ধরে প্রতি কল্পেই তোমাদেরকে এই মামেকম্ (আমাকে স্মরণ করতে) -এই মহামন্ত্র দিয়ে আসছি। দেহের সব প্রকার ধর্মকেই ত্যাগ করে, দেহ আর দেহ সম্বন্ধীয় সব ধর্মকেই ভুলে যাও।" নিজেকে দেহভাবে থাকলে আবার দেহের সম্বন্ধীয় যারা, যথা - কাকা,

মামা, গুরুগোসাই ইত্যাদি সবাই স্মরণে আসবে। কেউ কেউ বলে থাকে, আত্মা ভেবে নিজের দেহ-ভাবকে মারতে পারলেই তো সমগ্র দুনিয়া তোমার কাছে মৃতবৎ মনে হবে। বাবা বলেন, আমি তোমাদেরকে এমন সুন্দর মন্ত্রই দিয়ে থাকি। নিজেকে আত্মা ভেবে অশরীরী হয়ে যাও। দেহের ভাবকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করো। এখানে তো সবাই হলো দেহ-অভিমানী। কিন্তু সত্যযুগে সবাই হয় আত্ম-অভিমানী। একমাত্র এই সঙ্গমযুগেই তোমরা যেমন আত্ম-অভিমানীও হও আবার পরমাত্মাকে জেনে তাঁর প্রতি আস্তিকও হও। আস্তিক তাদেরকেই বলা হবে, যারা পরমপিতা পরমাত্মা এবং তাঁর রচনাকে সঠিক ভাবে জানতে সক্ষম হয়। আস্তিক না তো কলিযুগে থাকে আর না থাকে সত্যযুগে। আস্তিক কেবলমাত্র এই সঙ্গমযুগেই থাকে। বাবার থেকে আশীর্বাদী-বর্ষা পেয়ে, তারাই আবার সত্যযুগে রাজত্ব করে। এখানে এই স্থূল জগতেই কেবল নাস্তিক আর আস্তিকের ব্যাপারটা আসে, সত্যযুগে কিন্তু এসব কিছুই চলে না। সেইসব ব্রাহ্মণেরাই আস্তিকে পরিনত হয়, যারা পূর্বে নাস্তিক ছিল। বর্তমানে সমগ্র দুনিয়াটাই নাস্তিক। কেউ-ই এই বাবাকে বা বাবার রচনাকে সঠিক ভাবে জানে না। তাই তো জগতের লোকেরা কত সহজেই বলে বাবা সর্বব্যাপী। তোমাদের তথা ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের এই এক বেহদের বাবার সাথেই যা সম্বন্ধ ও সম্পর্ক। হয় তোমরা তাঁর শ্রীমৎ পাও, নতুবা পুরুষার্থ করিয়ে তোমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেন বাবা। তাই তিনি বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে বলেন- "বাচ্চারা, তোমরা দেহের সম্পর্কিত দেহভাবকে ভুলে অন্য কাউকে আর স্মরণ করো না। কেবলমাত্র নিজেকে আত্মা মনে রেখে এই এক বাবাকেই স্মরণ করবে।" একেই মহামন্ত্র বলা হয়। যার দ্বারা তোমাদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। তার সাথে ২১-জন্মের জন্য তোমরা স্বরাজ্যের তিলকও পেয়ে থাকো। একমাত্র তিনিই প্রালব্ধ দাতা। গীতার মূখ্য উদ্দেশ্যই হলো -নরকে নারায়ণ এবং মানুষকে দেবতা বানানোর।

বাচ্চারা তোমরা এটাও তো জানো, এই দুনিয়া এখন একটু একটু করে পরিবর্তন হচ্ছে! সাথে সাথে নতুন দুনিয়ার জন্যও ভাগ্য নির্ধারণ হচ্ছে। বর্তমানের দুনিয়াটা তো মৃত্যুলোক। তাই দেখ, এখানকার মানুষদের ভাগ্য কেমন ! এই কারণেই তো এর নাম দুঃখধাম। কিন্তু, এ সব কথা বলছে কারা ? -আত্মারাই তা বলছে। কিন্তু তোমরা এখন আত্ম-অভিমানী হয়েছো। আত্মারাই বলছে এটা দুঃখধাম। আর আমাদের পরমধাম সেটাই যেখানে শিববাবাও থাকেন। এখন বাবা আমাদের সেই জ্ঞানই শোনাচ্ছেন যার দ্বারা আমাদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। বাবা কেবল একটাই মহামন্ত্র দিয়ে থাকেন- "আমাকে স্মরণ করো।" যদি কোনও দেহধারী থেকে কিছু শোনো, কিন্তু স্মরণ কেবল আমাকেই করবে। অবশ্য শুনতে তো হবে কোনও না কোনও দেহধারী থেকেই। যেমন, ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীরাও তো মুখের সাহায্যেই তা শোনাবে। একমাত্র পতিত-পাবন বাবাকেই স্মরণ করো। তবেই, তোমাদের উপর যে বিকর্মের বোঝাগুলি আছে, একমাত্র বাবাকে স্মরণ করেই, সেই স্মরণের শক্তি দ্বারাই সেগুলি সব ভুল করতে হবে। নিরোগীও হতে হবে। বাচ্চারা, তোমরা এখন সেই বাবার সম্মুখেই বসে আছো। তোমরা বুঝেছো যে, বাবা এসেছেন তোমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করতে আর সহজ পথের দিশা দেখাতে। কিন্তু তোমরাই আবার বাবাকে বলো, "বাবা আপনাকে স্মরণ করতেই ভুলে যাই!" তখন বাবা জানান, এজন্য কি তোমাদের লজ্জা আসে না ? যে লৌকিক বাবা তোমাদেরকে কেবল পতিতই বানায়, তাকে তো ঠিকই মনে রাখো। এদিকে যে অলৌকিক বাবা, যিনি তোমাদেরকে এমন পবিত্র-পাবন বানান, কেবল মাত্র এটুকুই বলেন - 'মামেকম্ (আমাকেই) স্মরণ করো, তা হলেই তোমাদের সব বিকর্ম বিনাশ হবে- তাকেই তোমরা বলো, "বাবা, আপনাকে স্মরণ করতেই ভুলে যাই আমরা !" বাবা বলছেন, "এদিকে আমি তোমাদেরকে মন্দিরের (বিগ্রহের) উপযুক্ত করে তুলি।" তোমারা তো জানই, এই ভারত পূর্বে

শিবালয় ছিল, তখন তোমরাই সেখানে রাজত্ব করতে, পরে তোমাদেরই জড় চিত্রকে মন্দিরে পূজা করা হয়। তোমরা যে পূর্বে দেবতা ছিলে, সেই কথাটাই তোমরা এখন ভুলে গেছো। তোমাদের মাশ্বা আর বাবা যারা পূজ্য দেবী-দেবতা ছিল, তারাও এখন পূজারী হয়ে গেছে। যদিও এই জ্ঞান অবশ্য তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। কল্প-বৃক্ষের ঝাড়ে অবশ্য তাদেরকেই মূখ্য হিসাবে দেখানো হয়েছে। সর্বপ্রথম সংস্থাপনে যারা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ছিল, যদিও তারা এখন আর নেই। ৫ হাজার বছর আগে সত্যযুগ ছিল, কিন্তু বর্তমান সময়টা কলিযুগ। কলিযুগের পরেই আবার সত্যযুগ আসে। তাই শ্রীমৎ-দাতাকেও অবশ্যই আসতে হবে। আর দুনিয়ারও পরিবর্তন অবশ্যই হতে হবে। কিন্তু তার জন্য যতই প্রচার ও ঢাক-ঢোল পেটাও না কেন, তাতে তো আর বৃক্ষরূপী ঝাড় তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠবে না। বাধা-বিঘ্নও আসতে থাকবে।

বাচ্চারা ভিন্ন-ভিন্ন নাম রূপে অনেকেই ফেঁসে যায়। বাবা বলেন, এই সব নাম রূপে ফেঁসো না। যদিও গৃহস্থ ব্যবহারে পরিবারের সাথেই থাকবে, কিন্তু এই এক বাবাকে স্মরণ করতে থাকবে, অবশ্যই পবিএ থাকতে হবে। ভগবান উবাচ - "কাম ভাব মহাশত্রু।" পূর্বেও গীতার ভগবান এই কথাই বলেছিলেন, এখনও তাই বলছেন। গীতার ভগবান অবশ্যই কামের উপর বিজয় প্রাপ্ত করেছিলেন। একটি রাবণরাজ্য, অপরটি রামরাজ্য। রামরাজ্য অর্থাৎ দিন আর রাবণরাজ্য রাত। বাবা জানাচ্ছেন, রাবণরাজ্যও এখন শেষ হতে চলেছে। তারই সব ধরনের তোড়জোড়ও চলছে। বাবা জ্ঞানের পাঠ পড়িয়ে জ্ঞানী বানিয়ে তবেই তোমাদের নিয়ে যাবেন, যেহেতু সেখানে গেলেই তো তোমাদের রাজত্ব করতে হবে। এই পতিত পৃথিবী মোটেই তোমাদের রাজত্ব করার উপযুক্ত নয়। শিববাবার তো পা নেই যে তিনি এই দুনিয়াতে পা রাখবেন! আবার দেবতাদেরও পা তো এই পতিত দুনিয়াতে পরতে পারে না। তোমরা জেনেছো, তোমরাই আবার দেবতা হতে চলেছো। আবার এই ভারতভূমিতেই আসবে তোমরা। তখন অবশ্য এই সৃষ্টির পরিবর্তন হয়ে কলিযুগ রূপান্তরিত হয়ে সত্যযুগ এসে যাবে। সেই লক্ষ্যেই এখন তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মায় পরিনত হতে যাচ্ছে। অনেকেই বলে- বাবা, মনেতে তুফান আসছে। তখন বাবা তাদেরকে বলেন, তোমরা কি এই বাবাকে ভুলে গেছো, বাবার শ্রীমতে কি চলছে না! এই বাবা সর্বদাই শ্রেষ্ঠ থেকেও অতি শ্রেষ্ঠ মত দিয়ে থাকেন। তাই বাচ্চারা, তোমরা কখনও ভ্রষ্টাচারী হয়ো না। তোমাদের এই শিক্ষক স্বয়ং শিববাবা। তিনি বলছেন, "সর্বদা মামেকম্ (আমাকেই) স্মরণ করো"। এমন কি আমার রথকেও (ব্রহ্মাবাবাকে) স্মরণ করবে না। এখানে কেবল রথী আর রথবান। এখানে অবশ্য ঘোড়া গাড়ির কোনও প্রশ্নই ওঠেনা। ওতে বসে কি জ্ঞান দেওয়া সম্ভব! আজকাল তো গ্যারোলেনেও যাতায়াত করা যায়। সাইন্স (বিজ্ঞান) কতই না শক্তিশালী হয়েছে। এইরকম মায়ার পাম্পও (শোভা-যাত্রাও) খুবই শক্তিশালী। তাই একে অপরকে কতই না খাতির করে। কোনও জায়গার প্রাইম-মিনিস্টার (প্রধানমন্ত্রী) এলে তিনি কত সম্মান পেয়ে থাকেন। হয়ত, ১৫ দিন পর তাকেই আবার তার পদ থেকে নামিয়েও দেওয়া হয়। বর্তমানের বাদশাহীতে এমন সমস্যাই বিদ্যমান। তাই তারাও সর্বদা ভয়ে ভয়েই থাকে। এদিকে তোমরা কত সহজেই এই জ্ঞান পেয়ে থাকো। তোমরা এখন এতই গরীব যে, তোমাদের কাছে কানা-কড়িও নেই। তবুও তোমরা বাবাকে ট্রাস্ট্রী করে বলো - বাবা এই আমার যা কিছু, সবই আপনার। উত্তরে বাবাও বলেন, আচ্ছা তোমারাও আমার ট্রাস্ট্রী হও। আর এসবকে যদি তোমারা একেবারে নিজস্ব মনে করো, তাহলে কিন্তু তোমাদের সঠিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হবে না। বাবার শ্রীমত অনুসারেই চলতে হবে। যারা প্রকৃত বিশ্বস্ত (ট্রাস্ট্রী) হবে, তাদেরকেও বাবার শ্রীমতেই চলতে হবে। যেহেতু তোমরা গরীব, তাই ভাবো যে, এইসব অকাজের জিনিস, সব বাবাকেই দেবো। বাবা কিন্তু

তোমাদেরকে ফাস্ট ক্লাস উপদেশই দিয়ে থাকেন। তিনি জানান, বাচ্চাদেরকেও তো সামলাতে হবে। এই সময়ে তোমরা বাবার থেকে যে জ্ঞান লাভ করে থাকো, তার ফলেই তোমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং তোমারা রাজার রাজ্যে পরিণত হও। এছাড়াও বাবার তো দায়িত্ব - বাচ্চাদের সঠিক রায় ও উপদেশ দেওয়া। অতএব, বাবাকে সেইভাবে স্মরণ করার জন্য খুবই আগ্রহ থাকতে হবে, তবেই দয়াবান হতে পারবে। কেউ গর্তে পরলে তাকে বাঁচাতে হবে। খুবই যুক্তি সহকারে চলতে হয়।

সূর্যনখা, পুতনা, অজামিল, দুর্যোধন এসব হল এখনকার নামকরণ। এই দৃশ্য আবার আসবে পরের কল্পে। তখনও এই ভাবে স্বয়ং পরমপিতা সামনে বসে এই জ্ঞানই দেবেন। যার দ্বারা মানুষ থেকে দেবতা পদ লাভ করা যায়। তোমরাও এখানে এসেছো ৫ হাজার বছর আগের মতন, আবারও বাবার আশীর্বাদী বর্ষা নিতে। পূর্বেও এমন ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল। এসব তারই সাথে সম্পর্কিত। বাবা বাচ্চাদেরকে ভালো রীতিতে শিখিয়ে সাধারণ মানুষ থেকে দেবতা পদ পাইয়ে দেন। তোমরা এখানে এসেছো বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্ষা নিতে। ব্রহ্মা বা জগৎ-অম্বা বা কোনও বি কে দেব কাছ থেকে সেই আশীর্বাদী বর্ষা পাওয়া সম্ভব নয়। তারাও সবাই এই এক বাবার থেকেই আশীর্বাদী বর্ষা নিয়ে থাকে। তারপর তারা তা অপরকেও বুঝিয়ে থাকে। তোমরাও জগৎ পিতার সন্তান হয়ে ওঁনার আশীর্বাদী বর্ষা নিয়ে থাকো। শিববাবা সবাইকেই আলাদা আলাদা ভাবে বলেন, "বাচ্চারা তোমরা কেবল আমাকেই স্মরণ করো।" -এতেই সরাসরি তীর লাগে। বাবা বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে বলেন, "বাচ্চারা, একমাত্র আমার থেকেই তোমাদেরকে আশীর্বাদী বর্ষা নিতে হবে।" যদি তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সম্বন্ধীয় কেউ মারা যায়, তবুও সেই আশীর্বাদী বর্ষা এই এক বাবার থেকেই নিতে হবে। তাতে তোমরাও খুব আনন্দিতই হবে। আরে, তোমরা তো এখানে এসেছো, নিজেদেরকে ভাগ্যশালী বানাতে, আর তোমরা এটাও জেনেছো যে, এই বাবাই আবার আমাদেরকে স্বর্গের মালিকও বানাচ্ছেন। তবে তা প্রাপ্তির জন্য সে ধরনের সংস্কারীও হতে হবে অবশ্য। সম্পূর্ণরূপে তাঁর শ্রীমৎ ধারণ করতে হবে। বিকার থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে। যাতে তোমরা পবিত্র-পাবন আর নির্বিকারী হও। অবিনাশী নাটক আর বৃক্ষরূপী ঝাড়কে ভাল ভাবে বুঝতে হবে, তা হলেই আর কোনও সমস্যাই হবে না, যা অতি সহজ ব্যাপার। তারপরেও তোমরা বলো, বাবা আমরা আপনাকে ভুলে যাই ! বিকারের ভূত এসে যায় যে। বাবা বলেন, তোমরা এই ভূত রূপী বিকারকে তাড়াও। নিজেদেরকে নিজের মনের আয়নায় দেখো- তোমারা নিজেরা কতটা যোগ্য-উপযুক্ত হয়েছো, নর থেকে নারায়ণ হবার জন্য। বাবা বসে এ ভাবেই বোঝাচ্ছেন - ওহে আমার মিষ্টি মিষ্টি সৌভাগ্যশালী সিকিলধে (হারানিধি) বাচ্চারা, তোমরা এখানে এসেছো তো সৌভাগ্যশালী হওয়ার জন্য। এখন তোমরা সবাই দুর্ভাগ্যশালী। একদা এই ভারতবাসীরা খুবই ধনবান ও সৌভাগ্যশালী ছিল, কতই না ধনবান ছিল তারা। এ তো সেই ভারতেরই কথা। তাই বাবা বুঝিয়ে বলছেন- বাচ্চারা, তোমরা নিজেদেরকে আত্মা ভাবো। যেহেতু, তোমাদের তো আমার কাছেই আসতেই হবে। যার ফলে তোমাদের অন্তিম চিন্তা ধারা তোমাদেরকে সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করবে। অবিনাশী নাটক এখন প্রায় সম্পূর্ণ হতে চলেছে, যে কোনও মুহূর্তেই ঘরে (পরমধামে) ফিরে যেতে হতে পারে। বাবা তারও উপায় বলে দেন। কিভাবে সর্বপ্রকার পাপ থেকে মুক্ত হয়ে পুণ্য আত্মা হওয়া যায়। পূর্বে এই দুনিয়াই তো পুণ্য আত্মাদের দুনিয়াই ছিল, যা পুনঃবার আবার স্থাপিত হতে যাচ্ছে। এই পুরানো দুনিয়ারই পরিবর্তন হয়ে আবার নতুন দুনিয়াতে পরিবর্তিত হতে যাচ্ছে। অন্যেরা তা বিশ্বাসও করে, পূর্বকার প্রাচীন ভারত স্বর্গই ছিল। হেভেনলি গড ফাদার (ভগবান)-ই

তাকে স্বর্গ বানিয়েছিলেন। কিন্তু কোন্ সময়কালে তিনি আবির্ভূত হন ? -এই সঙ্গমযুগেই তিনি আসেন। তাই এই সময়কে কল্যাণকারী বাবার আসার সময় বলা হয়। বর্তমানের এই দুনিয়া- বিশাল রাবণ সম্প্রদায়ের রাজ্য। সেই তুলনায় রামের সম্প্রদায় সংখ্যায় কত কম। এখানেই যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হতে থাকে। বাচ্চারাও আবার তাদের বাবার কাছ থেকে আশীর্বাদী বর্ষা নিতে আসবে। তাই তারা আবারও প্রদর্শনী এবং প্রজেক্টরের মাধ্যমে সবাইকে বোঝাতে থাকবে। তাই এভাবেই তোমাদেরকে এখন অনেক পরিশ্রম করেই প্রচুর সেবা করতে হবে। বাবা তাঁর প্রিয় বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে বলেই যাচ্ছেন, "এ সবই অবিনাশী নাটকে নিহিত আছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে, তা একেবারেই সঠিক অবিনাশী নাটক অনুযায়ী অবশ্যই।" বাবা জানাচ্ছেন, "সব কিছুই ঘটেছে অবিনাশী নাটকের চিত্রপট অনুসারেই, আমিও এই নাটকে আছি।" "বাচ্চারা, এই কারণেই আমাকেও এই পতিত দুনিয়াতে আসতে হয়।" দেখো কিভাবে পরমধাম ছেড়ে এখানে আমাকে আসতে হয়েছে, শুধুমাত্র বাচ্চাদের জন্য। যেমন, প্লেগের মতন ভয়ঙ্কর রোগীকে ছেড়ে ভাক্তারেরা কখনও পালিয়ে যায় না। তাদেরকে তো তাদের কর্ম-কর্তব্য করতেই হবে। জগতের মানুষেরাই তো এই বাবার উদ্দেশ্যে গীত-গাঁথা করে ডাকতে থাকে, "হে পতিত-পাবন এসো, ৫ বিকার থেকে মুক্ত করে আমাদের এই দুঃখধাম থেকে উদ্ধার করে সুখধামে নিয়ে চলো। একমাত্র ঈশ্বরই মুক্তিদাতা। তিনিই সকলকে মুক্ত করে, সকলের পথ-প্রদর্শক হয়ে নিজের কাছে তথা পরমধামে নিয়ে যান। পুরুষার্থের ভিত্তিতে ক্রম অনুযায়ী তারপর আত্মারা সবাই আসতে থাকে। প্রথমে সূর্যবংশী, তারপর চন্দ্রবংশী, এরপর দ্বাপর শুরু হতেই তোমরা পূজ্যরা পূজারীতে পরিণত হও। গীত-গাঁথাও আছে যে, দেবতার তখন বামমার্গে অর্থাৎ পাপের দুনিয়াতে প্রবেশ করে। বামমার্গের চিত্রেও তার বর্ণনা দেখিয়ে থাকে। এখন যা তোমরা বাস্তবিক ভাবেই জানতে পারছো - তোমরাই পূর্বে দেবী-দেবতা ছিলে - যা কত সহজেই বুঝতে পারা যায়। এগুলিকেই খুব ভালো রীতিতে বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে।

বাচ্চারা, তোমরা এখানে এসেছো, নিজেদেরকে সৌভাগ্যের অধিকারী বানাতে। এখানে স্বয়ং শিববাবা তোমাদের সম্মুখে বসে আছেন। তিনি আবার শিক্ষক হিসাবেও অনন্য অর্থাৎ এক নম্বরের। প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখের সাহায্যে ভগবান স্বয়ং সব বেদ-শাস্ত্রের সার বুঝিয়ে থাকেন এখানে। সেক্ষেত্রে ব্রহ্মাই তো তা প্রথমে শুনবে- তাই না! আবার ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শংকরকে সূক্ষ্মবতনেও দেখানো হয়েছে। কিন্তু বিষ্ণু তো সত্যযুগের মালিক আর ব্রহ্মা হলেন সঙ্গমযুগের। অথচ ব্রহ্মাকে তো এখানেও প্রয়োজন। তবেই তো ব্রাহ্মণেরা আবার দেবতা হতে পারবে। যেহেতু এটা রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। পূর্বেও এইরূপ যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছিল। এই যজ্ঞের মাধ্যমেই সমগ্র দুনিয়া স্বাধা অর্থাৎ ভগ্ন হয়ে যায়। তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা আবার এখানেই সেই নতুন দুনিয়াতে এসে রাজস্ব করবে। আচ্ছা

-

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবা তার রুহানী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজেদের ভিতরের বিকার-রূপী ভূতগুলিকে বের করে সাধারণ নর থেকে নারায়ণ হওয়ার উপযুক্ত হতে হবে। নিজের মনের আয়নায় দেখতে হবে, তার জন্য আমি কতটা উপযুক্ত হয়েছি।

২) নিজেকে আল্লা ভেবে অশরীরি ভাবে একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। দেহেরভাব যেন না আসে মনে, তার অভ্যাস করতে হবে।

বরদান :- সর্বপ্রকার সম্পত্তির অধিকারী হয়ে নিজেকে পরিপূর্ণ অনুভবকারী, মাস্টার দাতা হও।

বিস্তার :- বলা হয়ে থাকে - একটা দিলে হাজারটা পাওয়া যায়। বিনাশী সম্পদ যত দেবে তা ততই কম হবে। কিন্তু অবিনাশী সম্পদ যত দিতে থাকবে, ততই তা বাড়তে থাকবে। অবশ্য দিতে পারে সে, যে নিজে পরিপূর্ণ থাকে। তাই মাস্টার-দাতা অর্থাৎ যে স্বয়ং পরিপূর্ণ আর সম্পন্ন থাকে। সে নেশায় মত্ত থাকে এই ভেবে যে, বাবার সম্পত্তি মানে আমারও সম্পত্তি। যারা বাবাকে প্রকৃত শ্রদ্ধা এবং স্মরণ করে, তারাই সর্বদা সব কিছু স্বাভাবিক রীতিতেই পেয়ে থাকে, যার জন্য চাওয়ার বা নালিশ জানানোর প্রয়োজন হয় না।

স্লোগান :- নিজের স্থিতিকে অচল-অনড় বানাও, তবেই অন্তিম বিনাশের দৃশ্যকেও দেখতে পাবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - দেহ সহিত এই চোখ দিয়ে যা কিছু আড়ম্বর দেখছে - সেসব ভুলে এক বাবাকে স্মরণ করো , কারণ এবার সবকিছু শেষ হওয়ার পথে"।

প্রশ্ন:- সত্যযুগে রাজ্য পদের লটারী জেতার জন্য কিভাবে পুরুষার্থ করতে হবে?

উত্তর:- সত্যযুগে রাজ্য পদ লাভের জন্য সম্পূর্ণ ভাবে নিজের ওপর খেয়াল রাখতে হবে । অন্তরে কোনো প্রকারের ভূত (বিকার) যেন না থাকে । যদি কোনো ভূত থাকে তাহলে তো লক্ষ্মীকে বরণ করা অসম্ভব । রাজা হওয়ার জন্য প্রজাও তৈরী করতে হবে । ২) এখানেই কাল্লাকে আধার করা বন্ধ করতে হবে । শরীর ত্যাগের সময় যদি কোনো দেহধারীর কথা স্মরণে আসে তাহলে পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে , এইজন্য বাবার স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করতে হবে।

গীত:- আজ নয় তো কাল...

ওম শান্তি। শিববাবা বলেন ওম্ শান্তি, তারপর এনার আত্মাও বলবে - ওম্ শান্তি। তিনি হলেন পরমাত্মা, আর ইনি হলেন প্রজাপিতা। এনার আত্মা বলেন ওম্ শান্তি। বাচ্চারাও বলে ওম্ শান্তি। নিজেদের স্বধর্মকে তো জানা উচিত, তাই না? মানুষরা তো নিজেদের স্বধর্মকে জানেও না। ওম শান্তি অর্থাৎ আমি আত্মা শান্ত স্বরূপ। আত্মা হল মন বুদ্ধি সহিত। তারা ভুল করে মনের নাম উচ্চারণ করে। যদি বলে , আত্মা শান্তি কিভাবে প্রাপ্ত করতে পারে, তবে বলা এটাও প্রশ্ন? আত্মা তো স্বয়ংই শান্ত স্বরূপ আর শান্তিধামের নিবাসী। শান্তি তো সেখানেই প্রাপ্ত হবে, তাই না? আত্মা শরীর ত্যাগ করলে শান্তিতে থাকতে পারবে। এই হল সমগ্র দুনিয়া, যেখানে আত্মাদের ভূমিকা পালন করতে হয়। কিভাবে শান্ত থাকবে। কর্ম করতে হবে । মানুষেরা শান্তির জন্য তো কত পথভ্রষ্ট হচ্ছে। তারা জানেই না যে আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের স্বধর্মই হলো শান্ত। তোমরা আত্মারা তো এখন তোমাদের ধর্ম জানো। আত্মা হল বিন্দুর মতো। বাবা বুঝিয়েছেন, সবাই বলে নিরাকার পরমাত্মায় নমঃ। পরমপিতা ঐনাকেই বলা হয়। তিনি হলেন নিরাকার। তাঁকেই শিব পরমাত্মায় নমঃ বলা হয়। এখন তোমাদের বুদ্ধিযোগ ঐনার (শিববাবার) দিকে রয়েছে। মানুষরা তো সকলেই দেহ-অভিমানী। তাদের যোগ (connection) বাবার দিকে থাকে না । প্রতিটি কথা তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়। ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ, কিন্তু ব্রহ্মার নাম নিয়ে কখনো এরকম বলবে না যে - ব্রহ্মা পরমাত্মায় নমঃ। পরমাত্মা একজনকেই বলা হয়। তিনিই হলেন রচয়িতা। তোমরা জানো আমরা হলাম শিববাবার সন্তান। তিনি আমাদের ব্রহ্মা দ্বারা ক্রিয়েট (রচনা) করে আপন করেছেন। উত্তরাধিকার লাভের জন্য ব্রহ্মার আত্মাকেও আপন করেছেন। তিনি ব্রহ্মার আত্মাকেও বলেন, আমাকে (শিববাবাকে) স্মরণ কর। বি.কে.দেরও বলা হয় একমাত্র আমাকেই স্মরণ কর। দেহের অভিমান ত্যাগ করো। এইসবই হল জ্ঞানের কথা। চুরাশি জন্ম গ্রহন করতে করতে শরীর এবার জর্জরিত অবস্থায় পৌঁছেছে। অসুস্থ রোগী হয়েছে। তোমরা বাচ্চারা কত নিরোগী ছিলে, সত্যযুগে রোগ বলে কিছুই ছিল না। সকলেই সদা সুস্থাস্থের (এভরহেন্দী) অধিকারী ছিল। কখনও দেউলিয়া হওয়ার অবস্থা ছিল না। এখন থেকেই নিজেদের ২১ জন্মের উত্তরাধিকার লাভ করার জন্য দেউলিয়া অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় না। এখানে তো নিঃস্বতা আসতেই থাকে। বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে, আর গাওয়াও হয় পরমপিতা পরমাত্মা শিবায় নমঃ, ব্রহ্মাকে পরমাত্মা বলা হবে না।

ওনাকে (ব্রহ্মাকে) প্রজাপিতা বলা হয়। দেবতারা সূক্ষ্মবতনে আছে। কেউই জানে না যে প্রজাপিতাই আবার ফরিস্থাতে পরিণত হন। সূক্ষ্মবতনবাসী অর্থাৎ সূক্ষ্ম দেহধারী হয়ে যান। বাবা এবার বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন একমাত্র আমাকেই স্মরণ করো। তোমরাও নিরাকার, আর আমিও নিরাকার। একমাত্র আমাকেই স্মরণ করতে হবে, অন্য সকল দেহধারীদের দিক থেকে বুদ্ধিযোগ সরাতে (remove) হবে। দেহ সহিত এই চোখ দ্বারা যা কিছু দেখছ, সব শেষ হওয়ার মুখে। তোমাদের সবাইকে ফিরতে হবে – সুখধাম ভায়া শান্তিধাম। সুখধাম অথবা কৃষ্ণপুরী, এটাই তোমাদের ইচ্ছা থাকে। তাই বাবা বলেন শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করো। যদিও সত্যযুগে পবিত্রতা, সুখ, শান্তি থাকে কিন্তু সেটাকে শান্তিধাম বলা হবে না। কর্ম তো সবাইকেই করতে হবে। রাজস্ব করতে হবে। সত্যযুগেও কর্ম করা হয় কিন্তু সেই কর্মের দ্বারা বিকর্ম হয় না কারণ সেখানে তো মায়া থাকে না। এইসব হলো বোঝার কথা। ব্রহ্মার দিন হয়, তাই দিনে ধাক্কা খাওয়ার ব্যাপার নেই। রাতের অন্ধকারে ধাক্কা খাওয়ার ভয় থাকে। অর্দ্রেক কল্প হল ভক্তিমার্গ, এটাই ব্রহ্মার রাত। অর্দ্রেককল্প ব্রহ্মার দিন। বাবা বলছেন, এক স্থানে ছয় মাস দিন আর ছয় মাস রাত হয়। কিন্তু এইসব কথা কোথাও কোনও শাস্ত্রে লেখা নেই। শাস্ত্রে ব্রহ্মার দিন আর ব্রহ্মার রাতের গায়ন আছে। তাহলে বিষ্ণুর রাত্রি বলা হয় না কেন! সেখানে তার এইসব জ্ঞানই নেই। ব্রাহ্মণরা জানে ব্রহ্মা আর ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের জন্য এটা হলো বেহদের দিন আর রাত্রি। শিববাবার দিন আর রাত্রি বলা হবে না। বাচ্চারা জানে আমাদের অর্দ্রেককল্প দিন আর অর্দ্রেককল্প রাত হয়। সন্ন্যাসীরা প্রবৃত্তি মার্গের ব্যাপারে জানেনা। ওরা তো নিবৃত্তি মার্গের পথিক। ওরা স্বর্গ-নরকের বিষয়েও জানেনা। ওরা বলে যে সত্যযুগ কোথা থেকে আসবে, কারণ শাস্ত্রে তো সত্যযুগকেও নরক বানিয়ে দিয়েছে। বাবা এখন খুব মিষ্টি মিষ্টি কথা শোনাচ্ছেন। তিনি বলেন- বাচ্চারা, আমি হলাম নিরাকার, জ্ঞানের সাগর। আমার জ্ঞান দেওয়ার ভূমিকা এই সময়েই প্রকট হয়। বাবা নিজের পরিচয় দেন। ভক্তি মার্গের সময়ে এই জ্ঞানের উদ্ভব হয় না। সেই সময়ে কেবল ভক্তিমার্গেরই রীতি নীতি প্রচলিত থাকে। নাটক অনুসারে যে ভক্ত যেমন ভাবনা নিয়ে পূজা করে তাকে সেইরকম সাক্ষাৎকার করানোর জন্য আমি নিমিত্ত হই। সেই সময়ে আমার মধ্যে জ্ঞান দেওয়ার ভূমিকা প্রকট হয় না। এই ভূমিকা এখনই প্রকট হয়েছে। তোমাদের মধ্যে যেমন ৮৪ জন্মের রিল (রেকর্ড) ভরা আছে, সেইরকমই নাটকে আমার যখন যে ভূমিকা আছে সেটা তখনই পালিত হয়। এতে তো সংশয়ের কিছু নেই। যদি আমার মধ্যে জ্ঞানের উদ্ভব হত তাহলে ভক্তিমার্গে কাকে শোনাতাম? ওখানে লক্ষ্মী-নারায়ণের কাছে তো এই জ্ঞান থাকেই না। এটা নাটকেই নেই। কোনো মানুষকে হয়ত বলে যে অমুক গুরু সদগতি দেন। কিন্তু ওই গুরুরা কিভাবে সদগতি দেবে? তাদেরও তো একটা ভূমিকা আছে। কেউ আবার বলে যে এই দুনিয়ার পুনরাবৃত্তি হয়, চক্রের ন্যায় আবর্তন করে। তাই তারা সৃষ্টি চক্রের চরকা দেখিয়ে দিয়েছে। আশ্চর্যের ব্যাপার হল চরকা ঘোরালে জীবিকা নির্বাহ হয় আর সৃষ্টি চক্রকে জানলে ২১ জন্মের জন্য ফল পাওয়া যায়। বাবা সবকিছুর অর্থ যথার্থভাবে শোনাচ্ছেন। অন্যরা সবাই অযথার্থ শোনায়। এখন তোমাদের বুদ্ধির তালা খোলা আছে। উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন ভগবান, তারপর সূক্ষ্মবতনবাসী ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর। এরপর স্থূলবতনে প্রথম হল লক্ষ্মী-নারায়ণ, তারপর জগৎ মাতা এবং জগৎ পিতা। এরা সঙ্গমযুগে থাকে, এরা তো আসলে তো মানুষই। অতগুলো হাত ইত্যাদি কিছুই নেই। ব্রহ্মার তো কেবল দুটিই হাত আছে। যদি কারোর ৮টা হাত থাকে তাহলে ৮টা পাও থাকা উচিত। কিন্তু এইরকম তো হয়না। রাবণের ১০টা মাথা দেখায়, তাই ২০টা পা থাকা উচিত। এইগুলো সব হল পুতুল খেলা। কিছুই বোঝেনা। রামায়ণ শোনানোর সময়ে প্রচুর কাঁদে। বাবা বোঝাচ্ছেন, এইগুলো সব হল ভক্তিমার্গ। যখন থেকে তোমরা বামমার্গে গেছ, তখন

থেকে কামচিঁতাতে বসে কালো হয়ে গেছে। এখন এক জন্মের জন্য জ্ঞান চিত্তাতে বসলে ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়ে যাবে। ওখানে সবাই আত্ম-অভিমানী থাকে। একটা পুরাতন শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর নেয়, কাল্পনিকটির কোনও ব্যাপারই নেই। এখানে সন্তানের জন্ম হলে অভিনন্দন জানাবে, ধুমধাম সহকারে পালন করবে। তারপর কাল সন্তান মারা গেলে সকলে মিলে কাল্পনিকটি জুড়ে দেবে। এটা তো দুঃখধাম। তোমরা জানো যে সমস্ত খেলা এই ভারতেই হয়। এইটা হল অবিনাশী ভূমি। এখানেই সুখ-দুঃখ, স্বর্গ-নরকের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। হেভেনলি (স্বর্গীয়) গড ফাথার নিশ্চয়ই স্বর্গের স্থাপনা করবেন। লক্ষ বছরের কথা হলে সেইগুলো মনে পড়বে কিভাবে! কবে পুনরায় স্বর্গ দুনিয়া হবে সেটা কেউই জানেনা। বলে দেয় যে কলিযুগের আয়ু এখন ৪০ হাজার বছর হয়েছে। যখন ৫০০০ বছরে কেবল ৮৪ জন্ম হয়, তাহলে ৪০ হাজার বছরে অনেক জন্ম নিতে হবে! তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝতে পারছ। তোমরা এখন আলোতে আছ। যাদের এই জ্ঞান নেই, তারা তো অজ্ঞান-নিদ্রাতে শুয়ে আছে। এটা হল অজ্ঞান অন্ধকারের রাত্রি অর্থাৎ সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান নেই। আমরা হলাম অভিনেতা। সমগ্র সৃষ্টি চক্রের মোট চারটে ভাগ আছে। মানুষই এই সকল কথা জানবে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। তাঁর মধ্যে যত বিশেষত্ব আছে, সেইগুলো সব আমাদেরকে দিয়ে দেন। জ্ঞানের সাগরের কাছ থেকে তোমরা উত্তরাধিকার নাও। বাবা সর্বদাই বলেন, কোনও দেহধারীকে স্মরণ করো না। হয়ত আমিও দেহের দ্বারাই শোনাই কিন্তু তোমাদেরকে স্মরণ করতে হবে আমাকে অর্থাৎ নিরাকারকে। স্মরণ করতে থাকলে ধারণাও হবে, বুদ্ধির তালাও খুলে যাবে। ১৫ মিনিট কিংবা আধ ঘন্টা দিয়ে শুরু করে তারপর বাড়তে থাকে। অস্তিমে কেবল বাবা ছাড়া আর কারোর কথা স্মরণে না থাকে - এই জন্যই সন্ন্যাসীরা ঘর বাড়ি ত্যাগ করে, তপস্যা করে। তারা যখন শরীর ছাড়ে তখন আশেপাশের পরিবেশও শান্ত হয়ে যায়। মনেহয় যেন শহরে কোনো মহাপুরুষ শরীর ত্যাগ করেছে। তোমাদের তো এখন জ্ঞান আছে। আত্মা অবিনাশী, সে লীন হয়না। তার মধ্যে তো এই জ্ঞান নেই। বাবা বোঝাচ্ছেন, আত্মার কখনও বিনাশ হয়না। তার মধ্যে যে জ্ঞান আছে, সেটাও কখনও বিনাশ হয়না। এটা হল অবিনাশী নাটক। সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপরযুগ এবং কলিযুগের এই চক্র আবর্তিত হতে থাকে। তোমরা পুনরায় লক্ষ্মী-নারায়ণ হবে, তারপর ক্রমানুসারে অন্য ধর্মাবলম্বীরাও আসবে। গড ফাদার একজনই। সত্যযুগ থেকে কলিযুগ পর্যন্ত বৃদ্ধি হতে থাকে। অন্য কোনো বৃক্ষের সৃষ্টি হয়না। সৃষ্টিচক্র একটাই। স্মরণও করে একজনকেই। গুরু নানককে স্মরণ করে, কিন্তু সে পুনরায় নিজ সময়েই আসবে। সবাইকে জন্ম-মরণে আসতে হবে। লোক মনে করে কৃষ্ণ সদাই উপস্থিত থাকে। বিভিন্ন জন বিভিন্ন জনকে মানে। বাবা বোঝাচ্ছেন - বাচ্চারা, যুক্তির দ্বারা বোঝাও যে সকলের ঈশ্বর একজনই, তিনি নিরাকার। গীতাতে ভগবানুবাচ আছে। গীতা হল সকলের মাতা-পিতা কারণ গীতার দ্বারাই সদগতি প্রাপ্ত হয়। বাবা হলেন সকলের দুঃখহর্তা এবং সুখকর্তা। ভারত সবারই তীর্থক্ষেত্র। বাবার দ্বারাই সদগতি প্রাপ্ত হয়। এটা হল তাঁর জন্মভূমি। সকলেই তাকে স্মরণ করে। বাবাই এসে সবাইকে রাবণের রাজ্য থেকে মুক্ত করেন। এই দুনিয়া এখন নরক হয়ে গেছে। বাবা বলছেন- হে দেহধারী আত্মারা, এখন ফেরত যেতে হবে, কেবল আমাকেই স্মরণ কর। কোনও দেহধারীর প্রতি বুদ্ধি আটকে থাকলে কাঁদতে হবে। একজনকেই স্মরণ করতে হবে, ঐখানে যেতে হবে। ২১ জন্মের জন্য তোমাদের কাল্পনিকটি বন্ধ হয়ে যায়। কেউ মারা গেলে যদি কাঁদতে শুরু কর তাহলে ক্রন্দন মুক্ত হবে না। অন্য কারোর স্মরণে থেকে শরীর ছাড়লে দুর্গতি প্রাপ্ত হবে। তোমাদেরকে তো কেবল শিববাবাকেই স্মরণ করতে হবে। অনেকের হার্টফেলও হয়ে যায়। তোমাদেরকে তো উঠতে বসতে এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। এইটা বুদ্ধিতে বসানো হয়। সারাদিনে যদি স্মরণ না করে তাহলে সংগঠনে বসানো হয়। সেখানে

সকলের সংযুক্ত বল কাজ করে। যদি অন্য কারোর স্মৃতি বুদ্ধিতে থাকে তাহলে আবার জন্ম নিতে হবে। যাই হয়ে যাক, তোমাদেরকে স্থিতিশীল থাকতে হবে। দেহের ভাবও যেন না থাকে। যত বাবাকে স্মরণ করবে সেটা নখিভুক্ত হয়ে যাবে। তোমাদের প্রচুর খুশিও হবে। আমরা তাড়াতাড়ি চলে যাব, গিয়ে সিংহাসনে বসব। বাবা সর্বদাই বাচ্চাদেরকে বলেন, তোমাদের কখনও কাঁদা উচিত নয়। কান্নাকাটি তো বিধবারা করে। তোমাদেরকে এখানেই সর্বগুণ সম্পন্ন হতে হবে, যেটা তারপর অবিনাশী হয়ে যাবে। এর জন্য পরিশ্রম প্রয়োজন। নিজের ওপর নজর রাখতে হবে। কোনো ভূত থাকলে উঁচু পদ পাবে না। নারদ ভক্ত ছিল, লক্ষ্মীকে বিবাহ করতে চাইত। কিন্তু সে দেখল যে তার মুখ বাঁদরের মতো। তোমরা লক্ষ্মীকে বরণ করার জন্য পুরুষার্থ করছ। যার মধ্যে পঞ্চভূত আছে সে কিভাবে বরণ করবে। তোমরা দারুন লটারি জিতে নাও। আমরা অবশ্যই রাজা হব, তাহলে প্রজাও থাকবে। হাজার লাখ বৃদ্ধি হতে থাকবে। যখন কেউ প্রথম আসবে, তাকে প্রথমে বাবার পরিচয় দাও। পতিত-পাবন পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমার কি সম্বন্ধ! তখন নিশ্চয়ই বলবে যে তিনি হলেন পিতা। ঠিক আছে, তাহলে এটা লেখ। তিনিই একমাত্র পতিত-পাবন, সবাইকে পবিত্র বানান। লিখিয়ে নিলে পরে কোনো তর্ক করতে পারবে না। জিপ্তোস করো, তুমি এখানে শুনতে এসেছ না কি শোনাতে এসেছ? সকলের সদগতিদাতা তো একজনই, তিনি হলেন নিরাকার। তিনি কখনও আকারী বা সাকারী হননা। আচ্ছা, তাহলে প্রজাপিতা ব্রহ্মার সাথে কি সম্বন্ধ? ইনি হলেন সাকারী আর তিনি নিরাকার পিতা। আমরা এক পিতাকেই স্মরণ করি। এইটা হল আমাদের লক্ষ্য। ইনার দ্বারা আমরা রাজত্ব পাব। আচ্ছা- মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) কোনো দেহধারীর নিকট নিজের বুদ্ধি আটকে রাখা যাবে না। স্মরণের রেকর্ড ঠিক রাখতে হবে। কখনও কাঁদা উচিত নয়।

২) নিজ স্বধর্ম শান্তিতে স্থির থাকতে হবে। শান্তির জন্য ঘুরে বেড়ানো উচিত নয়। সবাইকে এই ঘুরে বেড়ানো থেকে মুক্ত করতে হবে। শান্তিধাম এবং সুখধামকে স্মরণ করতে হবে।

বরদান:- প্রতি কল্পেই বিজয়ের ভাবীকে স্মৃতিতে রেখে, সর্বদা নিশ্চিত থেকে নিশ্চয়বুদ্ধি হও।

নিশ্চয়বুদ্ধি বাচ্চারা প্রত্যেক ব্যবহার কিংবা পরমার্থ কাজে সর্বদা বিজয় অনুভব করেন। যত সাধারণ কর্মই হোক, সে অবশ্যই বিজয়ের অধিকার প্রাপ্ত করে। সে কোনো কাজেই নিজের প্রতি নিরুৎসাহিত হয়না। কারণ তার নিশ্চয় আছে যে প্রতি কল্পে আমিই বিজয়ী হয়েছি। স্বয়ং ভগবান যার সহায়, তার বিজয় হবে না তো কার হবে। এই ভবিতব্যকে কেউ খণ্ডন করতে পারবে না। এই নিশ্চয় এবং নেশা নিশ্চিত বানিয়ে দেয়।

স্লোগান:- সর্বদা খুশির খোরাক দ্বারা স্বাস্থ্যবান এবং খুশির খাজনাতে সমৃদ্ধ খোশমেজাজি হও।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এই ব্রাহ্মণ জীবন দেবতাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ, কারণ তোমরা এখন তিন লোক এবং তিন কালকে জানো, তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান"

প্রশ্ন:- তোমরা বাচ্চারা এখন কোন উঁচু শিখরে উঠছ?

উত্তর:- তোমরা এখন মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার উঁচু শিখরে উঠছ। বলা হয় যে চড়তে পারলে প্রেম রসের স্বাদ পাবে... এটা খুবই উঁচু শিখর। কিন্তু আশ্চর্য বিষয় এটাই যে উঠতে এক সেকেন্ড সময় লাগে অথচ নামতে অনেক সময় লাগে।

প্রশ্ন:- পাপের ঘড়া ভেঙে গেলেই জয়জয়কার হয় - এর নমুনা হিসাবে ভক্তিমার্গে কি দেখান হয়েছে?

উত্তর:- ভক্তিমার্গে দেখানো হয় যে ঘড়া থেকে সীতা বেরিয়ে এসেছে। অর্থাৎ যখন পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়ে সেটা ভেঙে যায় তখনই সীতা এবং রাধার জন্ম হয়।

গীত:- এই পাপের দুনিয়া থেকে আমাকে দূরে কোথাও নিয়ে চল...

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা ভক্তিমার্গের গীত শুনল। পতিত দুনিয়া থেকে পবিত্র দুনিয়াতে নিয়ে যাওয়ার জন্য ডাকছে। বলছে অশান্তির দুনিয়া থেকে শান্তির দুনিয়াতে নিয়ে চল। বুদ্ধিতে আছে যে অন্য কোনও দুনিয়া আছে যেখানে সুখও ছিল আর শান্তিও ছিল। মহারাজা, মহারানী লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল, এখন যাদের চিত্র আছে। মানুষ যে ইতিহাস ভূগোল পড়ে সেটা তো কেবল সিকিভাগ দুনিয়ার। অর্ধেক কল্পেরও নয়। আর সত্য এবং ত্রেতাযুগের কথা তো কেউ জানেই না। সকলের চোখ বন্ধ, যেন অন্ধ। দুনিয়ার ইতিহাস ভূগোলকে কেউ জানেই না। কত বড় দুনিয়া। কখন নতুন দুনিয়ার সূচনা হয়েছে, কখন থেকে দুনিয়া পুরাতন হয়েছে, আবার কখন নতুন হবে - এইসব তোমরা বাচ্চারাই এখন জান। স্বপন তো অবশ্যই হবে। স্বর্ণযুগ, রৌপ্যযুগ, তাম্রযুগ এবং লৌহযুগে তো আসবেই। কলিযুগের পরে অবশ্যই আবার সত্যযুগ আসবে। সপ্তমযুগেই সত্যযুগের স্থাপক আসবেন। কাউকে বোঝানোর জন্য এইটা খুব ভালো যুক্তি। কেবল বাবাই কলিযুগকে সত্যযুগে পরিণত করেন। এত সহজ কথাটাও কারোর বুদ্ধিতে আসেনা, কারণ বুদ্ধিতে মায়ার তালা লেগে আছে। পরমপিতা পরমাত্মার মহিমার গায়ন করে বলে - হে পরমপিতা পরমাত্মা, তুমিই হলে বুদ্ধিমান ব্যক্তির বুদ্ধির দাতা। বুদ্ধিহীনদের তুমি বুদ্ধি দাও। বাকি সবাই আসুরী মত প্রদান করে, শ্রেষ্ঠ মত কেবল বাবাই দেন। মানুষ গায়ন তো করে কিন্তু কিছুই বোঝেনা। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের কাছে এখন তিনলোকের জ্ঞান আছে। এমন না যে কেবল এই দুনিয়ার জ্ঞান আছে, এই দুনিয়া ছাড়াও আরও অনেক কিছু তোমরা জানো। মূলবতন, সূক্ষ্মবতন এবং স্থূলবতন - এই তিন লোকের জ্ঞানই তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। যে ভাল ভাবে পড়ে তার বুদ্ধিতে এই জ্ঞান থাকে। তোমরা এখন স্কুলে পড়ছ, তাই এই পড়া বুদ্ধিতে থাকা উচিত। তোমাদের বুদ্ধিতে তিন কালের জ্ঞানও আছে। তোমরা ত্রিকালদর্শী হয়ে যাও। কিন্তু তোমাদের ত্রিলোকীনাথ বলা যাবেনা। কেউই ত্রিলোকীনাথ হয় না। ত্রিকালদর্শী কথাটা সঠিক। তিন লোক এবং তিন কালকে তোমরা জানো।

আমরা বরাবর মূলবতনেই থাকি। ওটা হল আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের নিবাসস্থান। আর কারোর বুদ্ধিতে এই জ্ঞান নেই। তোমরা জানো যে পরমপিতা পরমাত্মা হলেন ত্রিকালদর্শী। তাঁর মধ্যে আদি-মধ্য-অন্ত অর্থাৎ তিন কাল এবং তিন লোকের জ্ঞান আছে। লক্ষ্মী-নারায়ণকে বৈকুণ্ঠনাথ বলা যাবে কিন্তু ত্রিলোকীনাথ বলা যাবে না। তারা হেভেন অথবা স্বর্গের মালিক ছিলেন। শিববাবাকে স্বর্গের মালিক বলা যাবে না। এইসব হল বোঝার ব্যাপার। কোনও মানুষই পরমাত্মার সমান হতে পারবে না। বলে যে পরমাত্মা হলেন জানি জাননহার, জ্ঞানের সাগর। কিন্তু তার অর্থ বোঝেনা। মানুষ মনে করে জানি জাননহার অর্থাৎ সকলের মনের কথা তিনি জানেন। সর্বব্যাপী বলে তাঁর গ্লানি করে দেয়। এখন তোমরা হলে ঈশ্বরীয় বংশাবলী, এরপর দৈবী বংশাবলীতে যাবে। ঈশ্বর বড় নাকি সত্যযুগের দেবী-দেবতারা বড়? ওই দেবতাদের থেকেও বড় হলেন সূক্ষ্মবতনবাসী দেবতারা। সূক্ষ্মবতনবাসী ব্রহ্মাকেই তো বড়ো বলা হবে, তাই না? উনি হলেন অব্যক্ত আর ইনি ব্যক্ত। ইনি যখন পবিত্র ফরিস্তা (পরী) হয়ে যান তখনই তার মহিমা করা হয়। ব্রাহ্মণদের যদি এখন অলংকার এবং অস্ত্র-সস্ত্র দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেটা শোভা পাবেনা। তাই বিষ্ণুর হাতে স্বদর্শন চক্র দেখানো হয়েছে। এখন তোমরা শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মের অর্থও বুঝে গেছ। সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের হাতে তো অস্ত্র থাকবে না। এইসব এই সময়েরই কথা। বাস্তবে এইগুলো হল জ্ঞানের অস্ত্র-সস্ত্র, কোনও স্থূল হাতিয়ার নয়। শাস্ত্রে তো স্থূল হাতিয়ার দেখানো হয়েছে, পাণ্ডব এবং কৌরব সেনা দেখানো হয়েছে। কিন্তু সেখানে কোনও নারীকে দেখানো হয়নি। পাণ্ডব সেনা রূপে কেবল পুরুষদেরকেই দেখায়। তাহলে শক্তি সেনারা কোথায় গেল? এরা হল গুপ্ত। কেউ জানেই না যে এই শিবশক্তির কোথায় গেল। এরা কিভাবে লড়াই করেছিল সেই বিষয়ে কিছুই দেখানো হয়নি। সেনাদের তো দেখানো হয়। কেউ কিছু বোঝেনা, যে যা বলেছে সেটাই লিখে দিয়েছে। যথার্থ ভাবে তোমরাই এখন জেনেছ। আমরা সবাই অভিনেতা। প্রত্যেক আত্মারই নিজস্ব ভূমিকা আছে। শিববাবা, যাকে রচয়িতা, নির্দেশক এবং প্রধান অভিনেতা বলা হয় তার কাছ থেকে তোমরা সমগ্র নাটকের রহস্য জানতে পারছ। এই নাটকে ৪টি ভাগ অথবা ৪টি যুগ আছে। একে ইপক বা যুগ (epoch) বলা হয়। বাস্তবে ৫টা যুগ আছে। পঞ্চম যুগ হল কল্যানকারী যুগ। সত্যযুগ এবং ত্রেতাযুগের সঙ্গমকে কল্যানকারী বলা হবে। কারণ তখন অধঃপতন হতে থাকে। সতোপ্রধান, সতো, রজো এবং তমো - এইগুলো হল সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতেই হয়। জ্ঞানের দ্বারা কেবল একবারই তোমরা দ্রুত ওপরে উঠে যাও, তারপর ওপর থেকে এই সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকো। সিঁড়ি দিয়ে নামা তো খুব সহজ। কিন্তু ওঠার সময়েই মুশ্কিল হয়। তোমরা কত পরিশ্রম করছ। মানুষ থেকে দেবতা হওয়া - এইটা হল উঁচু শিখর। বলা হয় যে চড়তে পারলে প্রেম রসের স্বাদ পাবে। তোমরা জানো যে আমরা এখন ওপরে উঠছি। কিন্তু যদি পড়ে যাও তাহলে হাড়গোড় ভেঙে যাবে। কতই না সময় লাগে! এটা খুবই উঁচু শিখর। তোমরা জানো যে আমরা এখন ওপরে উঠছি, তারপর আবার নামব। ওঠার জন্য এক সেকেন্ড সময় লাগে। অগ্নিমে যারা আসবে তারা এক সেকেন্ডে চড়তে পারবে। অবলা মাতাদের ওপর অনেক অত্যাচার হয়। কন্যারা চেষ্টা করে বাবাকে ডাকে - বাবা, আমাদের নগ্ন হওয়ার থেকে রক্ষা কর। কন্যার সংখ্যা অনেক। অবলাদের ওপর অনেক অত্যাচার হয়, প্রহারও করা হয়। এতে ওদের পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়। যেটা পূর্ণ হওয়ার পর ভেঙে যাবে। দেখান হয় যে ঘড়া থেকে সীতা বেরিয়ে এসেছে। এখন তোমরা অর্থাৎ সত্যিকারের সীতার বেরিয়ে আসছ। রাধা এবং সীতা উভয়েই বেরিয়ে আসছে। রঘুপতি রাঘব রাজা রাম লেখার জন্য সীতার কথা বলে দিয়েছে। জগৎ মাতা এবং জগৎ পিতাই রাজ-রাজেশ্বর এবং রাজ-রাজেশ্বরী হন। এরাই লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিল, এরপর অগ্নিমে দেখ কি হয়েছে। সত্যযুগে ৩৩ কোটি মানুষ ছিল না। ওখানে খুব কম

সংখ্যকই থাকবে। পরে বৃদ্ধি হতে থাকবে। দৈবী সম্প্রদায়ই পুনর্জন্ম নিতে নিতে আসুরী সম্প্রদায়তে পরিণত হয়। এখন এই আসুরী সম্প্রদায়কে পুনরায় দৈবী সম্প্রদায় হতে হবে। কল্প-কল্প এইরকমই হয়েছে। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন সমস্ত জ্ঞান এসে গেছে। তোমরাই ত্রিকালদর্শী হও। তিন লোকের জ্ঞানও প্রাপ্ত করেছ। তোমরা বল যে আমরা পূজ্য বৈকুণ্ঠনাথ ছিলাম, এখন পূজারী অর্থাৎ নরকের নাথ হয়ে গেছি। 'আমিই সেই' - এই কথার অর্থ সঠিকভাবে না জানার জন্য আত্মাকেই পরমাত্মা বলে দেয়। কত তফাৎ করে দিয়েছে। এখন তোমাদেরকে বোঝান হয়েছে যে এটা হল সমগ্র দুনিয়ার ইতিহাস এবং ভূগোল। তোমরা এই বেহদের চক্রকেও জেনে গেছ। তিন লোক এবং তিন কালকেও তোমরা জান। বাবা এই গুপ্ত বিষয়ের জ্ঞান দেন। এছাড়া কেউই এটা জানেনা, গীতাতেও এইরকম কোনো কথা নেই। যার কাছে এই জ্ঞান আছে তিনিই তো শেখাবেন। তিনি পুনরায় এই সময় তাঁর ভূমিকা পালন করবেন। যীশুখ্রিস্টও নিজ সময়ে পুনরায় তার ভূমিকা পালন করবে। তোমরা জান যে আমরা সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী, বৈশ্যবংশী এবং শেষে শূদ্রবংশী হই। চক্র আবর্তিত হতে থাকে। ইসলাম এবং বৌদ্ধরাও পুনরায় তাদের ভূমিকা পালন করবে। যতদিন দেবী-দেবতা ধর্ম থাকে ততদিন অন্য কোনও ধর্ম থাকে না। দুনিয়া তো একটাই। বাবা রচয়িতা এবং রচনার রহস্য বুঝিয়েছেন। প্রত্যেক মানুষই হল হদের ব্রহ্মা। সন্তানের সৃষ্টি করে তারপর তাদের পালন করে। সন্তান বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পায়। ভাইয়ের কাছ থেকে ভাই উত্তরাধিকার পায় এইরকম কি কখনও শুনেছ? বাচ্চারা বোঝে যে একজন হল হদের (লৌকিক) বাবা, তাকে তো সকলেই জানে। হদের বাবার কাছ থেকে হদের উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। লৌকিক শিক্ষকও পড়ায়, কিন্তু সেই পড়ার দ্বারা তো কেই সমগ্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যায়না। এটা হল বেহদের ব্যাপার। হদের সকলেই সেই বেহদের বাবাকে স্মরণ করে। তাঁকেই বাবা বলা হয় - শিববাবা। রচয়িতাকে তো বাবাই বলা হবে। শুধু বাবা শব্দটা গুরুত্বহীন শোনায় তাই শিববাবা বলা হয়। তিনি হলেন নিরাকার। প্রশ্ন করা হয় শিববাবার সাথে তোমাদের কি সম্বন্ধ? তোমরা তো বল যে শিববাবা, আমার ঝুলি ভরে দাও। বাবার এই শিব নামটা যথার্থ। শঙ্করের চিত্র আলাদা। শিব এবং শঙ্কর দুজনকে মিলিয়ে শিব-শঙ্কর বলে দেওয়া খুব বড় একটা ভুল। উঁচুর থেকেও উঁচু বাবাকে ভুলে গেছে। চিত্রগুলো খুবই সুন্দর। এখন ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন হচ্ছে। এই সময়েই জ্ঞান প্রাপ্ত হবে। তোমরা এখন ব্রাহ্মণ হয়েছে। কিন্তু ব্রাহ্মণরা এল কোথা থেকে? তাদেরকে দত্তক নিই। ব্রহ্মাকেও দত্তক নেওয়া হয়। ব্রহ্মার থেকেই ব্রাহ্মণদের জন্ম হয়েছে। তোমরা জানো যে আমরা হলাম প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারী। প্রজাপিতা শব্দটা অবশ্যই বলতে হবে। কেবল ব্রহ্মা বললে হবে না, ব্রহ্মা নাম তো অনেকেরই আছে। প্রজাপিতা ব্রহ্মা বলে কারোর নাম নেই। এও তো মানুষই, তাই না? রুদ্র শিববাবা এই জ্ঞান যজ্ঞের রচনা করেছেন। তাহলে অবশ্যই ব্রাহ্মণও প্রয়োজন। তোমরা জানো যে কিভাবে ব্রাহ্মণের জন্ম হয়। ব্রাহ্মণের দ্বারাই যজ্ঞের রচনা করা হয়। তোমরা এখন ব্রাহ্মণ, এরপর দেবতা হতে হবে। তারপর এই দুনিয়াতেই আবার আসতে হবে। তখন এতসব কোথায় যাবে? সব এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞতে স্বাধা হয়ে যায়। এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞতে পুরাতন দুনিয়ার আছতি পড়ে। এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ থেকেই বিনাশের অগ্নি বেরিয়ে আসে। শঙ্করের দ্বারা বিনাশের গায়ন আছে। তার নমুনাও দেখতে পাচ্ছ। এটা হুবুহু সেই সময়। ইউরোপবাসী যাদব, কৌরব এবং পাণ্ডবদের গায়ন আছে। ভারতবাসীরা নিজের ধর্মকেই ভুলে গেছে। চিত্র আছে, কিন্তু কেউই তাদের সম্মুখে কিছু জানেনা। দেবী-দেবতাদের রাজত্ব তো ছিল, কিন্তু তাদেরকে সেই রাজ্য কে দিয়েছিল? দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন কিভাবে হয়েছে? এইসব কথা কিছুই জানেনা। যিনি এই ধর্ম স্থাপন করেন, তিনিই বোঝাচ্ছেন। এছাড়া আর কেউই সমগ্র দুনিয়ার ইতিহাস-ভূগোল বোঝাতে পারবে না। কেউই তিন লোকের জ্ঞান দিতে পারবে না।

সকলের ভূমিকাই তোমরা জেনে গেছ। এরা সবাই পুনরায় নিজ নিজ সময়ে তাদের ভূমিকা পালন করার জন্য আসবে। ভবিষ্যতে তোমাদের মহিমাও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। খুব শীঘ্রই বৃদ্ধি পাবে। তখন অনেক বড় বড় বাড়ি বানানো হবে। এইসব নাটকের মধ্যেই আছে। তোমরা বোঝো যে অনেক বাচ্চারা আসবে। বৃদ্ধি হতেই থাকছে। শিক্ষা নেওয়ার জন্যই আসবে। এছাড়া এমনি ঘুরতে তো অনেকেই আসবে। যদি কোনো শিক্ষামন্ত্রী কিংবা সেইরকম কেউ আসে তাহলে তাকেও এই জ্ঞান বোঝাতে হবে। এটা হল সমগ্র দুনিয়ার ইতিহাস ভূগোল। পুরো কল্পের চক্রকে কেউই জানেনা। তোমরা এখন জ্ঞানের সাগরের দ্বারা মাস্টার জ্ঞানের সাগর হয়েছ। আচ্ছা- মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) বেহদের এই ইতিহাস ভূগোল নিজে পড়ে অন্যকেও পড়াতে হবে। সকল অলংকার ধারণ করার জন্য পবিত্র ফরিস্তা (পরী) হতে হবে।

২) কেবল বাবাই হলেন বুদ্ধিমানের বুদ্ধির দাতা। তাই তাঁর শ্রীমং অনুসারে চলে বুদ্ধিমান হতে হবে। এই ব্রাহ্মণ জীবন হল অমূল্য জীবন - এই নেশায় থাকতে হবে।

বরদান:- কেবল উত্তীর্ণ শব্দকে স্মৃতিতে রেখে যেকোন পরীক্ষাতেই সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয়ে সম্মানের সাথে উত্তীর্ণ হও।

কোনও পরীক্ষাতে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য ওই পরীক্ষার প্রশ্নের বিস্তারে যেওনা। এইরকম চিন্তা করোনা যে এইটা কেন এসেছে, কিভাবে এসেছে, কে করেছে? এর বদলে উত্তীর্ণ হওয়ার কথা চিন্তা করে, পরীক্ষাকে পরীক্ষা বলে মনে করে উত্তীর্ণ হয়ে যাও। কেবলমাত্র এই উত্তীর্ণ শব্দটাই স্মৃতিতে রাখ যে আমাকে উত্তীর্ণ হতে হবে, উত্তরণ করতে হবে এবং বাবার কাছে থাকতে হবে। তাহলেই সম্মানের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে।

স্লোগান:- পরমাত্মার ভালোবাসার কাছে যে নিজেকে বলি দিয়ে দেয়, সেই সফলতা মূর্ত হয়।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা স্বর্গের ভিত স্থাপন করছেন, তোমরা বাচ্চারা তাঁর সাহায্যকারী হয়ে নিজেদের ভাগ জমা করো, ঈশ্বরীয় মতে চলে শ্রেষ্ঠ প্রালব্ধ বানাও ।"

প্রশ্ন :- বাপদাদা কোন্ বাচ্চাদের সর্বদা খোঁজ করেন ?

উত্তর :- যে বাচ্চারা খুব মিষ্টি স্বভাবের সেবাপরায়ণ হয় । বাবা এমন বাচ্চাদেরই খোঁজ করেন । সেবাপরায়ণ বাচ্চারাই বাবার নাম উচ্ছল করবে । যত বাবার সাহায্যকারী, আশ্রয়কারী বা বিশ্বাসী হবে, ততই সে বর্ষা বা সম্পত্তির অধিকারী হতে পারবে ।

গীত :- ওম্ নমঃ শিবায়

ওম্ শান্তি । "ওম্" এর অর্থ কে বলেছেন ? বাবা বলেছেন । যখন বাবা বলা হয়, তখন তাঁর নাম অবশ্যই চাই । সাকার বা নিরাকার, যাই হোক না কেন, নাম তো অবশ্যই চাই । আর যে আত্মারা থাকে তাদের কোনো নাম হয় না । আত্মা যখন জীব আত্মা হয় তখন তার শরীরের নাম হয় । ব্রহ্মা দেবতা নমঃ বলা হয়, বিষ্ণুকেও দেবতা বলা হয়, কেননা তারা আকারী, তাই আকারী শরীরের নাম হয় । নাম সবসময় শরীরের হয় । নিরাকার পরমপিতা কেবল একজনই, যাঁর নাম শিব । একজন আত্মারই এই নাম, বাকি সব দেহের নাম হয় । শরীর ত্যাগ করলেই নামও বদল হয়ে যায় । পরমাত্মার নাম কিন্তু একই থাকে, তার কখনো বদল হয় না । এর থেকে সিদ্ধ হয়, তিনি কখনোই জন্ম - মরণে আসেন না । যদি নিজে জন্ম - মরণে আসেন, তাহলে অন্যদের জন্ম - মরণ থেকে কিভাবে মুক্ত করবেন । অমরলোকে কখনোই জন্ম - মরণ বলা হয় না । সেখানে তো খুবই সহজে এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করে । মৃত্যু তো এখানেই । সত্যযুগে এমন বলা হবে না যে, অমুকে মারা গেছেন । মৃত্যু শব্দ হলো দুঃখের । ওখানে তো পুরোনো শরীর ছেড়ে কিশোর অবস্থার অন্য শরীর গ্রহণ করে । সেখানে সবাই এর খুশী পালন করে । এই পুরোনো দুনিয়ায় কত মানুষ, সবই শেষ হয়ে যাবে । দেখানো হয় যে যাদব আর কৌরবদের মধ্যে লড়াই হয়ে সব শেষ হয়ে গিয়েছিলো । তাতে কি পাণ্ডবদের কোনো দুঃখ হয়েছিলো ? না, পাণ্ডবদের তো রাজ্য স্থাপন হয়েছিলো । এইসময় তোমরাই ব্রহ্মা বংশী ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মাকুমার আর কুমারী । ব্রহ্মার যখন এত সন্তান তখন তিনি অবশ্যই প্রজাপিতা হবেন । ব্রহ্মা - বিষ্ণু আর শংকরের বাবাও হলেন শিব । তাঁকেই ভগবান বলা হয় । এই সময় তোমরা জানো যে তোমরা হলে ঈশ্বরীয় কুলের । আমরা বাবার সাথে বাবার ঘর নির্বাণধামে যাবো । বাবা এখন এসেছেন, তাঁকে সাজনও বলা হয় । কিন্তু সঠিক সম্বন্ধে তিনি বাবা, কেননা বর্ষা বা সম্পত্তি সজনীরা পায় না । বর্ষা বা সম্পত্তি যখন বাচ্চারা পায় তখন বাবা বলাই ঠিক । বাবাকে ভুলে যাওয়ার ফলেই মানুষ নাস্তিক হয়ে গেছে । কৃষ্ণের চরিত্রের গায়নও আছে । কিন্তু কৃষ্ণের তো আলাদা কোনো চরিত্র ছিল না । ভগবানের মধ্যে কৃষ্ণের চরিত্র আছে, আসলে চরিত্র হওয়া উচিত শিববাবার । ইনিই বাবা, শিক্ষক এবং সঙ্গী, এতে আলাদা চরিত্রের কি আর কথা । কৃষ্ণের এমন ধরনের স্বভাব হয় না । তিনি তো বাচ্চা । যেমন ছোটো বাচ্চারা থাকে । বাচ্চারা সবসময় চঞ্চল তাই সবার প্রিয় হয় । কৃষ্ণের জন্য দেখানো হয়, সে মাটির হাঁড়ি ভেঙেছিলো, এমন তো কিছুই হয় নি । শিববাবার স্বভাব কি ? সে তো তোমরা জানতেই পেরেছো, তিনি সকলকে পড়িয়ে পতিত থেকে পবিত্র করেন । বলা হয় ভক্তিমার্গে আমি তোমাদের ভাবনা পূরণ করে থাকি ।

বাকি এখানে তো আমি পড়িয়ে থাকি। এই সময় যারা আমার সন্তান তারাই আমাকে স্মরণ করে। আর সকলকে ভুলে এক বাবাকে স্মরণ করার প্রযত্ন করে। এমন নয় যে আমি সর্বব্যাপী। যে আমাকে স্মরণ করে আমিও তাকে স্মরণ করে থাকি। সে তো বাচ্চাদেরই স্মরণ করবে। মুখ্য বিষয় তো এক। বাহাদুর তখনই বলা হবে যখন কোনো বড় মানুষকে বোঝাতে পারবে। সমস্ত কিছুই এই গীতার ওপর। গীতা হলো নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মার গায়ন, মানুষের নয়। ভগবানকে রুদ্রও বলা হয়। কৃষ্ণকে কিন্তু রুদ্র বলা হয় না। এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ থেকেই বিনাশ জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হয়েছিলো।

কিছু মানুষ পরমাত্মাকে মালিক বলে স্মরণ করে থাকে। তারা বলে ওই মালিকের কোনো নাম নেই। আচ্ছা, ওই মালিক কোথায় থাকেন? তিনি কি এই বিশ্বের বা সারা সৃষ্টির মালিক? পরমপিতা পরমাত্মা তো সৃষ্টির মালিক হন না, এই সৃষ্টির মালিক তো দেবী - দেবতারাই হন। পরমপিতা পরমাত্মা তো সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। ব্রহ্ম তত্ত্ব যেমন বাবার ঘর তেমনই বাচ্চাদেরও ঘর। ব্রহ্মাণ্ড হলো বাবার ঘর, যেখানে আত্মাদের ডিম্বাকৃতি রূপে দেখানো হয়। এমন কিছু হয় না। আমরা আত্মারা জ্যোতির্বিন্দু রূপে সেখানে নিবাস করি, তারপর ব্রহ্মাণ্ড থেকে নীচে আসি অভিনয় করার জন্য, আমরা এক এক করে পরপর আসতে থাকি। তখন এই ঝাড় বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাবা হলেন বীজরূপ, এই ভিত্তি দেবী দেবতাদেরই বলা বা ব্রাহ্মণদেরই বলা। ব্রাহ্মণরা বীজ তৈরী করে। ব্রাহ্মণরাই আবার দেবতা হয়ে রাজত্ব করে। এখন আমাদের দ্বারা শিববাবা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছেন। স্বর্গরাজ্যের ভিত্তি তিনি স্থাপন করছেন। যে যত সাহায্যকারী হতে পারবে সে তত তার ভাগ পেতে পারবে। না হলে সূর্যবংশী সাম্রাজ্য কেমন করে হবে। এখন তোমরা সেই উচ্চ প্রালঙ্ক তৈরী করছো। প্রতিটা মানুষই পুরুষার্থের দ্বারাই তাদের প্রালঙ্ক তৈরী করে। এই প্রালঙ্ক বানানোর জন্য ভালো কাজ করতে হয়। দান পুণ্য করা বা ধর্মশালা ইত্যাদি বানানো। এইগুলো সবাই ভগবানের উদ্দেশ্যেই করে থাকে কারণ এর ফল তিনিই দিয়ে থাকেন। তোমরা এখন বাবার শ্রীমতে চলে পুরুষার্থ করছো। বাকি সারা দুনিয়া মনুষ্য মতে চলে পুরুষার্থ করছে। সেই মতও হলো আসুরী মত। ঈশ্বরীয় মতের পর হয় দেবতাদের মত, তারপর হয় আসুরী মত। এখন তোমরা বাচ্চারা ঈশ্বরীয় মত পাচ্ছো। বাবা, মাঝাও তাঁর মতে চলে শ্রেষ্ঠ হন। কোনো মানুষ দেবতাদের মতো শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। দেবতাদের কে শ্রেষ্ঠ বানায়? এখানে তো কেউই শ্রেষ্ঠ নেই। শ্রী শ্রী হলেন একজনই, তিনিই উঁচুর থেকে উঁচু বাবা, শিক্ষক এবং সঙ্গুরু। তিনিই লক্ষ্মী - নারায়ণ বানান। যদিও রামকেও বলা হয় শ্রীরাম, শ্রীসীতা। কিন্তু তাঁদের পিছনে ক্ষত্রিয় আর চন্দ্রবংশী যোগ হয়। লক্ষ্মী - নারায়ণ হলেন ১৬ কলা সম্পূর্ণ সূর্যবংশী দেবতা কুলের, আর রাম - সীতা হলেন ১৪ কলা চন্দ্রবংশী। দুই কলা কম হলো তাই না? তা তো অবশ্যই হতে হবে। মানুষ এইকথা জানে না যে সারা সৃষ্টির নামার কলা হয়। ১৬ কলা থেকে ১৪ কলা তো নামলোই, তাই না? এই সময় সম্পূর্ণ অবনমনের সময়। এ হলো রাবণ সম্প্রদায়। রাবণ রাজ্য তাই না? রাবণের মতকে আসুরী মত বলা হয়। এখানে সবাই পতিত। এই পতিত দুনিয়ায় কেউই পবিত্র হতে পারে না। ভারতবাসী যারা পবিত্র ছিলো তারাই এখন পতিত হয়েছে, তাদেরই আমি এসে আবার পবিত্র বানাই। কৃষ্ণকে পতিত - পাবন বলা হয় না। এ কোনো চরিত্র বা স্বভাবের কথা নয়। পতিত - পাবন একমাত্র পরমাত্মাকেই বলা হবে। পরে সবাই বলবে আহা প্রভু আপনার মতি গতি পৃথক। আপনার এই রচনা সম্বন্ধে কেউই কিছু জানে না। সে তো এখন তোমরা জেনেই গেছো। এই জ্ঞান হলো সম্পূর্ণ নতুন। নতুন জিনিস যখন বেরোয়, প্রথমে অল্প থাকে, ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। তোমরাও প্রথমে এক কোণে পড়ে ছিলে। এখন দেশ

দেশান্তরে বৃদ্ধি পেতে থাকবে । রাজধানী অবশ্যই স্থাপন হবে । মূল বিষয় এটাই সিদ্ধ করতে হবে যে গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নন । বর্ষা বা সম্পত্তি তো বাবা দেবেন, কৃষ্ণ নন । লক্ষ্মী - নারায়ণও তাঁর সন্তানদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার দেয় । এও এখানকার পুরুষার্থের প্রালঙ্ঘন মিলে থাকে । সত্য আর ত্রেতায় হলো বেহদের বর্ষা বা সম্পত্তি । গোল্ডেন আর সিলভার জুবিলী পালন করে তারা । এখানে তো একদিন পালন করা হয় । আমরা তো ১২৫০ বছর ধরে গোল্ডেন জুবিলী পালন করি । খুশীতে পালন করি তাই না । আমরা প্রাচুর্যে ভরপুর হয়ে যাই । তাই মনে এই খুশী থাকে । এমন নয় যে বাইরে বাতি জ্বালিয়ে খুশী পালন করে । স্বর্গে আমরা অনেক সম্পত্তিবান এবং খুব খুশী থাকি । দেবতা ধর্মের মতো খুশী আর কেউই হয় না । সিলভার জুবিলী আদিকেও সম্পূর্ণ বুঝতে পারে না । এখন তোমরা অর্ধেক কল্পের জন্য জুবিলী পালন করার জন্য বাবার থেকে বর্ষা বা সম্পত্তি পাচ্ছে । তাই মুখ্য এই বিষয় বুঝতে হবে যে গীতার ভগবান হলেন শিব । তিনিই রাজযোগ শিখিয়েছিলেন, আবার এখন তা শেখাচ্ছেন । তখনই শেখান যখন রাজত্ব থাকে না । যখন প্রজার উপর প্রজার রাজত্ব থাকে । তারা একে অন্যের ইচ্ছা নষ্ট করতে দেবী করে না । তোমরা বাচ্চারা তাঁর মতে চললে সুখধামের মালিক হতে পারবে । এমন অনেকেই আছে যারা জ্ঞান সম্পূর্ণ ধারণ করতে পারে না কিন্তু সেন্টারে আসে । তাদের মনে মনে চলতে থাকে যে একটা সন্তানের জন্ম দিই । মায়ার প্রলোভন এমনই হয় যে তারা মনে করে বিয়ে করে এক সন্তান সুখ নিই । আরে , এর কোনো গ্যারেন্টি আছে কি যে বাচ্চা সুখই দেবে ? দু চার বছর পরে সন্তান মারা গেলে আরো দুঃখ পাবে । আজ সন্তানের জন্য আনন্দ করে কাল আবার সন্তান মারা গেলে দুঃখে জর্জরিত হয় । এ হলো দুঃখধাম । দেখো, খাবারও সবাই কি ধরনের খায় । তাই বাবা বোঝান যে, বাচ্চারা এমন আশা রেখো না । মায়া তোমাদের অনেক ঝড়ের মধ্যে নিয়ে আসবে । ঝট করে বিকারে ফেলে দেবে । তারপর এখানে আসতে খুব লজ্জা আসবে । সবাই বলবে কুলকে কলঙ্কিত করেছে, তাহলে সম্পত্তির অধিকার কি করে নেবে । বাবা - মাম্মা যখন বলো তখন তোমরা ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা নিজেদের মধ্যে ভাই - বোন হলে । এরপর বিকারে পড়লে , কুলও কলঙ্কিত করবে আর শতগুণ বেশী সাজা ভোগ করবে আর পদও ব্রষ্ট হয়ে যাবে । কেউ কেউ বিকারে গিয়ে বলেও না ফলে অনেক দণ্ডের ভাগী হয়ে যায় । ধর্মরাজ বাবা তো কাউকেই ছাড়ে না । দুনিয়ার মানুষ তো সাজা খাওয়ার জন্য জেল ভোগ করে । কিন্তু এখানের জন্য অনেক বড় সাজা । এমন অনেকেই সেন্টারে আসে । বাবা বোঝান যে এমন কাজ করো না । তোমরা বলো যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান, তারপর আবার বিকারে যাওয়া, এ তো নিজের সর্বনাশ করা । কোনো ভুল হলেই চট করে বাবাকে বলে দাও । বিকার ছাড়া থাকতে যদি না পারো, তাহলে এখানে না আসাই ভালো । না হলে বায়ুমন্ডল খারাপ হয়ে যায় । তোমাদের মাঝে কোনো বক বা অশুদ্ধ ভোজনকারী যদি বসে তাহলে কতটা খারাপ লাগবে । বাবা বলেন, যারা এদের নিয়ে আসে তাদের উপরও দোষ এসে যায় । দুনিয়ায় এমন সতৃপ্ত অনেক আছে । সেখানে গিয়ে যেন এরা ভক্তি করে । ভক্তি করার জন্য আমি বারণ করি না । ভগবান আসেন পবিত্র বানানোর জন্য , পবিত্র বৈকুণ্ঠের বর্ষা বা সম্পত্তি দেওয়ার জন্য । বাবা বলেন, তোমরা কেবল বাবা আর তাঁর বর্ষা বা সম্পত্তিকে স্মরণ করো । আর খাওয়া দাওয়ার শুদ্ধতার যুক্তি বলেন । খাবার সম্বন্ধে সাবধান থাকার জন্য অনেক যুক্তি রাখতে পারো । শরীর ভালো নেই বা ডাক্তার বারণ করেছে । আচ্ছা, আপনি যখন বলছেন, আমি ফল খাচ্ছি । নিজেকে বাঁচাবার জন্য এমন বলা কোনো মিথ্যা নয় । বাবা বারণ করেন না । বাবা এমন বাচ্চাদেরই খোঁজ করেন যারা খুব মিষ্টি, কোনো পুরোনো স্বভাব থাকা চলবে না । তোমরা সেবাপরায়ণ, বিশ্বাসী আর বাবার নির্দেশ পালন করো । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এই মায়াবী দুনিয়ায় প্রতি কথায় দুঃখ তাই এই পুরোনো দুনিয়াতে কোনো আশা রেখো না । যদিও মায়ার তুফান আসে, কিন্তু কখনোই কুলের কলঙ্ক হয়ো না ।

২) খাবার দাবার সম্বন্ধে খুব সাবধান থাকতে হবে, পাটি ইত্যাদিতে গেলেও অনেক যুক্তি দিয়ে চলতে হবে ।

বরদান :- তপস্যার দ্বারা সর্ব দুর্বলতাকে ভস্ম করে এক নম্বর রাজ্য অধিকারী হও ।

প্রথম জন্মে এক নম্বর আত্মাদের সাথে রাজ্য অধিকার প্রাপ্ত করতে হলে যা যা দুর্বলতা আছে তাকে তপস্যার যোগ অগ্নিতে ভস্ম করো । মন বুদ্ধিকে একাগ্র করা অর্থাৎ একই সংকল্পে থেকে সম্পূর্ণ পাশ হওয়া । যদি মন এবং বুদ্ধি সামান্যতম বিচলিতও হয় তাহলে তাকে দূততার সঙ্গে একাগ্র করো । ব্যর্থ সংকল্পের সমাপ্তিই সম্পূর্ণতাকে সামনে আনবে ।

স্লোগান :- সময়কে না গুণে বাবার বা নিজের সমস্ত গুণের যোগ করে সম্পন্ন হও ।

লৌকিক এবং অলৌকিক সম্বন্ধের ত্যাগ

আজ বাপদাদা তাঁর মহাদানী, বরদাতা বিশেষ আত্মাদের দেখছেন। মহাদানী এবং বরদাতা হওয়ার আধার হলো মহাত্যাগী হওয়া। মহাত্যাগী হওয়া ছাড়া মহাদানী, বরদাতা হতে পারবেনা। মহাদানী অর্থাৎ প্রাপ্ত ধনভাণ্ডার বিনা স্বার্থে অন্যান্য আত্মাদের যে দিয়ে দিতে পারে। নিঃস্বার্থ ভাবের উর্ধ্বে আছে, এমন আত্মারাই মহাদানী হতে পারে। বরদাতা সদা নিজেকে গুণ, জ্ঞান আর সর্বশক্তির সম্পদে ভরপুর অনুভব করে। সে সকল আত্মাদের জন্য অনুক্ষণ শ্রেষ্ঠ এবং শুভ ভাবনা রাখে তথা সবার কল্যাণ হোক, এইরকম শ্রেষ্ঠ কামনা লালন করে। যাদের সেইরকম শ্রেষ্ঠ কামনা আছে এবং আত্মিকরূপে সদা ক্ষমাশীল ও উদারচেতা তারাই একমাত্র বরদাতা হতে পারে। এইজন্য মহাত্যাগী হওয়া প্রয়োজন। ত্যাগের অর্থ তোমাদের বলা হয়েছে। প্রথম ত্যাগ, দেহের অস্তিত্বের ত্যাগ। দ্বিতীয়, দেহের সম্বন্ধের ত্যাগ। তোমাদের বলা হয়েছে যে, দেহের সাথে প্রথম সম্পর্ক কর্মেন্দ্রিয়ের সাথে, কারণ ২৪ ঘণ্টা তোমরা কর্মেন্দ্রিয়ের সাথে জুড়ে আছ। দ্বিতীয় পদক্ষেপ হলো, ইন্দ্রিয়কে জয় করতে হবে এবং সর্বাধিকারী আত্মা হতে হবে। তোমাদের এই বিষয়েও স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। তৃতীয়তঃ, তোমাদের দেহের সাথে ব্যক্তির সম্পর্কের। লৌকিক এবং অলৌকিক উভয় সম্পর্কই এর অন্তর্ভুক্ত। এই উভয় সম্বন্ধে তোমাদের মহাত্যাগী হতে হবে অর্থাৎ তোমাদের নষ্টমোহা হতে হবে। নষ্টমোহার লক্ষণ হলো, উভয় সম্বন্ধেই কারও প্রতি কোনও ঘৃণা থাকবে না এবং কারও প্রতি মোহ বা বশ্যতা থাকবে না। কারও প্রতি ঘৃণা থাকলে তবে সেই ব্যক্তির অপগুণ বা কর্ম, যা তোমার অতি অপছন্দের, সেটাই বারবার তোমার বুদ্ধিকে বিচলিত করবে। এমনকি তুমি না চাইলেও নিজে থেকেই সেই ব্যক্তির সম্পর্কে তোমার কর্মে, বচনে, স্বপ্নেও অশুদ্ধ সংকল্প চলতে থাকবে। তুমি বাবাকে স্মরণ করার চেষ্টা করবে কিন্তু সেই আত্মা তোমার সামনে চলে আসবে। একইভাবে, যে আত্মার প্রতি তোমার হৃদয়ে মোহ বা বশ্যতা আছে আপনা থেকেই সেই আত্মা তোমাকে আকৃষ্ট করবে। এমনকি সেটাও তোমার চেতন ইচ্ছার বিরুদ্ধে। সেই আত্মার গুণ বা স্নেহ তোমার বুদ্ধিকে আকৃষ্ট করবে, সেখানে, যে আত্মার প্রতি তোমার ঘৃণা আছে সেই আত্মা তোমার স্বার্থসিদ্ধি পূরণ না হওয়ার কারণে তোমার স্বার্থবুদ্ধিকে বিচলিত করবে। যতক্ষণ স্বার্থসিদ্ধি পূরণ না হয় ততক্ষণ সেই আত্মার সাথে বিরোধী সংকল্প বা কর্মের হিসেব সমাপ্ত হয়না।

ঘৃণার বীজ হলো স্বার্থসিদ্ধির রয়্যাল স্বরূপ অর্থাৎ "করা উচিত," এর এটা করা উচিত, তার ওটা করা উচিত নয়, এটা হওয়া উচিত ! এইভাবে তোমার চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা সেই আত্মার সাথে ব্যর্থ সম্পর্ক জুড়ে দেয়। যে আত্মাকে তুমি ঘৃণা করো তার সম্পর্কে নিরন্তর ব্যর্থ চিন্তন করার কারণে তুমি পরদর্শন চক্রধারী হয়ে যাও। এমনকি এই ব্যর্থ সম্বন্ধ নষ্টমোহাও হতে দেয়না। এক্ষেত্রে ভালোবাসা থেকে মোহ হবেনা, হবে বাধ্যবাধকতা থেকে। তাহলে এবার তোমরা কি বলবে? "আমি তো অতিষ্ঠ হয়ে গেছি।" সুতরাং, যে বিরক্ত করছে তার দিকে তো বুদ্ধি অবশ্যই যাবে। সেসবে তোমাদের সময়ও নষ্ট হবে, বুদ্ধিও যাবে আর শক্তিও ক্ষয় হবে। অতএব, এক হলো সম্বন্ধ, দ্বিতীয় হলো বিনাশী স্নেহ বা প্রাপ্তির আধারে অথবা সাময়িকভাবে কেউ তোমার সহায় হওয়ার কারণে তৈরি মোহ বা বশ্যতা। লৌকিক এবং অলৌকিক এই উভয় সম্বন্ধেও এই সমস্ত বিষয় তোমার বুদ্ধিকে আকৃষ্ট করে। জাগতিক জীবনে, যখন দেহ সম্বন্ধী দ্বারা স্নেহলাভ হয়, সহায়তা বা কোনও

কিছুর প্রাপ্তি হয়, তখন সেই ব্যক্তিদের প্রতি তোমার বিশেষ মোহ জন্মায়। সেই মোহ কাটানোর জন্যই তুমি পুরুষার্থ করছ এবং তোমার লক্ষ্য থাকে, যে কোনভাবে বুদ্ধিকে তাদের দিকে ধাবিত হতে না দেওয়া। লৌকিক সম্বন্ধ ছেড়ে দেওয়ার পর অলৌকিক সম্বন্ধেও সেই একই জিনিস বুদ্ধিকে আকৃষ্ট করে অর্থাৎ সেইসব খুব সহজেই তোমার বুদ্ধিকে তাদের দাসত্ব করায়। এইসবও দেহ সম্বন্ধীয় সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত। জীবনে যখন কোনও সমস্যা আসবে অথবা মন যখন বিভ্রান্ত হবে তখন তোমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তুমি একমাত্র সেই আত্মাকে স্মরণ করবে যে তোমাকে সাময়িক সহায়তা দিয়েছে বা স্বল্পকালীন প্রাপ্তি করিয়েছে অথবা যে আত্মার প্রতি তোমার মোহ আছে সেই আত্মাই তোমার স্মরণে আসবে; বাবাকে স্মরণ করতে পারবেনা। আবার, যে সমস্ত আত্মাদের তেমন মোহ আছে তারা নিজেদের পক্ষে বা নিজেদের সঠিক সাব্যস্ত করতে কি ভাবে বা কি বলে? বাবা নিরাকার এবং সূক্ষ্ম! তাহলে সাকাররূপে নিশ্চয়ই কাউকে প্রয়োজন। যতই হোক, তোমরা সেটা ভুলে যাও। যদি তোমার সর্ব প্রাপ্তির সম্বন্ধ এক বাবার সাথে থাকে, যদি সর্ব সম্বন্ধের অনুভব এবং আশ্রয় দাতার প্রতি অটল বিশ্বাস থাকে, নিশ্চয় থাকে তবে বাপদাদা নিরাকার এবং সূক্ষ্ম আকারে হয়েও তোমার সাথে স্নেহের বন্ধনে বেঁধে থাকেন। তিনি তোমাকে সাকাররূপের আভাস দেন। তোমার এইরকম অনুভব না হওয়ার কারণ কি? নলেজের মাধ্যমে তোমরা বুঝেছ যে, তোমাদের সর্ব সম্বন্ধ এক বাবার সাথে রাখতে হবে, কিন্তু তোমাদের জীবনে সেই সর্ব সম্বন্ধের অভ্যাস রাখোনি। এই কারণে, কার্যতঃ তোমরা সর্ব সম্বন্ধের অনুভব করতে পারোনা। ভক্তিমার্গে, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ভক্ত মীরারও যখন সাক্ষাত্কার হয়নি, কিন্তু কার্যতঃ সাকার রূপে অনুভব হয়েছে, তাহলে কি জ্ঞানসাগরের ডাইরেক্ট জ্ঞান স্বরূপ বাচ্চাদের সাকার রূপে সর্বপ্রাপ্তির আধারমূর্ত, সদা সহায়দাতা বাবার অনুভব হতে পারেনা! তাহলে তোমরা সর্বশক্তিমানকে ছেড়ে কেন যথাস্থিতি আত্মাদের সহায় বানাচ্ছ? সুতরাং, তোমরা অবশ্যই কর্মের এই গুহ্য হিসাবও বুদ্ধিতে রাখো। কর্মের হিসাব গুহ্য রহস্য, তোমাদের সেটা বুঝতে হবে। যখন তোমরা কোনও আত্মার থেকে সাময়িক সাহায্য নাও বা কাউকে তোমাদের প্রাপ্তির আধার বানাও, তখন তোমার বুদ্ধি সেই আত্মার প্রতি গোলামসুলভ হওয়ার কারণে কর্মজীত হওয়ার পরিবর্তে কর্মের বন্ধনে বাঁধা হয়ে যায়। একজন দিলো অন্যজন নিলো, সুতরাং এক আত্মার সাথে অন্য আত্মার লেনদেন হলো। তাহলে, লেনদেনের হিসেব তৈরি হলো নাকি তুমি কিছু সমাপ্ত করতে পারলে? সেই সময় তুমি এমন অনুভব করবে, যেন উল্লিখিত করছ কিন্তু সেই উল্লিখিত প্রকৃত উল্লিখিত নয় অথচ তোমার কর্মবন্ধনের হিসেবের খাতা জমা হয়ে গেল! তাহলে তার রেজাল্ট কি হবে? কর্ম বন্ধনে বাঁধা আত্মা বাবার সাথে কোনও সম্পর্কের অনুভব করতে পারবেনা। কর্মবন্ধনের বোঝা আছে এমন আত্মা স্মরণের যাত্রায় সম্পূর্ণ স্থিতির অনুভব করতে পারবেনা। সেইরকম আত্মারা স্মরণের বিষয়ে সদা

দুর্বল থাকবে। হতে পারে তারা নলেজ শুনতে বা শোনানোর ক্ষেত্রে দক্ষ এবং সেনসিবল কিন্তু তারা এসেন্সফুল হতে পারবেনা। তারা সার্ভিসেবল হবে কিন্তু বিঘ্ন-বিনাশক হতে পারবেনা। তারা সেবাকে বাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবে কিন্তু যথার্থ বিধিতে সেই বৃদ্ধি হবেনা। সেইরকম আত্মারা স্পিকার হতে পারে কিন্তু তাদের কর্ম বন্ধনের বোঝা থাকার কারণে তারা স্পিডে এগোতে পারেনা, অর্থাৎ তারা উড়তি কলার স্পীড অনুভব করতে পারেনা। দেহ সম্বন্ধের এই দুই ধরনই তোমাকে মহাত্যাগী হতে বাধা দেয়। সুতরাং সবার প্রথমে দেহের সম্বন্ধকে শুধু চেক করো, কোনও আত্মার সাথে ঘৃণার সম্পর্কে অথবা প্রাপ্তি বা সহায় সম্বন্ধের সাথে মোহ নেই তো! অর্থাৎ চেক করো তোমার বুদ্ধি দাসত্ব করছে কিনা! বারবার তোমার বুদ্ধি যদি অন্যের দিকে আকৃষ্ট হয় বা অন্যের প্রতি তোমার দাসসুলভ মনোভাব থাকে তবে এটাই প্রমাণ হয় যে, তোমার বোঝার ভার

আছে । বস্তুভরা বোঝা সবসময় ঝুঁকেই থাকে । সুতরাং এটাও কর্মের বোঝা হয়ে যায়, এইজন্য তুমি না চাইলেও বুদ্ধি বশ্যতা স্বীকার করে নেয় । বুঝতে পেরেছ ? এখনও পর্যন্ত বাবা তোমাকে শুধুমাত্র দেহ সম্বন্ধের একটা বিষয়ের কথাই বলেছেন ।

সুতরাং, নিজেকে জিজ্ঞাসা করো, আমি দেহ সম্বন্ধ ত্যাগ করেছি ? অথবা লৌকিকের সবকিছু ত্যাগ করেছি, নাকি অলৌকিকের সাথে জুড়েছি ? যে আত্মারা কর্মভীত হতে চলেছ তারাও কর্মবন্ধন ত্যাগ করো । সুতরাং, ব্রাহ্মণদের জন্য এই সম্বন্ধের ত্যাগই ত্যাগ । তাহলে বুঝতে পারছ ত্যাগের পরিভাষা কি ! পরে বাবা আরও শোনাবেন । এটা ত্যাগের সাপ্তাহিক কোর্স চলছে । আজকের পাঠ মজবুত হয়েছে ? ব্রাহ্মণদের বিশেষত্বই হলো মহাত্যাগ । ত্যাগ ছাড়া লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়না । তোমরা মনে কোরোনা যে ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী হয়ে গেছ, তাহলে তোমরা সবকিছু ত্যাগ করে দিয়েছ, করেছ কি ? ত্যাগের পরিভাষা ব্রহ্মাকুমার -কুমারীদের কাছে আরও গভীর । বুঝেছ ? আচ্ছা ।

সদা নিঃস্বার্থ, সর্ব কল্যাণকারী, সর্ব প্রাপ্তি সেবাতে অর্পণ ক'রে জমা করে, দাতার সন্তান সদা দাতা, অল্পকালের প্রাপ্তি নেওয়ায় নিষ্কাম, সদা সবার প্রতি শুভ ভাবনা, সকলের কল্যাণ কামনা করে , এমন মহাদানী, বরদাতা শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

টিচারদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কার:

সেবাধারী আত্মারা, তোমাদের সদা একটাই লক্ষ্য থাকে, বাবার মতোন হওয়ার । কারণ তোমরা বাবা সমান সীটে সেট হয়েছ । বাবা যেমন টিচার হয়ে, শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত হয়েছিলেন, ঠিক তেমনই তোমরা সেবাধারী আত্মারা বাবা সমান কর্তব্যে স্থিত হও । সুতরাং, যেমন বাবার গুণ তেমনই নিমিত্ত হওয়া সেবাধারীর গুণ । অতএব, সবার আগে চেক করো, তোমরা যেরকম কথা বলো সেইসব বাবা সমান হয় ! যে সংকল্প তোমরা করো বাবার সবকিছুর সাথে সমান ? যদি না হয় তবে চেক করে তাদের কর্মে প্রয়োগ করার আগে চেক করে নাও । এইভাবে চেক করার পরে অভ্যাসে পরিণত করলে কি হবে ? বাবা সেবক হওয়া সত্ত্বেও যেমন সদা সবার প্রিয় হয়েও সবার থেকে পৃথক সেইভাবে সেবা করে সবার রূহানী অনুরাগীও হবে আবার সবার থেকে আলাদা হয়েও প্রিয় থাকবে ! বাবার মুখ্য বিশেষত্ব হলো, তিনি যতটা অনুরাগী ততটাই সবার থেকে পৃথক । এইরকমভাবে সেবায় বাবার মতন স্নেহশীল হও এবং বুদ্ধিযোগ দ্বারা নিরন্তর এক বাবার স্নেহের এবং সবার থেকে পৃথক অথচ প্রিয় হও । একেই বলা হয়ে থাকে বাবা সমান সেবাধারী । অতএব, টিচার হওয়া অর্থাৎ বাবার এই বিশেষ বিশেষত্বকে ফলো করা । সেবায় সকলে খুব কঠোর মেহনত করে কিন্তু তোমাদের বিশেষ অ্যাটেনশন দিতে হবে, কখনও কখনও বাঁধন খুলে মুক্ত হয়ে তোমাদের পৃথক হতে হবে আর কখনও কখনও স্নেহশীল হতে হবে । যদি ভালোবাসা দিয়ে তোমরা সেবা না করো তবে সেটাও ঠিক নয় আবার ভালবাসার বশীভূত হয়ে যদি সেবা করো সেটাও ঠিক নয় । সুতরাং, বাঁধন মুক্ত ভালোবাসা দিয়েই সেবা করো অর্থাৎ পৃথকভাবে স্থিতিতে স্থিত হয়ে সেবা করো তবে সেবায় সফলতা আসবে । যদি মেহনতের তুলনায় তোমাদের সাফল্য লাভ কম হয় তবে অবশ্যই স্নেহশীল আর পৃথক হয়েও প্রিয় হওয়ার ব্যালেন্সে কোনও ঘাটতি আছে । সুতরাং, সেবক অর্থাৎ পরমাত্ম- অনুরাগী এবং পৃথক হয়েও প্রিয় । এটাই সবচেয়ে ভালো স্থিতি । একেই বলা হয়ে থাকে কমল পুষ্প সমান জীবন । এইজন্য শক্তিকে কমলাসনে দেখানো হয়েছে । তারা কমলাসনে বিরাজিত কারণ তারা কমল পুষ্প সমান প্রীতিভাজন; অথচ পৃথক হয়েও প্রিয় ! তাইতো তোমরা

সেবাধারীরা কমলাসনে বিরাজমান, তাই না ! আসন অর্থাৎ স্থিতি । স্থিতিকেই আসনের রূপে দেখানো হয়েছে । যতই হোক, এটা সেরকম নয় যে, কেউ কমলাসনে যথাযথভাবে বসে আছে, তাই না ! অতএব, সদা-সর্বদা কমল আসনে বসে থাকো । সবসময় খেয়াল রাখতে হবে কমল যেন কখনও কাদায় না পড়ে যায় অর্থাৎ তার সুনাম হানি না হয় ! আচ্ছা ।

কুমারদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কার:

কুমার জীবনে বাবার হওয়া, পরম সৌভাগ্যের লক্ষণ ! আমরা কত বন্ধন থেকে বেঁচে গেছি, এইরকম অনুভব করো ? কুমার জীবন অর্থাৎ অনেক বন্ধন থেকে মুক্ত জীবন । তোমাদের কোনরকম বন্ধন নেই । দেহভাবেরও বন্ধন থাকবে না । এই দেহভাবের বন্ধনেই সমস্ত বন্ধন এসে যায় । সুতরাং, সদা নিজেকে আল্লা, পরস্পর ভাই- ভাই নিশ্চয় করে চলতে থাকো । এই স্মৃতি দ্বারা কুমার জীবনে সদা নির্বিল্পে এগিয়ে যেতে পারবে । যখন তোমাদের সংকল্পে বা স্বপ্নেও কোনও দুর্বলতা থাকবেনা, তখন তাকে বলা হবে বিঘ্ন-বিনাশক । ঘুরতে-ফিরতে শুধু এই ন্যাচারাল স্মৃতি থাকতে হবে যে তোমরা আল্লা । যখন তোমরা কাউকে দেখ তো আল্লাকে দেখ । যখন কিছু শোনো তখন নিজেকে আল্লা নিশ্চয় করে শোনো । এই পাঠ কখনও ভুলোনা । কুমারেরা সেবাতে অনেক এগিয়ে যায় কিন্তু সেবা চলাকালীন যদি নিজের সেবায় অমনোযোগী হয়ে যাও, তবে বিঘ্ন এসে যাবে । কুমার অর্থাৎ হার্ড ওয়ার্কার হওয়া, কিন্তু তোমাকে নির্বিল্প হতে হবে । নিজের সেবা এবং বিশ্ব সেবা, এই দুইয়ের ব্যালান্স থাকতে হবে । সেবায় এত বিজি হয়োনা যে নিজের সেবায় অসতর্ক থাকছ, কারণ তোমরা কুমারগণ নিজেদের যতটা উন্নত করতে চাও, ততটাই উন্নতি করতে পারো । কুমারগণের শারীরিক শক্তিও আছে, দৃঢ় সংকল্পের মানসিক ক্ষমতাও আছে । এইজন্য তোমরা যা চাও করতে তাই করতে পারো; কারণ তোমাদের কাছে এই দুই শক্তিই আছে যা দিয়ে তোমরা এগিয়ে যেতে পারো । যেমনই হোক, ব্যালেন্সের কলা তোমাদের উড়তি কলায় নিয়ে যাবে । যখন নিজের এবং বিশ্ব সেবায় ব্যালান্স হবে তখন ক্রমান্বয়ে নির্বিল্প উন্নতি হতে থাকবে ।

২) তোমরা কুমারেরা সর্বদা নিজেদের বাবার সাথে থাকার অনুভব করো ? বাবা আর আমি সদা সাথে সাথে আছি । এইরকম সদা সাথী হয়েছ ? সাধারণতঃ, জীবনে সদা তোমরা কাউকে না কাউকে সাথী বানাও ! তাহলে তোমাদের জীবন সাথী কে ? (বাবা) তোমরা এমন সত্য-সাথী কখনও খুঁজে পাবেনা । তোমাদের সাথী অনেক প্রিয় হতে পারে, তবুও দেহধারীসঙ্গী কখনও সাদাকালের সাহচর্যের দায়িত্ব পূরণ করতে পারেনা, সেখানে এই রূহানী সত্য-সাথী সদাসর্বদা সঙ্গীর দায়িত্ব-কর্তব্য পরিপূর্ণ করেন । তাহলে কুমারেরা, তোমরা একা নাকি কন্সাইন্ড ? (কন্সাইন্ড) । সুতরাং, তোমাদের অন্য কাউকে সাথী বানাবার সংকল্প আসেনা, তাই তো ! যখন কোনরকম সমস্যার উত্পত্তি হয়, অথবা তোমরা যদি অসুস্থ হও বা খাবার তৈরি করায় কোনও অসুবিধে হয় তাহলে কি তোমার অন্য কাউকে সাথী বানাবার তেমন সংকল্প আসবে নাকি না ? কখনও যদি তোমাদের এমন সংকল্প আসে তবে তাকে ব্যর্থ সংকল্প মনে করে সদাকালের মতো সেকেণ্ডে সমাপ্ত করে দিও । কারণ আজ কাউকে তুমি তোমার সাথী বানালে কিন্তু কি নিশ্চয়তা আছে যে, কালও সে তোমার থাকবে ? অতএব, বিনাশী সাথী বানিয়ে তোমার লাভ কি ? সুতরাং, সবসময় নিজেকে কন্সাইন্ড রূপে দেখলে অন্যান্য সংকল্প সমাপ্ত হয়ে যাবে, কারণ সর্বশক্তিমান তোমার সাথী । অন্ধকার যেমন সূর্যের সামনে

স্থির হতে পারেনা তেমনই মায়া সর্বশক্তিমানের সামনে দাঁড়াতে পারেনা । পরে তোমরা সবাই মায়াজিত হয়ে যাবে । আচ্ছা -

বরদান:- নিজের ক্ষমাস্বরূপ দ্বারা শিক্ষা দিয়ে ক্ষমার সাগর ভব

যদি কোনও আত্মা তোমার স্থিতিকে টলাতে চেষ্টা করে এবং সে যদি তোমার উপকারের জন্য ইচ্ছুক না হয় তবে তোমার মধ্যকার পরোপকারের ইচ্ছে দিয়ে তাকে পরিবর্তন করো বা তাকে ক্ষমা করে দাও । যদি তুমি তাকে পরিবর্তন করতে অপারগ হও, তবে মাস্টার ক্ষমার সাগর হয়ে তাকে ক্ষমা করো । তোমার ক্ষমাশীলতা সেই আত্মার জন্য দৃষ্টান্তমূলক একটা শিক্ষা হয়ে যাবে । এখন, তুমি যখন আত্মাদের শিক্ষা দিচ্ছ তখন সেই শিক্ষা থেকে কেউ বোঝে কেউ বোঝেনা । ক্ষমা করার অর্থ শুভ ভাবনার দান, সহযোগের দান ।

স্লোগান:- নিজের এবং অন্যের প্রিয় সে-ই হতে পারে যে অনুক্ষণ আনন্দে থাকতে পারে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখানের কোটি কোটি টাকা তোমাদের কোনো কাজে আসবে না, সব মাটিতে মিশে যাবে। তাই তোমরা এখন সত্যথ্যের জন্য সত্যিকারের উপার্জন কর।"

প্রশ্ন:- কেবলমাত্র কোন্ বিষয়ের জন্য তোমাদেরকে অর্থাৎ ব্রাহ্মণদেরকে দেবতাদের থেকেও উঁচু মান্যতা দেওয়া হয়?

উত্তর:- আমরা ব্রাহ্মণরা এখন সকলের রুহানি সেবা করছি। আমরা পরমাত্মা পিতার সাথে সকল আত্মার মিলন করিয়ে দিই। দেবতারা এইরকম জনসেবা করেনা। ওখানে তো যেমন রাজা-রানী, সেইরকম প্রজা। এখানে যে যেমন পুরুষার্থ করেছে ওখানে তার ফল ভোগ করে, কিন্তু তারা সেবা করে না। তাই তোমরা, সেবাধারী ব্রাহ্মণরা দেবতাদের থেকেও উঁচু।

ওম্ শান্তি। এটা কাদের সভা বসেছে? জীব-আত্মা এবং পরমাত্মার সভা। যাদের শরীর আছে তাদেরকে বলা হয় জীব-আত্মা, তারা হল মানুষ। আর ওনাকে বলা হয় পরমাত্মা। জীব-আত্মা এবং পরমাত্মা অনেকদিন আলাদা থেকেছে... এই মিলনকে মঙ্গল মিলন বলা হয়। বাচ্চারা জানে যে পরমপিতা পরমাত্মাকে জীব-আত্মা বলা যাবেনা কারণ তিনি লোন নেন, শরীরের আধার নেন। তিনি স্বয়ং এসে বাচ্চাদেরকে বলছেন, আমাকেও প্রকৃতির আধার নিতে হয়। আমি কোনো গর্ভে জন্ম নিই না। আমি এই শরীরে প্রবেশ করে তোমাদেরকে বোঝাই। তোমাদের অর্থাৎ জীব-আত্মাদের তো নিজের শরীর আছে। আমার নিজের কোনো শরীর নেই। এই সভা অন্যান্য সভার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, তাই না? এমন নয় যে এখানে কোনো গুরু, অনুগামী অথবা শিষ্য বসে আছে। না, এটা তো একটা স্কুল (বিদ্যালয়)। এমন নয় যে গুরুর পরে শিষ্য তার সিংহাসনে বসবে। এখানে সিংহাসনের কোনো ব্যাপার নেই। বাচ্চাদের নিশ্চয় আছে যে কে আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। নিশ্চয় না থাকলে কেউ আসতে পারবে না। জীব-আত্মাদের বর্ণ হল ব্রাহ্মণ বর্ণ, কারণ পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা তাদের রচনা করেন। তোমরা জানো যে আমরা ব্রাহ্মণরা হলম সর্বোত্তম, দেবতাদের থেকেও উত্তম। দেবতারা জনসেবা করেনা। ওখানে তো রাজা-রানীর যেমন অবস্থা, প্রজার অবস্থাও সেইরকম। যে যেমন পুরুষার্থ করেছে, সেই অনুসারে ফল ভোগ করে। তারা কোনো সেবা করে না। বাচ্চারা জানে যে আমরা বেহদের বাবার কাছ থেকে হবুহ ৫০০০ বছর আগের মত রাজযোগ শিখছি। তোমরা হলে সন্তান। এখানে কোনো শিষ্য নেই। বাবা সব সময় বাচ্চা-বাচ্চা বলে বোঝাতে থাকেন। তোমরা এখন আত্ম-অভিমানী হয়েছ। আত্মা অবিনাশী, শরীরটা বিনাশী। শরীর তো কাপড়ের মত। এটা হল নোংরা অপবিত্র কাপড় কারণ আত্মা আসুরী মত অনুসারে বিকারের বশীভূত হয়, পতিত হয়ে যায়। পবিত্র এবং পতিত শব্দের উৎপত্তি বিকারের জন্যই হয়েছে। বাবা বলছেন, এখন আর পতিত হয়েও না। এখন সবাই রাবণের জেলে বন্দি কারণ এটা হল রাবণের রাজ্য। তাই বাবা তোমাদেরকে রাবণ রাজ্য থেকে মুক্ত করে রামরাজ্যে নিয়ে যাচ্ছেন। গড ফাদার হলেন মুক্তিদাতা। তিনি বলেন, আমি সকলকে দুঃখ থেকে মুক্তি দিয়ে শান্তিধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। ওখানে যাওয়ার পর বাচ্চাদেরকে পুনরায় এখানে এসে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রথমে দেবতাদেরকে তাদের ভূমিকা পালন করতে হবে। তারাই প্রথমে এসেছিল। এখন পুনরায় ব্রহ্মার দ্বারা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপন হচ্ছে। কলিযুগের বিনাশ অতি নিকটে। সকলে ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত। হয়তো কোটিপতি হয়ে গেছে কিন্তু এটা হল রাবণের বাহ্যিক আড়ম্বর, এতেই সবাই প্রলুপ্ত হয়ে গেছে। বাবা

বোঝাচ্ছেন, এইসব হল মিথ্যা উপার্জন, এইগুলো সব মাটিতে মিশে যাবে। তারা কিছুই পাবেনা। তোমরা তো ভবিষ্যতের ২১ জন্মের জন্য বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে এসেছ। এটা হল সত্যখন্ডের জন্য সত্যিকারের উপার্জন। সবাইকেই ফিরে যেতে হবে। সকলেরই বানপ্রস্থ অবস্থা। বাবা বলেন, আমি হলাম সকলের সদগতিদাতা সদগুরু। সাধু থেকে পতিত, সকলকেই আমি উদ্ধার করি। ছোট বাচ্চাকেও সেখান হয় শিববাবাকে স্মরণ কর। বাকি সব চিত্র ইত্যাদি সরিয়ে দাও। এক শিববাবা, আর কেউ নয়। তোমরা জান যে আমরা বাবার কাছ থেকে পুনরায় বেহদ সুখের উত্তরাধিকার নিতে এসেছি। জন্ম-জন্মান্তর ধরে তো হদের বাবার কাছ থেকে হদের উত্তরাধিকার নিয়েছি, রাবণের আসুরী মত অনুসারে পতিত হয়েছি। মানুষ এইসব কথা বুঝতে পারেনা। রাবণকে জ্বালালে তার তো পুড়ে মরে যাওয়া উচিত। যখন মানুষকে পোড়ায় তখন তার নাম-রূপ সব শেষ হয়ে যায়। কিন্তু রাবণের নাম-রূপের তো অন্ত হয় না। পুনঃ পুনঃ জ্বালাতে থাকে। বাবা বলছেন, এই ৫ বিকাররূপী রাবণ তোমাদের ৬৩ জন্মের শত্রু। ভারতের শত্রু মানে আমাদেরও শত্রু। যখন থেকে বাম মার্গে গেছি, তখন থেকেই রাবণের জেলে বন্দি হয়েছি। বরাবর অর্ধেক কল্প ধরে রাবণের রাজত্ব চলে। রাবণ তো জ্বলেও না আর মরেও না। তোমরা এখন জানো যে রাবণের রাজ্যে আমরা খুব দুঃখী হয়ে গেছি। এটা হল সুখ এবং দুঃখের খেলা। গায়ন আছে, মায়ার কাছে হারলেই পরাজিত, মায়ার ওপর জয়ী হলেই বিজয়ী...। এখন মায়ার ওপর জয়ী হয়ে আমরা পুনরায় রামরাজ্য নিষি। রাম সীতার রাজত্ব তো ত্রেতাযুগে ছিল। সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। ওখানে কেবল আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মই ছিল। সেই রাজ্যকে ঈশ্বরীয় রাজ্য বলা হবে যেটা বাবা এসে স্থাপন করছেন। বাবাকে কখনো সর্বব্যাপী বলা যাবে না। আমরা সবাই ভাই-ভাই। বাবা একজনই। আমরা নিজেদের মধ্যে ভাই-ভাই। বাবা বসে আত্মাদেরকে পড়াচ্ছেন। বাবার নির্দেশ - আমাকে স্মরণ কর। আমি ভক্তির ফল দিতে এসেছি। কাদেরকে দিতে এসেছি? যারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভক্তি করেছে। প্রথমে আমরা কেবল শিববাবার ভক্তি করতাম। সোমনাথের মন্দির কতই না সুন্দর। ভেবে দেখ যে আমরা কত ধনী ছিলাম। এখন গরিব, কড়িতুল্য হয়ে গেছি। তোমাদের এখন ৮৪ জন্মের স্মৃতি এসেছে। তোমরা জেনেছ যে আমরা কি থেকে কি হয়ে গেছি। তোমাদের এখন স্মৃতি এসেছে। স্মৃতিলব্ধ শব্দটাও এই সময়ের। কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে ভগবান এসে সংস্কৃতে গীতা শুনিয়েছেন। সংস্কৃতে বললে তোমরা বাচ্চারা কিছুই বুঝতে না। হিন্দি ভাষাই হল মুখ্য ভাষা। যেটা এই ব্রহ্মার ভাষা, সেই ভাষাতেই বোঝাচ্ছেন। প্রতি কল্পে এই ভাষাতেই বোঝান। তোমরা জানো যে আমরা বাপদাদার সামনে বসে আছি। এটা হল ঘর, মাম্মা-বাবা, ভাই-বোন সবাই আছে। আর কোনো এখানে সম্বন্ধ নেই। ভাই-বোনের সম্বন্ধ তখনই হবে যখন প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান হবে। নাহলে আত্মিক সম্বন্ধে তো সকলেই ভাই-ভাই। বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হচ্ছে। আত্মা জানে যে আমাদের বাবা এসেছেন। তোমরা ব্রহ্মান্ডের মালিক ছিলে। বাবাও তোরব্রহ্মাণ্ডের মালিক, তাই না? আত্মা যেমন নিরাকার, পরমাত্মাও সেইরকম নিরাকার। তাঁর নামই হল পরমাত্মা, অর্থাৎ ওপরের থেকেও ওপরে নিবাসকারী আত্মা। পরম আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা। বাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এখানে কোনো সাধু সন্ত কিংবা মহাত্মা নেই। এখানে কেবল বাচ্চারা আছে, যারা বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছে। এছাড়া আর কেউ উত্তরাধিকার দিতে পারবে না। বাবা হলেন সত্যযুগের স্থাপক। তিনি সর্বদা সুখই দেন। এমন নয় যে সুখ দুঃখ সবই বাবা দেন। এইরকম কোনো নিয়ম নেই। বাবা স্বয়ং বলছেন, আমি তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে পুরুষার্থ করাই। ২১ জন্মের জন্য দেবতা হও। তাই তিনি সুখদাতা, দুঃখহর্তা-সুখকর্তা। তোমরা এখন জানো যে দুঃখ কে দেয়? রাবণ দেয়। একেই বিকারী দুনিয়া বলা হয়। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই বিকারী। সত্যযুগে উভয়েই

নির্বিকারী ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। ওখানে সর্বদা নিয়মানুসারে রাজ্য পরিচালিত হত। প্রকৃতিও তোমাদের নির্দেশ অনুসারে চলত। ওখানে কোনো উপদ্রব হয়না। তোমরা বাচ্চারা স্থাপনার সাম্রাজ্যকার করেছ। বিনাশও অবশ্যই হবে। হোলি উৎসবে সুন্দর সুন্দর মূর্তি বানায়। জিজ্ঞেস করে এদের পেট থেকে কি বেরোবে? উত্তর দেয় মুশল বেরোবে। আসল কথাটা তো তোমরাই জানো। বিজ্ঞানের দিক দিয়ে ওরা অনেক এগিয়ে। সবই বুদ্ধির কেরামতি। তাই বিজ্ঞানের কত অহংকার। সুখের জন্য এরোপ্লেন ইত্যাদি কতকিছুই না বানাচ্ছে। তারপর এইসবের দ্বারাই বিনাশ করবে। অস্ত্রমে নিজের কুলেরই বিনাশ করবে। তোমরা তো গুপ্ত। তোমরা কারোর সাথে লড়াই করোনা, কাউকে দুঃখও দাও না। বাবা বলছেন, মন-বচন-কর্মের দ্বারা কাউকে দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। বাবা কি কখনও কাউকে দুঃখ দেন? তিনি তো সুখধামের মালিক বানান। তোমরাও সবাইকে সুখ দাও। বাবা বুঝিয়েছেন, কেউ কিছু বললে শান্ত এবং হাসিমুখে থাকতে হবে। যোগযুক্ত হয়ে হাসিমুখে থাকতে হবে। তোমাদের যোগবলের দ্বারা সেও শান্ত হয়ে যাবে। বিশেষ করে টিচারের চলন খুবই ভাল হতে হবে। কারোর প্রতিই যেন ঘৃণা না থাকে। বাবা বলছেন, আমার কারোর প্রতিই ঘৃণা নেই। আমি জানি যে সকলেই পতিত। এই নাটক তো তৈরি হয়েই আছে। জানি যে এর চলন এইরকমই। খাওয়া দাওয়া কত নোংরা। যা পায় তাই খেয়ে নেয়। জীবন সকলেরই প্রিয়। আমাদেরও এই জীবন খুবই প্রিয় অনুভব হয়। আমরা জানি যে এই জীবনেই আমাদেরকে বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। যোগযুক্ত থাকলে তোমাদের আয়ু বৃদ্ধি হবে। বিকর্ম কম হবে। ভবিষ্যতের ২১ জন্মের জন্য আয়ু বেড়ে যাবে। এই সময়েই পুরুষার্থ করা হয় যার দ্বারা ভবিষ্যতে ফল পাওয়া যায়। যোগবলের দ্বারা আমরা স্বাস্থ্যবান হই আর জ্ঞানের দ্বারা সম্পত্তিবান। স্বাস্থ্য এবং সম্পত্তি থাকলেই সুখ থাকবে। কেবল সম্পত্তি থাকলে, স্বাস্থ্য না থাকলে সুখও থাকবে না। এমন অনেক বড় বড় রাজা এবং ধনী ব্যক্তি আছেন যারা হয়তো খোঁড়া কিংবা রোগী। তাদেরকে বলা হয়, এইরকম বিকর্ম করেছ যার জন্য এই ফল পেয়েছ। বাবা তোমাদেরকে অনেক কিছুই শোনান। কিন্তু এমন যেন না হয় যে বাইরে গেলে যেই কে সেই রয়ে গেলাম। এইরকম হওয়া উচিত নয়। জ্ঞানকে ধারণ করতে হবে, যদি কিছু স্মরণে না আসে তাহলে কেবল শিববাবাকে স্মরণ কর। অন্তরে গুপ্তভাবে তাঁর মহিমা করতে হবে। বাবা, এটা কখনও মনে বা চেতনাতেও আসেনি যে তুমি এসে পড়াবে। কোনো শাস্ত্রতেও এটা নেই যে নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা এসে শিক্ষা দেন। বাবা, এখন আমরা জেনে গেছি। বাবার বদলে কৃষ্ণের নাম বলে দেওয়ার জন্য গীতাই মিথ্যা হয়ে গেছে। এটা তো কৃষ্ণের চরিত্র নয়। গীতা হল এই সঙ্গমযুগেরই শাস্ত্র। ওরা এটাকে দ্বাপরযুগে দেখিয়ে দিয়েছে। তাই বাবা বলছেন - বাচ্চারা, অন্য সকল কথা বাদ দিয়ে কেবল পড়ার ওপরেই মনোনিবেশ করতে হবে। বাবার স্মরণ না থাকলে, পড়াতে ব্যস্ত না থাকলে সময় নষ্ট হবে। তোমাদের কাছে সময় খুবই মূল্যবান, তাই ব্যর্থ যেন না হয়। শরীর নির্বাহ কর কিন্তু অন্যান্য ফলতু চিন্তা ভাবনাতে সময় নষ্ট করোনা। তোমাদের প্রতি সেকেন্ডে হীরেতুল্য মূল্যবান। বাবা বলছেন, মন্বনা ভব। কেবল এতেই সময় সফল হয়। বাকি সময় ব্যর্থ চলে যায়। তালিকা প্রস্তুত কর যে আমি কত সময় নষ্ট করি। একটাই অক্ষর, মন্বনা ভব। অর্ধেক কল্প আমরা জীবনমুক্তিতে ছিলাম তারপর অর্ধেক কল্প জীবনবন্ধনে এসেছি। সত্যপ্রধান, সত্য, রজো এবং তমোগুণী হয়েছি তারপর এখন পুনরায় জীবনমুক্ত হচ্ছি। নিজ নিজ ধর্ম অনুসারে প্রথমে সুখ ভোগ করে তারপর দুঃখ পায়। যেসকল নতুন আত্মারা আসে তারা সুখ ভোগ করে। কারোর মহিমার প্রচার হয়, কারণ নতুন আত্মা হওয়ার জন্য শক্তি থাকে। তোমাদের অন্তরে খুশির বাজনা বাজা উচিত। আমরা বাপদাদার সম্মুখে বসে আছি। এখন নতুন দুনিয়ার রচনা হচ্ছে। এই সময়ে তোমাদের মহিমা সত্যযুগের থেকেও শ্রেষ্ঠ। জগদম্বা, দেবীরা

সকলে সঙ্গমযুগেই ছিল। ব্রাহ্মণরাও ছিল। তোমরা জানো যে এখন আমরা ব্রাহ্মণ, এরপর পূজনীয় দেবতা হবে। তারপরে তোমাদের স্মৃতিচিহ্ন রূপে মন্দির তৈরি হয়। তোমরা চৈতন্য দেবী হয়ে যাও। ঐগুলো তো জড় চিত্র। ওদেরকে প্রশ্ন কর যে এই দেবীদের কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল? কেউ কথা বলতে আসলে তাকে বোঝাও যে আমরাই ব্রাহ্মণ ছিলাম তারপর আমরাই দেবতা হই। তোমরা এখন চৈতন্য রূপে আছ। তোমরা বল যে এই জ্ঞান কতই না সুন্দর। বরাবর তোমরাই স্থাপন কর। বাচ্চারা বলে বাবা, আমি লক্ষ্মী নারায়ণের থেকে কম পদ নেব না। আমি তো সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেব। এই স্কুল এইরকমই। সবাই বলে যে প্রাচীন রাজযোগ শিখতে এসেছি। যোগের দ্বারা দেবী দেবতা হও। এখন তো শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছ। তারপর ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হবে। মুখ্য বিষয় হল স্মরণ। স্মরণের সময়েই মায়া বিঘ্ন সৃষ্টি করে। তোমরা অনেক চেষ্টা করবে, কিন্তু তাও বুদ্ধি কোথাও না কোথাও চলে যাবে। যত পরিশ্রম সব এই বিষয়েই। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) বাবার সমান সুখদাতা হতে হবে। মন, বচন কিংবা কর্মের দ্বারা কাউকে দুঃখ দেওয়া যাবেনা। সর্বদা শান্তচিত্ত এবং হর্ষিতমুখ থাকতে হবে।

২) ব্যর্থ চিন্তা করে সময়ই নষ্ট করা উচিত নয়। অন্তরে বাবার মহিমা করতে হবে।

বরদান:- আমার-আমার ভাবকে সমাপ্ত করার মাধ্যমে পুরাতন দুনিয়া থেকে মৃত্যুবরণ করে নির্ভীক এবং ট্রাস্টি হও।

মানুষ মরতে ভয় পায়, কিন্তু তোমরা তো মৃতই। যারা নতুন দুনিয়াতে জীবিত এবং পুরাতন দুনিয়ার থেকে মৃত তাদের আবার কিসের মৃত্যুভয়। ওরা তো স্বাভাবিক ভাবেই নির্ভয় হবে। কিন্তু যদি কোনো আমার-আমার ভাব থাকে তবে মায়ারূপী বিড়াল মিউ মিউ করবে। মানুষ মৃত্যুর জন্য, জিনিসপত্রের জন্য কিংবা পরিবারের জন্য দুশ্চিন্তা করে, কিন্তু তোমরা হলে ট্রাস্টি। এই শরীরটাও আমার নয়। তাই সবকিছুর প্রতি অনাসক্ত, কোনো কিছুতেই একটুও আকর্ষণ নেই।

স্লোগান:- নিজের হৃদয়কে এতই বড় বানাও যাতে স্বপ্নেও কোনো ক্ষুদ্র (হদের) সংস্কার প্রকট না হয়।

"মিষ্টি বাচ্চারা - সত্য বাবাকে নিজের সত্য পোতামেল (Account) দাও, সমস্ত বিষয়ে শ্রীমত নিতে থাকো, এতেই তোমাদের কল্যাণ হবে।"

প্রশ্ন :- এখন তোমরা কোন্ লেনদেন কোন্ নিয়মে করো ?

উত্তর :- সমর্পণের বুদ্ধির দ্বারা তোমরা বাবাকে বলো যে বাবা আমি তোমার, এই তন - মন এবং ধনও তোমার। বাবা তখন বলেন, বাচ্চারা, এই স্বর্গের বাদশাহীও তোমাদের। এই হলো লেনদেন। কিন্তু এরজন্য সততার হৃদয় চাই। দৃঢ় নিশ্চয়তাও চাই। নিজেদের সত্য পোতামেল বাবাকে দিতে হবে।

গীত :- তুমিই মাতা এবং পিতা.....

ওম্ শান্তি। বাবা বসে বাচ্চাদের জানান, এখন আমরা ব্রহ্মাকুমার কুমারীরা শ্রীমতের অর্থ তো জেনে গেছি। আমরা শিববাবার মতো চলে আবার নতুন করে আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছি। এ তোমরা প্রত্যেকেই জানো যে - বরাবর কল্পে কল্পে পরমপিতা পরমাত্মা এসে ব্রহ্মা দ্বারা বাচ্চাদের দত্তক নেন। তোমরা হলে সেই দত্তক ব্রাহ্মণ সন্তান, তাঁর কোলের সন্তান। আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম, যা প্রায় লোপ হয়ে গিয়েছে, সেই ধর্ম আমরা বাবার শ্রীমতে চলে আবার স্থাপন করতে চলেছি, যা হুবহু আগের কল্পের মতো, যে অভিনয় চলেছিল, যে শিক্ষা মিলেছিল, সেই একই অভিনয় আমরা আগের কল্পের মতো নাটকের নিয়ম অনুসারে করে চলেছি। আমরা জানি যে শ্রীমতে চলে আমরা আবার দৈবী স্বরাজ্য স্থাপন করছি। যে যেমন পুরুষার্থ করবে, কেননা এই সেনায় কেউ সত্যোপ্রধান পুরুষার্থী, কেউ সত্যো, কেউ আবার রজো পুরুষার্থী। কেউ মহারথী, কেউ ঘোরসওয়ারী, কেউ আবার পেয়াদা, এমন নাম দেওয়া হয়েছে। বাচ্চারা খুব খুশী থাকে যে আমরা গুপ্ত। স্থূল হাতিয়ার ইত্যাদি কিছুই চালায় না। দেবীর হাতে যে হাতিয়ার ইত্যাদি দেখানো হয় তা হল জ্ঞানের অস্ত্রশস্ত্র। এখানে তা জাগতিক হাতিয়ারের শক্তিতে পরিণত হয়েছে। মানুষ জানেই না যে স্থূল তলোয়ার ইত্যাদি ওঠানো হয় না, একে জ্ঞানের বাণ বলা হয়। চতুর্ভুজ যে অলংকার দেখানো হয়, সেও হলো জ্ঞানের শাস্ত্র অর্থাৎ জ্ঞানের শাস্ত্র, জ্ঞানের গদা ইত্যাদি। সবই জ্ঞানের কথা। বোঝানো হয়, গৃহস্থ জীবনে কমল ফুলের মতো থাকো, তাই কমল ফুল দেখানো হয়। এখন তোমরা প্রত্যক্ষভাবে এই অভিনয়ে আছো। কমল ফুলের মতো গৃহস্থ জীবনে থেকে তোমাদের বুদ্ধিতে জ্ঞান আছে। আমরা এক বাবাকেই স্মরণ করে থাকি। এ হলো কর্মযোগ সন্ন্যাস। নিজের রচনাকেও তো সামলাতে হবে। এখন তোমরা বুঝতে পারো যে প্রথমে দুঃখের ব্যবহারই ছিলো। একজন আর একজনকে দুঃখ দিতেই থাকতো। এখানকার সুখ তো কাক বিষ্ঠার তুল্য ছিঃ ছিঃ। এই বিষ্ঠার পোকায় পরিণত হয়েছে। বাচ্চারা বোঝে এ হলো রাত দিনের তফাত। বাবা আমাদের স্বর্গের মালিক বানান। এখন আমরা হলাম নরকের মালিক। নরকে আর কি সুখ থাকবে। তোমরা বাচ্চারা এই কথা শোনো আর বুঝতে পারো। বাবা বাচ্চাদের এই জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে বলছেন। এই স্বর্গ হলো বাচ্চাদের জন্য। বাচ্চারা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে তাদের পুরুষার্থের নশ্বর অনুসারে। প্রথমে তো নিশ্চয়তা চাই। নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ন্ত্রী অর্থাৎ নিশ্চয়বুদ্ধি যাদের তাদেরই জয়লাভ হয়। নিশ্চয়তা যদি দৃঢ় হয়, তখন তোমরা এই নিশ্চয়তাতেই থাকবে। এক তো শিব বাবার স্মরণ থাকবে আর খুশীর পারদ চড়তে

থাকবে। তখন সমর্পণের বুদ্ধিও থাকবে। বাচ্চারা বলে যে বাবা আমি আপনার। এই তন - মন - ধন সব আপনার। বাবাও তখন বলেন, বাচ্চারা এই স্বর্গের বাদশাহী তোমাদের। দেখো, এ কেমন লেনদেন। সত্ত্ব সন্তান তো হতে হবে। বাবা সবই জানতে পারেন যে বাচ্চাদের কাছে কি আছে? আমি কি দিই আর তোমাদের কাছে কি আছে? বাবা খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন। আমি হলাম গরীবদের প্রভু। সাহকার বা ধনবানদের তো সমর্পণ হতে অনেক হৃদয় বিদারণ হয়। গরীব মানুষ তো চট করে সবই বলে দেয়। তারা ব্যবসা বা যে কোনো কাজই করুক না কেন, নিজের রোজগার থেকে এক বা দুই পয়সা বা চার পয়সা অন্তত বের করে। যাদের দানের শৌখিনতা থাকে তারা অনেকই বের করে। তারা যা কিছুই করে, তাতে তারা বলে ঈশ্বর অর্পণম, এইজন্য অল্পকালের সুখ দ্বিতীয় জন্মে তারা পেয়ে থাকে। কেউ যদি কলেজ, ধর্মশালা বা হাসপাতলে তৈরী করে তাহলে পরের জন্মে তাদের লাভ হয়ে থাকে। তারা তো পুণ্য আত্মা হয়ে যায়, তাই না? তাদের স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে। কলেজে খুব ভালোভাবে তারা পড়াশোনা করবে। এইসবও আমিই দিয়ে থাকি। সাক্ষাৎকারও আমিই করিয়ে থাকি। প্রত্যেক এক এক জনের হিসেবই আমার কাছে আছে। নাটকের নিয়ম অনুসারে প্রথম থেকেই এইসব ঘটনা এই বিশ্ব নাটকে নিহিত আছে। ধন বেশী থাকলে অনেকে মন্দির ইত্যাদি বানায়, এ হলো চ্যারিটি। কেউ আবার তাদের কারখানা ইত্যাদির রোজগার থেকে কিছু পয়সা ইত্যাদি নিয়ে মন্দিরও বানায়, কেউ আবার কলেজও বানায়। তারা বলে এই অর্থ ঈশ্বরকে দান করছি, পরিবর্তে ঈশ্বরও আমাদের দেবেন। অনেক মানুষই বলে থাকে, আমরা নিষ্কাম সেবা করি। কিন্তু নিষ্কাম তো কিছুই হয় না। নিষ্কাম অর্থ কোথা থেকে এলো? বাবা বোঝান যে - নিষ্কাম সেবা হতে পারে না। ফল তো অবশ্যই মেলে। এখন তোমাদের এই গৃহস্থ জীবনে তো থাকতেই হবে। চাকরী করতে হবে আবার সবকিছুই সামলাতে হবে। বাচ্চাদের এই পোতামেল বাবাকেই দিতে হবে। কত টাকা থাকে। বাবা বলেন, আচ্ছা, তুমি যদি গরীবও হও, আমদানী তেমন না থাকে, তোমরা যদি তোমাদের রচনার পালনও সম্পূর্ণ না করতে পারো, তাহলে তোমরা অন্তত এক পয়সাই দাও। এই তোমাদের অবিনাশী ২১ জন্মের কামাই। ওই কামাই হলো অল্পকালের সুখের জন্য, আর এ হলো ২১ জন্মের জন্য। আর এই কামাই হয় প্রত্যক্ষভাবে। বাবা বলেন, তোমাদের বীজ তো বুনতেই হবে। সুদামা একমুঠো চাল দিয়েছিলো, তার পরিবর্তে ২১ জন্মের জন্য মহল পেয়েছিলো, কেননা সে গরীব ছিলো। আবার সাহকার একমুঠো হীরে দিলেও সে একই কথা। বাবা কিছুই বলেন না। তিনি প্রত্যেককে নির্দেশ দিয়ে থাকেন। যেমন, তুমি এতটা করো। তিনি জিজ্ঞেসও করেন যে খরচ কেমন করে চলে? কিছু বাঁচলে তিনি সেই অনুসারে রায় দিয়ে থাকেন। তিনি বলেন, কিছু নিজের জন্য রেখে দাও, প্রয়োজনের সময় কাজে আসবে। তিনি নির্দেশও দেন তুমি এতটা করো, বাকি দ্বায়িত্ব আমার। আচ্ছা, ঘরে এমন পরিবেশ তৈরী করো যাতে বাচ্চারাও এসে সেবায় লেগে যায়। অনেক বড় বড় হাসপাতাল বানানো হয়, এই জায়গাও অনেক বড় বানানো উচিত কারণ অনেক লোক এখানে আসবে। অনেক পয়সা থাকে তো এমন হাসপাতাল আর কলেজ খোলো। যেমন গ্রাম তেমনই তো জিনিস হবে। কতো বাচ্চারা এসে সুস্বাস্থ্য আর সম্পদের বর্ষা বা সম্পত্তি নেবে। এখন তোমরা এমন করতে থাকলে যেমন রাজস্ব পাবে তেমনই অনেকের কল্যাণও হবে। ২১ জন্মের জন্য তোমরা এমন হতে পারবে। বাচ্চাদের তো সম্পূর্ণ সামলাতে হবে। সাধু - সন্তরা এই বিষয়ই জানে না। তাদের যা দেওয়া হয় তা তারা নিজেদের কাজেই লাগায়। নিজেদের সন্ত্যাস কুলের বৃদ্ধি করে, আখড়া ইত্যাদি বানায়। এখানে যে যত পরিশ্রম করবে সে তত উঁচু পদের অধিকারী হতে পারবে। এই বর্ষা বা সম্পত্তিই এখানে পাওয়া যায়। যে সমস্ত বাচ্চারা আছে সবাই বাবার থেকে বর্ষা বা সম্পত্তি পেয়ে থাকে। বাবা কেবল বলেন, বাচ্চারা, তোমরা আমাকে ভুলে গেছো, তাই না? তোমাদের

বুদ্ধি চারিদিকে চলে গেছে। নুড়ি পাথরে আমাকে খুঁজতে খুঁজতে তোমরা পায়ে ব্যাথা করে ফেলো। এও এই নাটকেই আছে আবারও এমনই হবে। প্রথমে সূর্যবংশী এলো তারপর চন্দ্রবংশী, তারপর কিভাবে ধীরে ধীরে বুদ্ধি হতে থাকে। মানুষ জন্ম নিতেই থাকে। এইসবই তোমাদের বুদ্ধিতে থাকে। ভক্তিমার্গেও আমিই ফল দিয়ে থাকি। পাথরের জড় মূর্তি আর কি দেবে? এখন তোমরা শূদ্র বর্ণ থেকে ব্রাহ্মণ বর্ণের হয়েছে।

তোমরা জানো যে, আমরা বাবার শ্রীমতে আবারও আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছি। আগের কল্পেও এমনই করেছিলাম। তখনই এই ৮৪ জন্মের চক্রে এসেছিলাম। বাকি ইসলামী, বৌদ্ধ আদি হলো সব অন্য ধর্মের। এই নাটক সম্পূর্ণ ভারতেরই উপর। তোমরাই দেবতা ছিলে আবার তোমরাই অসুর হয়েছে। রাবণ প্রবেশ করলে তোমরা বাম মার্গে গিয়ে বিকারী হয়ে যাও। ব্যভিচার শুরু হয়ে যায়। এই ব্যভিচারও প্রথমে সতাপ্রধান, তারপর সত্য, রজো আর তমো হয়। বাবা বোঝান যে এই সময় ঝড় জর্জরিভূত অবস্থা হয়েছে। এখন এই সবই শেষ হয়ে যাবে। যেসব ধর্ম দেবতা ধর্ম নয় তা আবারও স্থাপন হবে। কল্প কল্প স্থাপন হয়ে থাকে। কিন্তু তার বর্ণনা সঠিকভাবে দেওয়া নেই। এক নম্বর কথা হলো ভগবান উবাচঃ। ভগবান তো একজনই। এই সর্বব্যাপীর জ্ঞানের দ্বারা ভক্তিও চলে না। ও গড কাকে বলা হয়, সর্বব্যাপী হলে ও গড এই কথাও বলা যাবে না। সতাপ্রধান থেকে সত্য, রজো এবং তমোতে আসতেই হবে। এই কারণে সবাই পতিত। এই গানও গায়,হে পতিত - পাবন এসো। বাবা আসেনই সবাইকে পবিত্র বানাতে। তোমরাও পবিত্র হচ্ছে। দুঃখে সবাই স্মরণ করে। যখন বিপদ আসে তখন সবাই স্মরণ করে হে ভগবান, কিন্তু কেউই তাঁকে জানে না। তোমরা এখন জ্ঞান শুনছো। তোমাদের আবারও দেবী দেবতা হতে হবে। এখন শেষ সময় তাই হিসেব - নিকেশ শোধ করতে হবে। এখন সবাই কবরে চলে গেছে, বাবা এসে সকলকে জাগিয়ে তোলে। এই জ্ঞান কারোর কাছেই নেই। এখানে আসতে থাকবে, তৈরী হতে থাকবে আবার বুদ্ধিও হতে থাকবে। বাবাকে জিজ্ঞেস করতে পারো, আমি এই অবস্থায় কি পদ পাবো? নাকি নিজের অবস্থা দেখে বুঝতে পারো। এখন অনেক বড় মার্জিন। বাবাকে স্মরণ করার তোমরা সবাই হলে পুরুষাধী। তোমরা সম্পূর্ণ শেষ সময়ে হবে। পরীক্ষা সম্পূর্ণ হলেই লড়াই শুরু হয়ে যায়। যখন তোমরা অন্তের কাছাকাছি আসবে তখন অনেকেরই সাক্ষাত্কার হতে থাকবে। একজন আর একজনের সম্বন্ধে বুঝতে পারবে যে এ কি পদ পাবে। এ খুবই বোঝার কথা। আত্মা এখন অবুঝ হয়ে গেছে। এখন বাবা তোমাদের কড়ি থেকে হীরে বানাবার জন্য বুঝদার করে তুলছেন। বাবা বলেন, বাচ্চারা, এ হলো যুদ্ধের ময়দান, ঝড় তো অনেকই আসবে। সমস্ত রোগ বেড়িয়ে যাবে। তোমাদের প্রতিভার সাহায্যে হুঁশিয়ার হও।

ওস্তাদ কোনো সাহায্য করবে না। হার বা জিত পাওয়া সম্পূর্ণ তোমাদের হাতে। ওস্তাদ বলেন, এ হলো মায়ার যুদ্ধ। মায়ী অনেক আছাড় দেবে। ৫ - ৬ বছর চলতে চলতে না চাইলেও এমনই তুফান আসবে যে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেবে। যে বাহাদুর সে কখনোই পরিশ্রান্ত হয় না। ফেল হওয়া যাবে না। এর ওপর ছোটো ছোটো নাটক দেখানো হয় যে ভগবান নিজের দিকে টানে আর রাবণ তার নিজের দিকে টানে। তোমরা বাবার স্মরণে থাকতে চাও কিন্তু রাবণ ঝড় এনে দেয়, এ তো হবেই। যুদ্ধ করতেই হবে। তোমরা হলে কর্মযোগী। সকালে উঠে অভ্যাস করো বাবাকে স্মরণ করার। তোমাদের হলো গুপ্ত স্মরণ। গুপ্ত সেনার গায়ন আছে, অজানা যোদ্ধা, কিন্তু খুবই পরিচিত। তোমাদের স্মরণে এই দিলওয়াড়া মন্দির অজানা যোদ্ধার স্মৃতি মন্দির। এই মন্দির লক্ষ্মী - নারায়ণের নয়।

তোমরাই আবার লক্ষ্মী - নারায়ণ হও । তোমাদের সবকিছুই গুপ্ত । স্থূল তলোয়ার ইত্যাদি কিছুই থাকে না । এ শুধুই বুদ্ধির কাজ । এই গানও গাওয়া হয় যে আত্মা, পরমাত্মা পৃথক আছে বহুকাল মানুষ তো গুরু হয় । সত্গুরু তো একজনই নিরাকার । তাঁকে পতিত - পাবন বলা হয়, তাহলে সত্গুরু হলো তাই না । বাকি সবই হলো কলিযুগী কর্মকান্ড । সবাই ডাকতে থাকে, তালিও বাজায় হে পতিত - পাবন সমস্ত সীতাদের রাম একজনই । এখন তোমাদের বুদ্ধিতে সমস্ত জ্ঞান এসে গেছে । নিজের অবস্থাকে দেখতে হবে যে আমাদের মধ্যে কোনো অপগুণ তো নেই । ক্রোধ বা কামের ভূত থাকা উচিত নয় । মানুষ লেখে যে, জানি না কি হবে ! অনেক ঝড় আসে । বাবা বলেন এ তো আসবেই, অনেক হয়রানিও করবে । কিন্তু তোমাদের সাবধানে থাকতে হবে । বাবাকে স্মরণ করতে হবে । বাবা আপনার তো আশ্চর্য ক্ষমতা । কেউই জানে না আপনি কিভাবে রাজধানী স্থাপন করছেন । আমরা এই ভারতে ঈশ্বরের সাহায্যকারী । নিরাকার শিবের জয়ন্তীও পালন করা হয় । কিন্তু তিনি কখন বা কিভাবে এসেছিলেন তা কেউই জানে না । তোমরা জানো যে শিববাবা আমাদের প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা বর্ষা বা সম্পত্তি দিচ্ছেন । এ হলো ঠাকুরদাদার বর্ষা বা সম্পত্তি । অনেকেই ওনাকে বাবা - বাবা বলে । দাদা আর বাবা । বাবা হলেন রুহানী আর দাদা হলেন এই লৌকিক দুনিয়ার । সেই সুপ্রীম আত্মা এনার দ্বারা বর্ষা বা সম্পত্তি দিচ্ছেন, এই কথা বুদ্ধিতে থাকা দরকার । বাবার শ্রীমতে চলতে হবে । মনমনাভব আর চক্রের রহস্যও সহজ । স্বদর্শন চক্রধারীও হতে হবে । তোমরাই হলে স্বদর্শন চক্রধারী, কিন্তু অলংকার বিষ্ণুকে দিয়ে দিয়েছে, কারণ তোমরা এখনো সম্পূর্ণ হও নি । প্রথমে তো এই নিশ্চয়তা চাই যে উঁনি হলেন আমাদের বাবা, আবার উঁনি শিক্ষকও, আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন । তিনিই সদ্গুরু, যিনি আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন । তাঁর বাবা, শিক্ষক এবং সদ্গুরু কেউই নেই । কতো পরিষ্কার করে বোঝানো হয় তবুও বুদ্ধিতে বসে না । গৃহস্থ জীবনে থেকে নির্মোহী হতে হবে । আমরা তো এক বাবারই হয়েছি এই কথা বুদ্ধিতে থাকা চাই । তোমাদের অন্ধের লাঠি হতে হবে । কোনো মিত্র সম্বন্ধীদের সাথে কথা বলতে বলতে জিজ্ঞেস করো, পতিত পাবন, পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কি সম্বন্ধ ? তোমাদের লৌকিক বাবা তো ইনি । তাহলে পরমপিতা পরমাত্মা কার বাবা ? অবশ্যই বলবে আমাদের । আত্মা, বাবা তো স্বর্গের রচয়িতা । ভারত একসময় স্বর্গ ছিলো কিন্তু এখন আর তা নেই । আবার তোমরা বেহদের বাবার থেকে বর্ষা বা সম্পত্তি নাও, এ হলো তোমাদের অধিকার । স্মরণ করলে তোমরা ওখানে চলে যেতে পারবে । কত পয়েন্টস আছে যা বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে । আত্মা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কাম বা ক্রোধের কোনো অপগুণ যদি অন্তরে থাকে, তাকে বের করে প্রকৃত ঈশ্বরের সাহায্যকারী হতে হবে । মায়ার ঝড় বা তুফানের সময় সাবধান থাকতে হবে । হার মানা চলবে না ।

২) বাবার নির্দেশে চলে সুদামার মতো একমুঠো চাল দিয়ে ২১ জন্মের জন্য বাদশাহী নিতে হবে ।

বরদান :- জ্ঞানের শক্তির দ্বারা কর্মেন্দ্রিয়ের উপর শাসন করে সফল স্বরাজ্য অধিকারী হও ।

রোজ নিজের সহযোগী সমস্ত কর্মচারীদের রাজ দরবার লাগাও আর চেক করো, কোনো কর্মেন্দ্রিয় বা কর্মচারী বার বার ভুল করছে না তো ? কেননা ভুল কাজ করতে করতে সংস্কার পাকা হয়ে যায় । এই কারণে জ্ঞানের শক্তির দ্বারা চেক করার সাথে সাথে চেঞ্জ করতে যদি পারো তখন বলবে স্বরাজ্য অধিকারী । এমন স্বরাজ্য চালনায় যে সফল হয় তার সম্পর্কে আসা সমস্ত আত্মা সন্তুষ্ট থাকে, সে সকলের ধন্যবাদের পাত্র হয়ে যায় ।

স্লোগান :- সবসময় সর্বময় কর্তা বাবা স্মরণে থাকলে "আমিষ্ব" ভাব আসতেই পারবে না ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই শরীর রূপী রথে বিরাজমান আত্মা হল রথী। একে রথী মনে করে কর্ম করলে দেহ অভিমান থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।"

প্রশ্ন :- বাবা যেভাবে কথা বলেন, তা অন্যদের থেকে একেবারেই আলাদা - কীভাবে ?

উত্তর:- বাবা এই রথে রথী হয়ে কথা বলেন, এবং আত্মাদের সাথেই কথা বলেন। শরীরকে দেখেন না। মানুষ তো না নিজেকে আত্মা মনে করে, না আত্মাদের সাথে কথা বলে। বাচ্চারা, তোমাদের এখন এই অভ্যাস করতে হবে। কোনো প্রকারের আকারী বা সাকারী চিত্রকে (দেহ) দেখেও দেখো না। আত্মাকে দেখ আর এক বিদেহীকে (বিন্দু রূপী বাবা) স্মরণ কর।

গীত: - তুমিই হলে মাতা - পিতা.....

ওম্ শান্তি। বাচ্চাদের তো "ওম্ শান্তি" - র অর্থ খুব সহজেই বোঝানো হয়। প্রতিটি বিষয়ই এখানে সহজ। সহজে রাজস্ব প্রাপ্ত করবার জন্য, কোথাকার জন্য ? সত্যযুগের জন্য। তাকে বলা হয় "জীবনমুক্তি"। সেখানে রাবণের এই ভূত থাকে না। কেউ রেগে গেলে, তাকে বলা হয়, তোমার মধ্যে এই ভূত রয়েছে। যোগের অর্থ হল - নিজেকে আত্মা মনে করে পরমাত্মাকে স্মরণ করা। আমি হলাম আত্মা, আর এটা হল আমার শরীর। প্রত্যেকের শরীর রূপী রথে আত্মা রথী বসে রয়েছে। আত্মার শক্তিতেই এই রথ চলছে। আত্মাকে তো বারে বারে এই শরীর নিতে এবং ত্যাগ করতে হয়। বাচ্চারা তো এখন জানে যে এই ভারত হল এখন দুখধাম। পূর্বে এটা সুখধাম ছিল। অলমাইটি গভর্নমেন্ট ছিল, কেননা অলমাইটি অথরিটিই ভারতে দেবতাদের রাজস্ব স্থাপন করেছিলেন। সেখানে একটিই ধর্ম ছিল। আজ থেকে ৫ হাজার বছর আগে অবশ্যই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজস্ব ছিল। সেই রাজস্ব নিশ্চয়ই বাবা-ই স্থাপন করিয়ে থাকবেন। বাবার থেকেই নিশ্চয়ই তারা উত্তরাধিকার পেয়েছিল। তাঁদের আত্মা নিশ্চিত ভাবেই ৮৪ জন্মের চক্র পরিক্রমা করেছে। ভারতেবাসীই এই বর্ণের মধ্যে আসে। শূদ্র বর্ণের পরে সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ জন্ম আসে। ব্রাহ্মণ বর্ণ অর্থাৎ ব্রহ্মা মুখবংশাবলী। সে সব ব্রাহ্মণ হল কুখ বংশাবলী। তারা বলতে পারবে না যে - আমরা হলাম ব্রহ্মা মুখবংশাবলী। এরা নিশ্চয়ই প্রজাপিতা ব্রহ্মার অ্যাডপ্টেড চিল্ড্রেন হবেন। বাচ্চারা জানে যে, এই ভারত পূজ্য ছিল, এখন পূজারী হয়েছে। বাবা তো হলেন সদাই পূজ্য। তিনি তো অবশ্যই আসেন পতিতদেরকে পবিত্র বানাতে। সত্যযুগ হল পবিত্র দুনিয়া। সত্যযুগে পতিত-পাবনী গঙ্গা - এই নামটাই থাকবে না। কেননা সেটা তো হলই পবিত্র দুনিয়া। সকলেই সেখানে পুণ্য আত্মা। কোনো পাপ আত্মা নেই। কলিযুগে আবার নো (No) পুণ্য আত্মা। সকলেই হল পাপ আত্মা। পুণ্যাত্মা পবিত্র আত্মাকে বলা হয়। ভারতেই অনেক দান-পুণ্য করা হয়। এই সময় যখন বাবা আসেন তাঁর উপরে বলি চড়ে। সন্ন্যাসীরা তো ঘর বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। এখানে তো বলে বাবা এই সব কিছুই হল তোমার। আপনি সত্যযুগে আমাকে অগাধ ধন দিয়েছিলেন, কিন্তু মায়া আবার কড়ি তুল্য বানিয়ে দিয়েছে। এখন এই আত্মাও পতিত হয়ে গেছে। তন, মন, ধন - সবই পতিত হয়ে গেছে। আত্মা প্রথমে পবিত্র থাকে, তারপর চক্র পরিক্রমা করার পরে তমোপ্রধান নকল গহনা বানিয়ে দেয়। সৃষ্টি রূপী নাটকে অভিনয় করতে করতে পতিত হয়ে যায়। গোন্ডেন, সিলভার ইত্যাদি স্টেজে মানবকে অবশ্যই আসতে হয়। ভজনও করে... "তুমি মাতা পিতা...." লক্ষ্মী-নারায়ণের সামনে গিয়ে এই মহিমা কীর্তন করে।

কিন্তু তাদের নিজেদের তো একটি পুত্র আর একটিই কন্যা হয়। তাই রাজা রাণীর যেমন সুখ, তেমনি বাচ্চাদেরও। তাদের অপরিমেয় সুখ। আর এখন তো হল ৮৪ তম জন্ম। তাই দুঃখও অপরিমেয়। বাবা বলেন "এখন আবার আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাই।" বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে এই রথে রথী আস্তা বসে আছে। এই রথী পূর্বে ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিল। এখন নো (No) কলা। "এই নিগুণের এখন কোনোই গুণ নেই।" আমাদের প্রতি দয়া করো। কারো মধ্যেই কোনো গুণ নেই। পতিত বলেই তো গঙ্গায় পাপ ধুতে যায়। সত্যযুগে যায় না। সেখানে তো এইরূপ কোনো নদী নেই। তবে হ্যাঁ, এটা বলতে পার সেই সময় সেখানে সব জিনিসই সতোপ্রধান। সত্যযুগে নদীও বেশ পরিষ্কার আর স্বচ্ছ হবে। নদীতে আবর্জনা আদি কোনো কিছুই থাকে না। এখানে তো দেখো আবর্জনা পড়তেই থাকে। সাগরে সব আবর্জনা গিয়ে সব মেশে। সত্যযুগে এমন হবে না। ল' অর্থাৎ নিয়মই নেই অপবিত্র বানানোর। সব কিছুই পবিত্র থাকে। তাই বাবা বোঝান যে এখন এটা হল সকলের অন্তিম জন্ম। খেলা এখন সমাপ্ত হবে। এই খেলার লিমিট হল ৫ হাজার বছর। এসব নিরাকার শিববাবা বোঝান। তিনি হলেন সব থেকে উচ্চ স্থান পরমধামে তিনি থাকেন। পরমধাম থেকে তো আমরাও আসি। এখন কলিযুগের অন্তিমে ড্রামা(সৃষ্টি নাটক) সমাপ্ত হয়ে পুনরায় ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে। মানুষ এই যে সব গীতা শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে, সে সবই রচিত হয়েছে দ্বাপরযুগে। এই জ্ঞান প্রাপ্ত লুপ্ত হয়ে যায়। রাজযোগ তো কেউ শেখাতে পারে না। কেবল সে সবার স্মরণিকা রূপে পুস্তক ইত্যাদি রচনা করতে থাকে। তারা নিজেরাই তো ধর্ম স্থাপন করে পুনর্জন্ম নিতে থাকে। সেই সবার স্মৃতি রূপে এই সব পুঁথি পত্র থেকে যায়। এখন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয় সঙ্গমযুগে। বাবা এসে এই রথে বিরাজমান হন। ঘোড়ার গাড়ি ইত্যাদির কোনো ব্যাপারই নেই এখানে। এই সাধারণ বৃদ্ধ তনে প্রবেশ করেন। তিনি(পরমাত্মা শিব) হলেন রথী। কীর্তিতও হয় - ব্রহ্মা মুখবংশাবলী ব্রহ্মাকুমার কুমারী। এই ব্রহ্মাকেও এডপ্ট করা হয়েছে। বাবা নিজেই বলেন - "আমি এসে এই রথের রথী হই, তারপর এঁাকে জ্ঞান প্রদান করি। এঁাকে দিয়েই শুরু করি। কিন্তু জ্ঞান কলস দিই মাতাদের। ইনিও তো এক প্রকারে মা'। সর্বাগ্রে ইনি জ্ঞান শোনে, তারপর তোমরা। এঁার মধ্যে এসে তো বিরাজমান হই, কিন্তু কাদের সামনে শোনাবো? তখন আত্মাদের সাথে বসে কথা বলি। আর কোনো বিদ্বান ইত্যাদি হবে না, যে কিনা এই ভাবে আত্মাদের সাথে বসে কথা বলবে। আমি হলাম তোমাদের পিতা। তোমরা আত্মারা হলে নিরাকার। আমিও নিরাকার। আমি হলাম জ্ঞান সাগর, স্বর্গের রচয়িতা। আমি নরক রচনা করি না। এ তো মায়া, যে নরক বানায়। বাবা বলেন - আমি তো হলামই রচয়িতা, তো নিশ্চয়ই স্বর্গই রচনা করবো। তোমরা ভারতবাসীরা স্বর্গের অধিবাসী ছিলে। এখন নরকবাসী হয়েছ। নরকবাসী বানিয়েছে রাবণ। কেননা আত্মা রাবণের মতে চলে। এই সময় তোমরা আত্মারা রাম শিববাবার শ্রীমতে চলে। বাবা বোঝান এখন সকলের পার্ট সম্পূর্ণ হয়েছে। যখন সব আত্মারা একত্রিত হবে, উপর থেকে সব আত্মারা নীচে চলে আসবে, তখন ফিরে যাওয়া শুরু হয়ে যাবে। ভারতে এখন অনেক ধর্ম। কেবল আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মটাই নেই। কেউই নিজেকে দেবতা বলবে না। দেবতাদের মহিমা কীর্তন করে - সর্বগুণ সম্পন্ন ইত্যাদি ইত্যাদি বলেই তারপর নিজেকে বলবে আমরা পাপী নীচ...। দ্বাপরযুগ থেকে রাবণের রাজত্ব শুরু হয়। রামরাজ্য হল ব্রহ্মার দিন আর রাবণ রাজ্য হল ব্রহ্মার রাত। তাহলে বাবা কখন আসেন ? যখন ব্রহ্মার রাত সমাপ্ত হবে, তবে না ! আর তখন এই ব্রহ্মার তনে আসবেন তবে তো ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ জন্মাবে। আর সেই ব্রাহ্মণদেরই রাজযোগ শেখাবেন। বাবা বলেন - "যা কিছু আকারী সাকারী অথবা নিরাকারী চিত্র রয়েছে - কোনো কিছুই স্মরণ করতে হবে না"। তোমাদের তো লক্ষ্য দিয়ে দেওয়া হয়। মানুষ তো চিত্র দেখে স্মরণ করে। বাবা বলেন চিত্রকে দেখা এখন বন্ধ

কর। এটা হল ভক্তিমার্গ। এখন তো তোমাদের (ব্রাহ্মণ আত্মাদের) আবার আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। পাপের বোঝা মাথায় থাকলে পাপাত্মাই হতে হবে। এমন নয় যে গর্ভ জেল-এ সব জন্মের পাপ বিনষ্ট হয়ে যায়। কিছু বিনষ্ট হয়, কিছু রয়ে যায়। এখন আমি পান্ডা হয়ে এসেছি। এই সময় সকল আত্মাই মায়ার মতে চলবে। বাবা বলেন - "আমি তো হলামই পতিত-পাবন, স্বর্গের রচয়িতা। আমার কাজই হল নরককে স্বর্গ বানানো" । স্বর্গে তো কেবল একটিই ধর্ম, একটিই রাজ্য। ওখানে কোনো পার্টিশান ছিল না। বাবা বলেন - "আমি বিশ্বের মালিক হই না। মালিক তোমাদের বানাই। তারপর রাবণ এসে তোমাদের থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নেয়" । এখন সব হল তমোপ্রধান, পাথরবুদ্ধি। সঙ্গমযুগে তোমরা পারসবুদ্ধি হয়ে যাও। বাবা বলেন - "মামেকম্ স্মরণ করো, বুদ্ধিযোগ উপরে ঝুলিয়ে রাখ। যেখানে যেতে হবে তাকেই তো স্মরণ করতে হবে। এক বাবা, দ্বিতীয় কেউ নয়। তিনিই হলেন সত্যিকারের পাতশাহ (গুরুমুখী শব্দ =বাদশাহ), তিনিই প্রকৃত সত্য শুনিয়ে থাকেন। তাই কোনো প্রকারের চিত্রকে স্মরণ করবার প্রয়োজন নেই। এই যে শিবের চিত্র রয়েছে, তার ধ্যানও করতে হবে না। কেননা শিব তো এমন নন। আত্মা যেমন ভ্রুকুটির মাঝখানে থাকে, তেমনি বাবাও বলেন আমিও সামান্য জায়গা নিয়ে এই আত্মার (ব্রহ্মাবাবার) পাশেই বসে যাই। রথী হয়ে বসে গুণ প্রদান করি। নইলে কীভাবে বোঝাব? ব্রাহ্মণ রচনা করবার জন্য ব্রহ্মার তো অবশ্যই প্রয়োজন। যে ব্রহ্মা পরে নারায়ণ হবে। এখন তোমরা ব্রহ্মার সন্তান হয়ে পরে সূর্যবংশী শ্রী নারায়ণের ঘরানাতে আসবে। এখন তো একেবারে কাঙাল হয়ে পড়েছে। লড়াই ঝগড়া করতে থাকে। বানরের থেকেও খারাপ দশা এদের। বানরের মধ্যে ৫ বিকার খুব কড়া ভাবে থাকে। কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি এই সব বিকার বানরের মধ্যে এমন ভাবে থাকে, তা আর বলার নয়। তার বাচ্চা মারা গেলে মরে পঁচে হাড়গোড় বেরিয়ে গেলেও সে ছাড়বে না। মানুষও আজকাল এমন। সন্তানের মৃত্যু হলে ৬-৮ মাস ধরে কাঁদতেই থাকবে। কিন্তু সত্যযুগে অকাল মৃত্যু হবে না। না কেউ শোকে হা ছতাশ করবে। সেখানে শয়তান বলে কিছু নেই।

বাবা এই সময় বাচ্চারা, তোমাদের সাথে কথা বলছেন। ঘর গৃহস্থালি অবশ্যই সামলাও, তাতে থেকেও এমন কামাল করে দেখাও যা সন্ন্যাসীরাও করতে পারবে না। এই সতোপ্রধান সন্ন্যাস কেবলমাত্র পরমাত্মাই শেখান। বলা হয় যে এই পুরানো দুনিয়ার এবার সমাপ্তি হবেই। সেইজন্য এর থেকে মমত্ব সমাপ্ত করো । এখন তো ফিরে যেতে হবে। দেহ সহ পুরানো যা কিছু আছে সে সবই ভুলে যাও। ৫ বিকার আমাকে দিয়ে দাও। অপবিত্র যদি হও, তবে পবিত্র দুনিয়ায় যেতে পারবে না। বাবার সাথে প্রতিজ্ঞা করো যে এই অন্তিম জন্মে। এরপরে তো পবিত্রতা কায়ম হয়ে যাবে। ৬৩ জন্ম তো বিশ্বের গর্তে ডুবে গিয়েছিলে, একদম নোংরা হয়ে গিয়েছিলে নিজের ধর্মকে ভুলে গেছ। তাই হিন্দু ধর্ম বলতে থাক। বাবা বলেন - তোমরা কেন বুঝতে পার না যে আমরা দেবী দেবতা ছিলাম। আমি তোমাকে রাজযোগ শিখিয়েছি। তারপরেও তোমরা বলো যে কৃষ্ণ শিখিয়েছে। কৃষ্ণ কি সকলের পিতা ? স্বর্গের রচয়িতা ? বাবা তো হলেন নিরাকার, সকল আত্মাদের পিতা তিনি। তা সত্ত্বেও তোমরা বলে দাও যে তিনি সর্বব্যাপী ! শিব আর শঙ্করকেও মিশিয়ে দিয়েছে। শিব তো হলেন পরমাত্মা। পরমাত্মা বলেন যে "আমি আসিই দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করতে। যা এখন স্থাপিত হয়। তারপর বিষ্ণুর দুটি রূপ - লক্ষ্মী নারায়ণ রাজত্ব করবেন" । বিষ্ণু থেকেই বৈষ্ণব কথাটা এসেছে।

আজকাল তো সব হল পাপ আত্মা। ওখানে (সত্যযুগে) এই কাম কাটারি চালিয়ে একে অপরকে আঘাত করে না। সত্য খন্ড স্থাপন কারী হলেন একজন সন্ন্যাসী। বাকি সকলেই হল ডুবানোর জন্য।

সঙ্গম আর স্বর্গ উভয়ই কাছাকাছি বলে নরকের বিষয় গুলিকে স্বর্গে টেনে নিয়ে গেছে। বাস্তবে কংস, রাবণ প্রভৃতি এখনই রয়েছে। সেখানে সেসব থাকতে পারে না। রথে যে রথী দেখানো হয় - বাস্তবে হলেন ইনি। যাঁকে নন্দীগণ, ভাগীরথও বলা হয়। তোমরা সবাই হলে অর্জুন তোমাদের বলা হয় আমি এই রথে এসেছি যুদ্ধের ময়দানে তোমাদেরকে মায়ার উপরে বিজয় লাভ করাতে। সত্যযুগে না থাকে রাবণ, না তাকে জ্বালানো হয়। এখন তো রাবণকে জ্বালাতেই থাকবে, যতক্ষণ না বিনাশ হবে। যত বিপর্যয়ই আসুক না কেন দশহরাতে রাবণকে তারা অবশ্যই জ্বালাবে। শেষে তো একসময় এই রাবণ সম্প্রদায় শেষ হয়ে যাবেই। সঙ্গতি দাতা তো হলেন একজনই মানুষ মানুষকে সঙ্গতি দিতে পারে না। যেহেতু এই দেবতাদের রাজত্ব ছিল, সেই কারণে সমগ্র বিশ্বে তাঁদেরই রাজত্ব ছিল। আর কোনো ধর্মই ছিল না। এখন যার স্থাপনা হচ্ছে। দেবতা ধর্মের লোকেরাই এসে ব্রাহ্মণ হবে। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সত্যপ্রধান সন্ন্যাস করতে হবে। এই পুরানো দুনিয়ায় থেকেও এর থেকে মমত্ব সরিয়ে নিতে হবে। দেহ সহ যা কিছু পুরানো জিনিস আছে সে সবই ভুলে যেতে হবে।

২) নিজের বুদ্ধিযোগ উপরে ঝুলিয়ে রাখ। কোনো প্রকারের চিত্র বা দেহধারীকে স্মরণ করবে না। এক বাবারই স্মরণে থাকতে হবে।

বরদান :- নাথিং নিউ - এর স্মৃতি দ্বারা বিঘ্নকে খেলা মনে করে পার করতে সমর্থ অনুভবী মূর্ত হও

বিঘ্নের আগমন - এও ড্রামার আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু সেই বিঘ্ন অসম্ভবকে সম্ভবের অনুভূতি করায়। অনুভবী আত্মার কাছে বিঘ্নও হল খেলা। ফুটবল খেলার সময় যেমন বল আসে, পা দিয়ে মারা হয়, খেলা খেলতে তো বেশ মজা লাগে। তেমনই এই বিঘ্নের খেলাও হতে থাকবে, নাথিং নিউ। ড্রামা খেলাও দেখায় আর সম্পন্ন সফলতাও দেখায়।

শ্লোগান:- সকলের গুণ গুলিকে দেখে বিশেষত্বের সৌরভ ছড়িয়ে দিলে এই জগৎ সংসার সুখময় হয়ে উঠবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলী ব্রাহ্মণেরা, বেহদের বাবার থেকে ২১ জন্মের জন্য সম্পূর্ণ আশীর্বাদী-বর্ষা পেতে চাইলে, পুরোপুরি বাবার শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে।"

প্রশ্ন :- বাচ্চারা, তোমরা কিসের প্রস্তুতি করছো ? তোমাদের পরিকল্পনাই বা কি ?

উত্তর :- অমরলোকে যাওয়ার প্রস্তুতিতে আছ তোমরা। ভারতকে স্বর্গ বানাবার পরিকল্পনা তোমাদের। তাই তো তোমরা তন - মন - ধনের দ্বারা ভারতকে স্বর্গ বানাবার সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছো। সম্পূর্ণরূপে বাবার সহযোগী তোমরাই। অহিংসার শক্তিতেই তোমাদের নতুন রাজধানী স্থাপিত হতে চলেছে। অপরদিকে জগতের লোকেরা তো বিনাশের নিমিত্তে নিত্য-নতুন কত কি পরিকল্পনা করে চলেছে।

গীত :- মাতা, ও মাতা, তুমিই সবার ভাগ্য বিধাতা।

ওঁ শান্তি! তোমরা কাদের মহিমা শুনলে। দুই মাতার। প্রথমতঃ বাবার মহিমা, যিনি নিরাকার মাতা-পিতা। একমাত্র ওনারই এই মহিমা আছে। তুমিই মাতা এবং পিতাও তুমি - সেক্ষেত্রে আবার তিনি যদি পিতা হন, মাতাও অবশ্যই তিনি। তোমরা তো জানো, পরমপিতা পরমাত্মার সৃষ্টি রচনাকালে মাতারও আবশ্যিকতা আছে। এদিকে পরমাত্মা পরমপিতা বাবাকেও এখানে আসতেই হয়, কোনও সাধারণ শরীরের আধারে। এই কারণেই তো শিবজয়ন্তী বা শিবরাত্রির মহিমাও প্রচলিত আছে। আর এই কারণেই পরমপিতা পরমাত্মাকে অবতার হতে হয় অবশ্যই। - কিন্তু কেন ? অবশ্যই তা নতুন রচনা রচবার জন্য আর পুরোনো রচনার বিনাশের জন্য। এই ব্রহ্মার দ্বারাই সৃষ্টির নতুন রচনা রচিত হয়। লৌকিকের এই বাবাই জাগতিক ব্রহ্মা। উনি ওনার স্ত্রীর দ্বারা সংক্ষিপ্ত জাগতিক রচনার সৃষ্টি করেন। সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র ওনাদের বাচ্চাই ওনাদেরকে মাতা-পিতা বলে ডাকবে। কিন্তু সবাই তো আর এমন বলবে না- তুমিই আমাদের মাতা-পিতা আর আমরা সবাই তোমার সন্তান ! যেহেতু এখানে এত বিশাল সংখ্যক বাচ্চার প্রশ্ন, যেহেতু প্রজাপিতা ব্রহ্মার তো অনেক অনেক বাচ্চা। সেক্ষেত্রে অবশ্যই ব্রাহ্মণ-কুল অথবা ব্রাহ্মণ-বর্ণকে এই বেহদের বাবাই রচেন, ব্রহ্মার মুখ-কমল দ্বারা। তাদের এই বিশেষ জন্ম হয় ব্রহ্মার মুখের দ্বারা। যেখানে সাধারণ বা পতিত জন্ম হয় জাগতিক মা-বাবার দ্বারা অর্থাৎ যারা কোলের বাচ্চা। তাই এই সাধারণ মা-বাবার কোনও মহিমা কীর্তন করা যায় না। এই মহিমা কীর্তন করা হয় কেবলমাত্র বেহদের মাতা-পিতার উদ্দেশ্যে। গীত-গাঁথাতেও আমরা বলে থাকি যে, তুমিই আমাদের মাতা-পিতা, তুমি এসেই আমাদেরকে নিজের করে নিয়েছেন। যার ফলে আগামী ২১ জন্ম স্বর্গের অফুরন্ত সুখে থাকবো আমরা। অতএব সেই সম্পর্কে ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলী বাচ্চা তোমরা শিববাবার নাতি-নাতনী-ই তো হবে। যেমন জগদম্বা সরস্বতীও ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী।

ভারতের গীত-গাঁথাতেও আছে, তুমি আমাদের মাতা-পিতা। সেক্ষেত্র তো অবশ্যই দরকার জাগতিক মাতা-পিতার। অর্থাৎ জাগতিক মাতা ও জাগতিক পিতা, এবং জগৎ পিতাকেও। ওনার মুখের কথাতেই তো তোমরা দওক সন্তান বা ধর্ম-সন্তান হও। কিন্তু আশীর্বাদী-বর্ষা পেয়ে থাকো কেবল এই এক ও একমাত্র শিববাবার থেকেই, যা এই ব্রহ্মা বাবার থেকে মোটেই নয়। শিববাবা এই ব্রহ্মাবাবার শরীরে প্রবেশ করেন। তাই ব্রহ্মাবাবাকে মা বলা হয়। আর উত্তরাধিকারের আশীর্বাদী-

বর্ষা তো আর মায়ের থেকে পাওয়া যায় না। সর্বদাই উত্তরাধিকার পাওয়া যায় বাবার থেকেই। তোমরাও বর্ষা পেয়ে থাকো সেই বেহদের বাবার থেকেই। ভক্তি মার্গের গীত-গাঁথার মহিমাতে যেভাবে ওনাকে ডাকা হয়, তার ফলে শিববাবাকে তো অবশ্যই আসতে হয়। যেখানে বাবার বাচ্চারা এত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে। দুঃখধামের পরেই আবার সুখধাম আসে। স্বর্ণযুগ অর্থাৎ সত্যযুগ হচ্ছে সত্যোপ্রধান, সম্পূর্ণ সুখের যুগ। ত্রেতাতে তা কিছুটা, ২ কলা কমে যায়। এইভাবে দ্বাপর ও কলিযুগে, যা ক্রমাগত কমেই থাকে। আর অবিনাশী সৃষ্টিচক্রও ক্রমাগত একই ভাবে ঘুরতে থাকে। তোমরা বাচ্চারা এখন জানতে পেরেছো, বেহদের এই বাবাই সেই স্বর্গের রচয়িতা। তাই রচনার নিমিত্তে, ব্রহ্মার জন্য, প্রথমেই ওনাকে রচনা করতে হয়- অব্যক্ত বা সূক্ষ্ম-বতনকে। যেহেতু ব্রহ্মা অপরিহার্য। আবার এই ব্রহ্মাকেই শিববাবা পোষ্য নেন। ব্রহ্মাকে এমনও বলেন, "তুমি তো আমারই" (রচনা)। ব্রহ্মাও জানান, "বাবা আমি অবশ্যই আপনার"। অর্থাৎ ব্রহ্মার তা অলৌকিক জন্ম, যা শিবের দ্বারা। এই প্রকারের তিন পুত্র (ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর) শিববাবার। এদের তিন জনেরই চরিত্র ও কর্ম-কর্তব্য ভিন্ন প্রকারের। বর্তমানের এই ব্যক্ত জাগতিক ব্রহ্মাও পরে অব্যক্ত ব্রহ্মায় পরিণত হন। তোমরাও তেমনি এখন যেমন ব্যক্ত ব্রহ্মার সন্তান হয়েছো, তেমনি ভবিষ্যতেও অব্যক্ত ব্রহ্মার সন্তান হিসাবে পরিগণিত হবে। যা অতি গভীর রহস্যের ব্যাপার। প্রকৃত অর্থে পরমপিতা পরমাত্মাই এই জাগতিক বিশ্বের রচয়িতা। জাগতিক দুনিয়ায় সর্ব-প্রথম রচিত হয় স্বর্গের। অতএব স্বর্গের অধিকারী হবার আশীর্বাদী-বর্ষা তো একমাত্র শিববাবার থেকেই পাওয়া যায়। এখন তো আমরা নরকেই বাস করছি। আশীর্বাদী-বর্ষা তো তখনই পাবো, যদি উনি আমাদেরকে দওক-সন্তান হিসাবে গ্রহণ করবেন। বাবা স্বয়ং তা বলছেন, "এখন আমি তোমাদের রচনা করছি।" ৫ হাজার বছর পূর্বেও ঠিক এমনি ভাবে এসেই, ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ কুলের রচনা করিয়েছিলাম। এই যে রুদ্র জ্ঞান যন্তু, তা কেবল ব্রাহ্মণেরাই তার সফল রূপ দিতে পারে। আর তোমরা হলে সেই ব্রাহ্মণ, যারা ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলী সন্তান। জগতের ব্রাহ্মণেরা তো পতিত ও বিকার সংস্কারের দ্বারা সৃষ্টি হয়ে থাকে, প্রকৃত অর্থে যাদেরকে ব্রাহ্মণ বলাই যায় না। ব্রাহ্মণ তারাই, যারা ব্রহ্মা দ্বারা সৃষ্ট ও পোষ্য সন্তান, অর্থাৎ মুখ-বংশাবলী। তোমরাই এখন সেই মুখ-বংশাবলী ব্রাহ্মণ। যেহেতু, সর্বপ্রায়ে প্রয়োজন ব্রাহ্মণদের। কিন্তু কিভাবে এরা ব্রাহ্মণে পর্যবেশিত হলো ? যেখানে বর্তমান দুনিয়ায় সবাই এখানে শূদ্র বর্ণের। তোমাদেরকেই সেই শূদ্র-বর্ণ থেকে ব্রাহ্মণ-বর্ণে রূপান্তরিত করা হয়েছে। যেন এমনটা শূদ্রের পদতল থেকে ব্রাহ্মণের মাথার শিখায় (টিকি/চৈতন্য)। তোমরাই আবার ব্রাহ্মণ থেকে দেবতায় পরিণত হবে। এই ব্রাহ্মণ বর্ণ প্রকৃত আদি সনাতন দেব-দেবী হবার জন্য। অন্য কোনও ধর্মাবলম্বীদের জন্য নয়। তোমাদের আগামী ২১ জন্ম হবে দেবী-দেবতা রূপে। এই এক বা দেড় জন্ম কেবল ব্রাহ্মণ জন্ম হয়ে থাকে। কারণ যে জ্ঞান ধারণকারী সংস্কারী বাচ্চা, শরীর ছেড়ে চলে যায়, সে ফিরে এসে আবার যাতে জ্ঞান লাভ করতে পারে। তাই তো বাবা এত করে বুদ্ধিয়ে বলছেন- "বাচ্চারা, যদি তোমরা স্বর্গের অধিকারী হতে চাও তো, পবিত্র অবশ্যই হতে হবে তোমাদের।" ৬৩ জন্ম ধরে তোমরা পাঁকে নিমজ্জিত ছিলে, কতই না দুঃখ-কষ্টে কেটেছে তোমাদের। যা ঘটেছে কেবল তোমাদের, অর্থাৎ ভারতবাসীদের ক্ষেত্রে। যখন সুখের দিন আসবে, তখন কিন্তু এমন হবে না যে, সব ভারতবাসী-ই সুখী হয়ে যাবে। যদিও ভারতেও কেউ কেউ বিশাল সম্পদশালী বিত্তবানও আছে। এমনই একজন এসেছিল, যদিও সে কোটীপতি, কিন্তু সে তার হাত-পা নিজে নাড়াতেও পারত না। তা কি কম দুঃখের। দুনিয়াতে একজনও দুঃখী থাকলে, সেই দুনিয়াকে অবশ্যই দুঃখধামই বলা হবে। সত্যযুগে একজনও কেউ দুঃখী থাকে না। এই ভারতই একদা সে রকমই সুখধাম ছিল। কিন্তু কে করেছিল সেই স্বর্গের রচনা ? - অবশ্যই এই বাবা-ই।

আমরা বাবার বাচ্চারা ই তার অধিকারী। ৫ হাজার বছর পূর্বে আমরা অবশ্যই সেই স্বর্গ-রাজ্যেই ছিলাম। অন্যেরা তো তা বলেই থাকে, যীশু-খ্রীষ্টের ৩ হাজার বছর পূর্বে, ভগবান এসে গীতা শুনিয়েছিলেন। তবে ৫ হাজার বছর সঠিক হলো তো। যীশু-খ্রীষ্টের সময় থেকে ২ হাজার বছর আর তার পূর্বের ৩ হাজার বছর। অতএব হিসাব অনুযায়ী ভগবান আবার এসেছেন গীতা শোনাতে। প্রকৃত অর্থে দেবতা ধর্ম এখন প্রায় বিলুপ্ত। বাচ্চারা, তোমরা হলে প্রকৃত পাণ্ডব, যাদের সহায়ক ছিলেন গীতার ভগবান স্বয়ং। আসলে তিনি নিরাকার। শাস্ত্রেও রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের উল্লেখ আছে। যা বাস্তবে শিবরাত্রি বা শিব-জয়ন্তী। রুদ্র জয়ন্তী বা রুদ্র রাত্রি কখনই বলা হয় না কিন্তু। তবে সেক্ষেত্রে শিবরাত্রি কেন বলা হয় ? যেহেতু বর্তমান সময়কালটা বেহদের রাত্রি। যা ঘোর অন্ধকারে ডুবে আছে - তাই না! বাবা বলছেন- "আমি আসি কেবল বেহদের রাতের সময়কালে। এর পরেই আবার দিনের প্রকাশ আসবে। আমার জন্ম প্রাকৃতিক মানুষদের মতন হয় না। কৃষ্ণ তো তার মায়ের গর্ভ-মহলেই জন্ম নেয়। তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝতে পারছো, একমাত্র অলৌকিক মাতা-পিতার থেকেই সেই অফুরন্ত স্বর্গ-সুখ পাওয়া যায়। দুনিয়ার লোকেরা তো জানেই না সুখ-পাখী কাকে বলে (পূর্বে যা সোনার ভারত নামে খ্যাত ছিল) আর নরকও বা কাকে বলে। তোমরা তো এখানে পাঠ পড়তে এসেছো। তাই শ্রীমতকে অনুসরণ করে চলবে অবশ্যই। শ্রীমত অনুসারে চলতে পারলেই তোমরাও স্বর্গের শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীনারায়ণের মতন হতে পারবে। সত্যযুগের অধিকারী যারা হবে, কলিযুগের অন্তিম পর্বে অবশ্যই তাদের ৮৪ জন্মের অন্তিম জন্ম হবে। তবেই তো এই সময়ে রাজযোগের পাঠ পড়তে পারবে। একজন বা দুজন নয়, সমগ্র সূর্যবংশী ঘরানার সবাই এই রাজযোগ শিখবে। এখন যারা এসে এই অলৌকিক বেহদের বাবার থেকে সূর্যবংশী ও চন্দ্রবংশীর রাজ্য-ভাগ্যের আশীর্বাদী-বর্সা নিচ্ছে।" বাবা আরও বলছেন- "এখন তোমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও, পবিত্র থাকার। যেহেতু আমি সেই পবিত্র দুনিয়ার স্থাপনের শুরু করেছি। ৬৩ জন্ম তোমরা অপবিত্র পতিত ছিলে, তাই তো তোমারা এত দুঃখ-কষ্টে ছিলে। কিন্তু স্বর্গে তো তোমরা অফুরন্ত সুখে ছিলে। বর্তমানের এই কানা-কড়ির ভারত আবারও হীরে-তুল্য ভারতে পরিগণিত হবে। একমাত্র এই বাবা, যিনি জানাচ্ছেন- "আমি আবার তোমাদের রাজযোগ শেখাতে এসেছি।" বেহদের বাবা আরও জানাচ্ছেন- "তোমাদের এই অন্তিম জন্মে, অবশ্যই পবিত্র হতে হবে।" বিষের পরিবর্তে অমৃত পান করতে হবে এই অলৌকিক মাতা-পিতার কাছ থেকে। কামাগ্নির চিতাকে বর্জণ করে জ্ঞান চিতায় বসতে হবে। আর সেই উদ্দেশ্যেই বাবার এই শ্রীমত পাচ্ছো তোমরা। বাবার এই বর্সার প্রতি আগ্রহ নেই যাদের, তারা বিষকে ছাড়তেই চায় না, তাই বাবাকে বলে- বাবা, বিষকে ছাড়া যে বড়ই কঠিন ব্যাপার। বাবা জানান- "আরে, যেখানে তোমাদের ২১ জন্মের জন্য অফুরন্ত সুখ-শান্তির প্রাপ্তি, তার জন্যও বিষ ছাড়তে পারো না ? ভক্তি, জপ, তপ ইত্যাদির দ্বারা তো কেবল জাগতিক সুখই পাওয়া যায়। কিন্তু অলৌকিক বাবার এই বেহদের সুখ-তা তো কেবল এই বেহদের বাবার কাছ থেকেই পাওয়া যায়। বাবা জানাচ্ছেন, উনি জগতের সাধু-সন্ন্যাসীদেরও উদ্ধারকর্তা। শিববাবার কর্ম-কর্তব্য ও গুণাবলী না জানার কারণে তারা কেউ সন্নতি পায় না। সে কারণে তারা ঘরেও ফিরতে পারে না। তাদের যদি বাবার ঘরের রাস্তা জানা থাকত, তবে তো তারা সেখানে পৌঁছে আবার এখানে আসতেই পারতো -তাই না। সবাইকেই পুনঃজন্ম তো নিতেই হয় এবং সত্য, রজো ও তমো-তে আসতেই হয়। বর্তমানের এই দুনিয়াটা মিথ্যা মায়া আর মিথ্যা কায়ার। যে কেউ-ই ধর্ম স্থাপন করে, তার নামেই শাস্ত্র বেড়িয়ে যায়, এবং সেই নাম অনুসারে তারাও পরিচিতি লাভ করে। সেই শাস্ত্রকে আবার ধর্ম-শাস্ত্রও বলা হয়। আচ্ছা, যীশুখ্রীষ্ট যখন এসেছিলেন, তখন তিনি কি করেছিলেন ? উনি নিজে যেমন এসেছিলেন, ওনার পরে পরেই ওনার

ধর্মের অনুসরণকারীরাও এসেছিলেন। ধীরে ধীরে তার বৃদ্ধিও হয়েছে। এখন আবার অন্য ধর্মের লোকেরাও খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করছে। আর হিন্দু ধর্মের লোকেরাই বেশী সংখ্যায় ধর্মান্তরিত হয়েছে। যেহেতু তারা নিজেরাই নিজেদের ধর্মকে জানে না। তোমাদের মধ্যে সঠিক ধারণা এসেছে যে, তোমরাই দেবতা বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হবে। শ্রীকৃষ্ণের আত্মাও কিন্তু এখন এই পাঠই পড়ছে। যেহেতু এটা সঙ্গমকাল, তাই সবকিছুই একত্রে মিশ্রিত হয়ে আছে। শাস্ত্র, চিত্র ইত্যাদি যা কিছুই আছে, তা সবই ভক্তি মার্গের। জ্ঞানসাগর তো কেবল একজনই-পরমপিতা পরমাত্মা, যার দ্বারা সবারই সদ্গতি হয়। সত্যযুগের লোক সংখ্যা থাকে খুবই কম। বাদ বাকী যারা তারা তাদের হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে মুক্তিধামে চলে যাবে। তখন তারা পাবে শান্তি আর তোমরা পাবে সুখ। তোমরা এখন সেই পাঠই পড়ছে, যার দ্বারা অপার সুখ ভোগ করা যায়। সে সেরকমই পুরুষার্থ করে, যা কল্প পূর্বেও যেমনটা করেছিল। যারাই ব্রাহ্মণ হতে পারবে, তারাই স্বর্গে যাবার অধিকারী হবে। যদিও তা পুরুষার্থের ক্রমানুসারে। দেবী-দেবতা ধর্মে কলমের চারাগাছ লাগছে সবে। কল্প পূর্বে যারা যে ক্রম অনুসারে এসেছিল, তারাই আবার সেই হিসাবেই আসবে। এই অবিনাশী নটকই তোমাকে উজ্জীবিত করিয়ে, সে অনুপাতেই পুরুষার্থ করিয়ে নেবে। বর্তমান সময়ে সবাই নির্বুদ্ধি ও হতবুদ্ধি হয়ে আছে। সত্যযুগে সবাই খুব দৈববুদ্ধিসম্পন্ন বুদ্ধিমান হয়। তাই তো সেখানে রাজা যেমন দৈবীবুদ্ধিসম্পন্ন হয় প্রজারাও তদ্রূপ।

তোমরা এখন হলে পাণ্ডব সেনা। বাবার সাহায্যে তোমরা স্বর্গ-রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করছো। স্বর্গ-রাজ্য রচনার পরিকল্পনাও করছো। অমরলোকে যাবার প্রস্তুতিও করছো। এছাড়া অন্যান্য যারা, তারা যে সব পরিকল্পনা করছে, তা তাদের নিজেদেরই বিনাশের লক্ষ্যে। একমাত্র তোমরা বি কে রাই অহিংসক। বাকীরা সবাই হিংসক। হিংসকরা একে অপরের সাথে লড়াই করতে করতেই শেষ হয়ে যায়। যাকে বলা যায় ক্রন্দনের জয়-জয়কার। বাচ্চারা, তোমরা এ সবই জানো, অবিনাশী নাটকের চিত্রপট অনুসারে, কল্প পূর্বে যারা প্রথমে এসেছিল, তারাই প্রথমে আসবে, তারপর ধীরে ধীরে তার বৃদ্ধি হবে। কেউ কেউ আবার বাবার বাচ্চা হয়েও বাবাকে ত্যাগ করে চলে যায়। বাবা তাদেরও বুঝিয়ে থাকেন, তোমরা যদি শ্রীমত অনুসারে চলতে পারো, তবেই তো তোমরাও সূর্যবংশী মহারাজা বা মহারানী হতে পারবে। যদিও এতে কঠিন পুরুষার্থের প্রয়োজন। জগতের শাস্ত্রবিদেরা কত ভাবেই তো কত প্রকারের শাস্ত্র-কথা শোনায়ে। বহুকাল ধরে তোমরা তা শুনেও আসছো। আর তা শুনতে শুনতে ক্রমেই তোমরাও নরকবাসীতে পর্যবেশিত হয়েছো। তোমাদের গুণ, শক্তি ও (কলা) দিব্যগুণের মাত্রাও একেবারেই শেষ হয়ে গেছে। জগত সংসারের লোকেরা যদিও বলে 'পতি পরমেশ্বর', পতিকে আবার গুরুও বলা হয় (পতি পরম গুরু)। এ ভাবেই তো নিজেদের দিব্য-গুণের মাত্রা যেমন কমেছে, তেমনি জগৎ-সংসারও তমোগুণ সম্পন্ন হয়ে পড়েছে। আত্মাধারী বাচ্চাদেরকে এ সবই বোঝাচ্ছেন তাদের বাবা পরম-আত্মা। বাবা আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, ৮৪-জন্মের চক্রে, এটাই তোমাদের অন্তিম জন্ম। অতএব নিজেরা এখন দেহী-অভিমানী হও আর কেবল আমাকেই স্মরণ করো।

- আত্মা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ সুমন স্মরণের ভালবাসা ও সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় বাবা তাঁর ঈশ্বরীয় বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) প্রকৃত অর্থে ব্রাহ্মণ হয়ে, এই রুদ্র জ্ঞান-যজ্ঞের সুরক্ষা করতে হবে। আর তার সাথে অব্যক্ত হবার লক্ষ্যে এরূপ পুরুষার্থ করতে হবে, যেভাবে ব্যক্ত ব্রহ্মাবাবা অব্যক্ত হতেন।

২) আগামী ২১ জন্ম সুখী হবার জন্য, বাবার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে- এই জন্মেই তোমরা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হবেই। কামাগ্নির চিতাকে দূরে ঠেলে দিয়ে জ্ঞান চিতায় বসতে হবে। বাবার শ্রীমত অনুসারে অবশ্যই চলতে হবে।

বরদান :- ঈশ্বরীয় সহানুভূতি দ্বারা সকলকে সন্তুষ্ট করতে সমর্থ আত্মা হয়ে সদাকালের সম্পত্তিবান হও।

বিস্তার :- বর্তমান বিশ্বে ধন-সম্পদের বিত্বান তো অনেকেই, কিন্তু সবকিছুর চাইতে বেশী আবশ্যিক সহানুভূতির সম্পত্তি। গরীব-ই বলা আর বিত্বাণ ধনীই বলা- আজ আর কারও কাছেই সেই সহানুভূতিটাই নেই। কিন্তু বাচ্চারা, তোমাদের কাছে তো সেই মহা মূল্যবান সহানুভূতির সম্পত্তি আছে। অতএব অন্যদের যদি আর কিছু নাও দিতে পারো, কিন্তু সহানুভূতি দিয়ে সবাইকে সন্তুষ্ট তো করতে পারবে ! ঈশ্বরীয় পরিবারভুক্ত হবার কারণে, তোমার এই ঈশ্বরীয় সহানুভূতি দ্বারা অন্যের তন, মন ও ধনের আবশ্যকতাও পূরো করতে পারবে।

স্নোগান :- প্রত্যেক কার্যেই সাহসকে সহযোগী করে নিলে, সফলতা অবশ্যই আসবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - কারোর সাথেই তোমাদের বেশি তর্ক করা উচিত নয়, সবাইকে কেবল বাবার পরিচয় দাও।"

প্রশ্ন:- বেহদের বাবার সং-সন্তান (step-children) যেমন আছে, তেমনই নিজ সন্তানও আছে। কাকে নিজ সন্তান (মাতলে) বলা যাবে?

উত্তর:- যে বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলে এবং পবিত্রতার রাখি দৃঢ় ভাবে বেঁধেছে। নিশ্চয় আছে যে আমরা বেহদের উত্তরাধিকার নিয়েই ছাড়ব। এইরকম নিশ্চয়বুদ্ধি সন্তানরাই হল নিজ সন্তান। আর যারা নিজের মত অনুসারে চলে, কখনও নিশ্চয় হয় কখনও সংশয় হয়, প্রতিজ্ঞা করেও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে তারা হল সং-সন্তান। নিজ সন্তানের কর্তব্য হল বাবার প্রত্যেক নির্দেশ পালন করা। বাচ্চাদের প্রতি বাবার প্রথম নির্দেশ হল - এখন সত্যিকারের রাখি বাঁধার প্রতিজ্ঞা কর, সমস্ত বিকারী বৃত্তি সমাপ্ত কর।

গীত:- জাগো সজনীরা জাগো...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা এই গানের অর্থ তো বুঝতে পেরেছে। নতুন দুনিয়া অর্থাৎ নতুন যুগ এবং পুরাতন দুনিয়া অর্থাৎ পুরাতন যুগ। পুরাতন দুনিয়ার পরে নতুন দুনিয়া আসে। পরমপিতা পরমাত্মাই নতুন দুনিয়ার রচনা করেন, তাঁকে ঈশ্বর কিংবা প্রভুও বলা হয়। কিন্তু তাঁর নাম তো অবশ্যই বলতে হবে। শুধু প্রভু বললে কার সাথে যোগ লাগানো হবে আর কাকেই বা স্মরণ করা হবে? মানুষ তো বলে দেয় তাঁর নাম-রূপ-দেশ-কাল নেই। কিন্তু ভারতে তো তাঁর 'শিব' নাম প্রসিদ্ধ। যার স্মরণে শিবরাত্রি পালন করা হয় তাকেই বাবা বলা হয়। বাবার পরিচয় জানা থাকলে তবেই তাঁর সাথে বুদ্ধিযোগ লাগবে। কারোর সাথে বেকার তর্ক করা অর্থহীন। প্রথমে বেহদের বাবার পরিচয় দিতে হবে। তিনি কখন কিভাবে কোন মনুষ্য সৃষ্টির রচনা করেন। সত্যযুগ থেকে কলিযুগের অন্তিম পর্যন্ত লৌকিক পিতা তো থাকবেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও পারলৌকিক পিতাকেই স্মরণ করা হয়। তিনি হলেন পরমধামে নিবাসকারী পিতা। এইরকম মনে করোনা যে পরমধাম মানে স্বর্গ। সত্যযুগ তো এইখানেই হয়। যেখানে পরমাত্মা এবং আত্মারা থাকে সেইটা হল পরমধাম। সকল আত্মার পিতা যখন স্বর্গের রচয়িতা তাহলে সন্তানদের কাছে কেন স্বর্গের রাজত্ব নেই? তবে হ্যাঁ, কোনো এক সময়ে স্বর্গের রাজত্ব অবশ্যই ছিল। তখন নতুন দুনিয়া এবং নতুন যুগ ছিল। এখন এটা হল পুরাতন দুনিয়া এবং পুরাতন যুগ। বাবা তো স্বর্গের রচনা করেছিলেন, এখন নরক হয়ে গেছে। কে কিভাবে এই নরক বানিয়েছে? মায়ারূপী রাবণ কি নরক বানিয়েছে? ভারতবাসীদেরকে এই জ্ঞান দেওয়া খুবই সহজ কারণ তারাই রাবণকে জ্বালায়, শুধু তার অর্থ বোঝেনা। সকল ভক্তই ভগবানকে স্মরণ করে। কিন্তু তাকে সঠিক ভাবে না জানার কারণে তাকে সর্বব্যাপী, নাম-রূপের থেকে ভিন্ন, অন্তহীন ইত্যাদি বলে দেয়। তাঁর অন্ত পাওয়া সম্ভব নয় তাই সকল মানুষ নিরাশ এবং নিরুদ্যম হয়ে গেছে। তাদেরকে নিরুদ্যম তো হতেই হত। তখনই বাবার আগমনের এবং স্বর্গ রচনার সময় হয়। বাবা এখন বলছেন, আমি পুনরায় এসেছি। ভক্তরা তো ভগবানের কাছ থেকে অবশ্যই ফল পাবে। ভগবানকে এখানে এসেই ফল দিতে হবে কারণ সকলেই পতিত। ওখানে তো কোনও পতিত যেতে পারবে না। তাই আমাকেই আসতে হয়। আমাকে আহবান করে। ভক্তদের ভগবানকে প্রয়োজন।

কিন্তু ভগবানের কাছ থেকে কি প্রাপ্তি হবে? মুক্তি এবং জীবনমুক্তি। সবাইকে দেবেন না, যে পরিশ্রম করবে তাকেই দেবেন। এত কোটি কোটি আত্মা কি উত্তরাধিকার পাবে? নতুন কেউ আসলে তাকে বলো, বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা, আমরা এটা অনুভব করেছি। এখন আমাদের আর ভগবানকে খোঁজা উচিত নয়। সময় হলে তাঁকে তো আসতেই হয়। তাঁকে আমরাও আগে অনেক খুঁজেছি, কিন্তু পাইনি। জপ-তপ, তীর্থযাত্রা ইত্যাদি অনেক করেছি, অনেক খুঁজেছি। কিন্তু তাঁকে পাইনি। তিনি নিজ সময়ে পরমধাম থেকে এখানে আসেন। আদি সনাতন দেবী দেবতাদেরকে ৮৪ জন্ম নিতে হবে। ৫টি বর্ণও প্রসিদ্ধ। এখন শূদ্র বর্ণের অন্তর্গত, এরপর ব্রাহ্মণ বর্ণতে আসবে। বর্ণের ওপরেও ভালোভাবে বোঝাতে হবে। বিরাট রূপের চিত্রতেও বর্ণের উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণ বর্ণও আছে, কিন্তু দুনিয়ার মানুষ এটা সম্মুখে জানেনা। তাই প্রথমে পরিচয় দিতে হবে যে বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা এবং আমরা হলো ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারী। বাবা এসেই ব্রাহ্মণদের রচনা করছেন, তাই তো আমরা দেবতা হই। প্রজাপিতা ব্রহ্মার নাম তো আছেই। এই ব্রহ্মার মুখের দ্বারাই ব্রাহ্মণদের রচনা করেন। ব্রহ্মাবাবার বাবা হলেন শিববাবা। এইটা হল ঈশ্বরীয় বংশ। যেমন কৃপালিনী বংশ, বাসবানী বংশ আছে, সেইরকম এইসময়ে তোমাদের বংশ হল ঈশ্বরীয় বংশ। তোমরা যারা পবিত্রতার প্রতিষ্ঠা করেছ তারা তাঁর সন্তান, সত্যিকারের ব্রাহ্মণ। সন্তান তো সকলেই, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ নিজ সন্তান, কেউ আবার সং-সন্তান। যে নিজ সন্তান সে তো পবিত্রতার রাশি পরে আছে। রাশি বন্ধন উৎসবও পালন করা হয়। সব এই সঙ্গমযুগেরই বিষয়। দশহরা উৎসবও সঙ্গমযুগের স্মৃতিচিহ্ন। বিনাশের পরেই দেওয়ালী আসে, সবার জ্যোতি জেগে যায়। কলিযুগে সবার জ্যোতি নিভন্ত আছে। বাবাকে মাঝি কিংবা মালিও বলা হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকে এইরকম বলা হয় না। বাবা এসে নিজের বাগানে তাঁর সন্তানদেরকে দেখেন। তাদের মধ্যে কেউ গোলাপ, কেউ চম্পা আবার কেউ লিলি ফুল। প্রত্যেকের মধ্যেই জ্ঞানের সুগন্ধ আছে। তোমরা এখন কাঁটা থেকে ফুল হচ্ছ। এই দুনিয়া হল কাঁটার জঙ্গল। এখানে কত ঝগড়া, মারামারি। কারণ সবাই নাস্তিক এবং অনাথ। নাথই নেই যিনি শ্রীমৎ দিয়ে সনাতন বানান। তাঁকে কেউ জানেও না। তাই নাথকে অবশ্যই আসতে হবে। বাবা এসেই সনাতন বানান। মানুষ চায় যে এক ধর্ম, এক রাজ্য হোক, পবিত্রতা থাকুক। সত্যযুগে এক ধর্ম ছিল। এখন তো দুঃখধাম হয়ে গেছে। তোমরা এখন ব্রাহ্মণ বর্ণতে পরিবর্তিত হয়েছ, এরপর দেবতা বর্ণতে যাবে। তারপর এই পতিত দুনিয়াতে আর আসবে না। ভারতভূমিই হল সবথেকে শ্রেষ্ঠ। যদি গীতার ভুল ব্যাখ্যা করা না হত তাহলে এই ভারতকে নিয়ে কেউ কথাই বলতে পারত না। শিবের মন্দিরে তো সকলেই যায়, ওটা বেহদের বাবার মন্দির। বাবাই হলেন সদগতি দাতা। তিনি এসে অনাথ বাচ্চাদের সনাতন বানান। এইসকল কথা এক বাবা ছাড়া আর কেউ বোঝাতে পারবে না। বাকিরা সবাই ভক্তি শেখায়। সেখান জ্ঞানের কোনো ব্যাপার নেই। জ্ঞানের সাগর, সদগতিদাতা কেবল একজনই। মানুষ কখনো সদগতিদাতা গুরু হতে পারবে না। এমনিতে যারা বিভিন্ন কলা কৌশল শেখায় তাদেরকেও গুরু বলে সম্বোধন করা হয়। কিন্তু ওই গুরুরা তো সমগ্র দুনিয়ার সদগতি করতে পারবে না। হয়ত মানুষ বলে যে ওইসব সাধুদের কাছে গেলে আমরা শান্তি পাই। কিন্তু সেটা সামান্য সময়ের জন্য। সন্ন্যাসীরা বলে যে স্বর্গসুখ হল কাক বিষ্ঠার সমান। ওইসব সন্ন্যাসীদের থেকে যে শান্তি পাওয়া যায় সেটাও কাক বিষ্ঠার সমানই হবে। তারা তো মুক্তি দেন না। মুক্তি জীবনমুক্তির দাতা তো কেবল বাবাই। শ্রীকৃষ্ণকে সবাই খুব ভালোবাসে কিন্তু তাকে সম্পূর্ণভাবে জানে না। এখন বাবা এসে বোঝাচ্ছেন যে সত্যযুগে কৃষ্ণপুরী ছিল, এখন সেটা কংসপুরী হয়ে গেছে। বাবা এসে পুনরায় কৃষ্ণপুরী স্থাপন করছেন। তারপর অর্ধেক কল্প পরে আবার রাবণরাজ্য অর্থাৎ নরক হয়ে যাবে। অর্ধেক কল্প হল সুখ এবং অর্ধেক কল্প হল দুঃখ। সুখের সময়টাই অধিক, কিন্তু সুখ-

দুঃখের এই খেলা তো চলতেই থাকে। একেই সৃষ্টিচক্র বা হার-জিতের খেলা বলা হয়। সন্ন্যাসীরা মনে করে যে আমরা মোক্ষলাভ করব। কিন্তু কেউই মোক্ষলাভ করতে পারে না। এই রহস্যটা কেউ জানে না। বাবা ছাড়া আর কেউই মুক্তি জীবনমুক্তি দিতে পারে না। তোমরা তো নিজেদের রাজধানী স্থাপন করছ, তাই না? এখানে দেখ, কেবল দুঃখ আর দুঃখ। এখন আমরা বাবার সহায়তায় স্বর্গ স্থাপন করছি। তারপর আমরাই মালিক হয়ে রাজত্ব করব, বাকি সবাইকে মুক্তিধামে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। পরে তারা নিজ নিজ সময়ে আসবে। তারা যখন আসবে তখন তারাও প্রথমে সুখ ভোগ করবে তারপর দুঃখ ভোগ করবে। ভক্তিমার্গে জপ-তপ করে, মালা জপ করে। বলে যে একজনকেই স্মরণ করা উচিত। এরজন্য দেহ অভিমান ত্যাগ করতে হয়, কিন্তু সেটা কেউই করেনা। বাবা বলছেন এখন সবাইকে ফিরে যেতে হবে। বাবা বাচ্চাদের সাথেই কথা বলেন। সন্তানদের মধ্যেও কেউ হল নিজ সন্তান আর কেউ সৎ-সন্তান (step-children)। সৎ-সন্তান সে - ই যে পবিত্রতার রাখি বাঁধেনা। নিজ সন্তানদের তো নিশ্চয় আছে যে আমরা উত্তরাধিকার নেবই। কিন্তু কেউ কেউ অনুত্তীর্ণও হয়। শক্তিশালী এবং দুর্বল বাচ্চার ক্রমানুসারে আছে। যারা শক্তিশালী তারা স্ত্রী-সন্তান সবাইকে নিয়ে আসবে, নিজের সমান বানাবে। রাজহাঁস আর সারস পাখি তো একত্রে থাকতে পারে না। বাবার ওপর অনেক দায়িত্ব। বাবার কাজ হল সবাইকে পবিত্র বানানো, তাই বাবা বলেন জ্ঞানে দুইজনে একসাথে চল। স্বামী-স্ত্রী একসাথে চললেই গাড়ি ঠিকঠাক এগোবে। চল, আমরা দুজনে পবিত্রতার রাখি বাঁধি। আমরা এবার পবিত্র হয়ে বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার অবশ্যই নেব। ব্রহ্মার সন্তান হয়েছি মানে ভাই বোন হয়ে গেছি। এরপর আর কোনো বিকারী কর্ম করা, বিকারে যাওয়া সম্ভব নয়। এটাই তো ঈশ্বরীয় নিয়ম। বাবা বলছেন, এখন বিষ খাওয়া এবং বিষ খাওয়ানোর এই বৃত্তি ত্যাগ করতে হবে। আমরা একে অপরকে জ্ঞান অমৃত পান করাবো। আমরাও বাবার কাছ থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার নেব। যারা বাবার নিজ সন্তান তাদের কাজ হল বাবার নির্দেশ পালন করা। যে পালন করে না তাকে সৎ-সন্তান (step-children) বলা হবে। তাদেরকে উত্তরাধিকার দেওয়ার বেলায় বাবা অবশ্যই দ্বিধা বোধ করবেন। তোমরা ব্রাহ্মণরা দেবতা হবে, তাই তোমাদের স্ত্রীকেও জ্ঞান অমৃত পান করানো উচিত। যেভাবে ছোট বাচ্চাদের নাক টিপে ওষুধ খাওয়ানো হয়। স্ত্রীকে বল যে তুমি কি স্বীকার কর যে পতি তোমার ঈশ্বর এবং গুরু? তাহলে আমি তো অবশ্যই তোমার সদগতি করব, তাই না? পুরুষ তার স্ত্রীকে শীঘ্রই নিজের মত বানাতে পারবে। কিন্তু স্ত্রী তার স্বামীকে অত শীঘ্র নিজের মত বানাতে পারবে না। তাই অবলাদের ওপর অনেক অত্যাচার হয়। বাচ্চাদেরকে অনেক মার খেতে হয়। সরকারও তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। তারা বলবে যে আমরা তো কিছুই করতে পারব না। বাবা বলেন- বাচ্চারা, শ্রীমৎ অনুসারে চললে তোমরা স্বর্গের মালিক হবে। যদি সৎ-সন্তানের মত আচরন কর তাহলে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। দুনিয়াতে লৌকিক বাবার কাছ থেকে সন্তানরা সীমিত (লৌকিক) উত্তরাধিকার নেয়, আর এখানে বেহদের বাবার কাছ থেকে তাঁর নিজ সন্তানরা বেহদের উত্তরাধিকার নেয়। এই দুনিয়াকে বলা হয় দুঃখধাম। এখানে তো তোমাদের সোনার গয়না পরাও উচিত নয় কারণ তোমরা হলে নিঃস্ব। পরের জন্মে তোমরা সোনার মহলে থাকবে। সেই মহল রত্নজড়িত হবে। তোমরা জানো যে আমরা এখন বাবার কাছ থেকে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার নিষিদ্ধ। ভক্তিমার্গে আমি কেবল ভাবনার আধারে ফল দিয়ে থাকি। ওরা তো জানেও না যে কৃষ্ণের আত্মা, গুরু নানকের আত্মা এখন কোথায়। তোমরা জানো যে এরা সবাই পুনর্জন্ম নিতে নিতে এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে। ওরাও তো সৃষ্টিচক্রের অন্তর্গত, সবাইকেই তমোপ্রধান হতে হবে। তারপর অন্তিমে বাবা এসে সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। আত্মা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) এখন পবিত্রতার রাখি বাঁধতে হবে। দেহ-অভিমান ত্যাগ করে বিকারী বৃত্তি সমাপ্ত করতে হবে।

২) বাবার শ্রীমং অনুসারে চলে সুযোগ্য সন্তান হতে হবে। জ্ঞান অমৃত পান করে অপরকেও পান করতে হবে। নিজের মধ্যে জ্ঞানের সুগন্ধ ধারণ করে সুগন্ধী ফুল হতে হবে।

বরদান:- শুভ ভাবনার দ্বারা ব্যর্থকে সমর্থতে পরিবর্তন করে পবিত্র হংস হও।

তাকেই পবিত্র হংস বলা হয় যে নাকারাত্মক থাকে (Negativity) ত্যাগ করে সকারাত্মকতাকে (Positivity) ধারণ করে। দেখেও দেখো না, শুনেও শুনো না। নকারাত্মক অর্থাৎ ব্যর্থ কথাবার্তা, ব্যর্থ কর্ম করো না, বলো না, শুনো না। ব্যর্থকে সমর্থতে পরিবর্তন করে দাও। এর জন্য প্রত্যেক আত্মার প্রতি শুভ ভাবনা থাকতে হবে। শুভ ভাবনার দ্বারা উল্টো কথাও সোজা হয়ে যায়। তাই যে যেমনই হোক তুমি শুভ ভাবনা দাও। শুভ ভাবনা পাথরকেও জল করে দেবে এবং ব্যর্থ সমর্থতে পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

স্লোগান:- অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করতে চাইলে শান্ত-স্বরূপ অবস্থায় স্থির থাক।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছ, সেই প্রতিজ্ঞায় সম্পূর্ণ চলতে হবে, জান যায়, কিন্তু ধর্ম না যায় - এ হল সবথেকে উচ্চ লক্ষ্য , প্রতিজ্ঞা ভুলে যদি উল্টো কাজ করো, তাহলে তোমাদের রেজিস্টার খারাপ হয়ে যাবে ।"

প্রশ্ন :- এই যাত্রায় আমরা যে তীক্ষ্ণতার সাথে এগিয়ে যাচ্ছি, তার চিহ্ন বা নিদর্শন কি ?

উত্তর :- এই যাত্রায় যদি তীক্ষ্ণতার সাথে এগোতে থাকো, তাহলে বুদ্ধিতে এক স্বদর্শন চক্র ঘুরতে থাকবে । সর্বদা বাবা আর বর্সা বা তাঁর সম্পত্তি ছাড়া আর কোনো কিছুই স্মরণে থাকবে না। যথার্থ স্মরণের অর্থ হল এখানকার কোনো কিছুই নজরে আসবে না । দেখেও যেন তোমরা কিছুই দেখতে পাচ্ছো না । সমস্ত কিছু দেখেও তোমরা বুঝতে পারবে যে এই সব কিছুই একদিন মাটিতে মিশে যাবে । এই মহল ইত্যাদি সবই নষ্ট হয়ে যাবে । এখানকার কোনো কিছুই আমাদের রাজধানীতে ছিল না, আর না ভবিষ্যতে হবে ।

গীত :- ও মাঝি, আমার ভাগ্যের নৌকাকে যেদিকে চাও নিয়ে চলো.....

ওম্ শান্তি । এই গানের লাইন কিন্তু বাস্তবে ভুল । বাবা বলেন বাচ্চারা, আমি এসেছি তোমাদের নিয়ে যাবার জন্য । কোথায় নিয়ে যাবেন ? নিয়ে যাবেন মুক্তি আর জীবনমুক্তিধামে । যত উঁচু পদ পাবে, তত নাও । এমন নয় যে তিনি যেখানে চান। সবাই চায় যে, পুরুষার্থ করি । কিন্তু নাটকের নিয়ম অনুসারে সমস্ত পুরুষার্থী একরকম হবে না । এ তো বাচ্চাদের নিজের উপর নিজেদেরই কৃপা করতে হবে । জ্ঞানের সাগর তো জ্ঞান আর যোগ শেখাতে এসেছেন । এ হলো তাঁর কৃপা, যেমন শিক্ষক পড়িয়ে থাকেন । যোগী যোগ শেখান । বাকি কম বা বেশী শেখা তো তাদের উপর নির্ভর করে । তোমরা জানো যে আমরা সকলেই সত্যের সঙ্গে বসে আছি, নাকি মিথ্যার সঙ্গে । সত্যের সঙ্গে একজনেরই, কেননা সত্য হলেন একজনই । তিনিই সত্যযুগের স্থাপনা করান আর সেই সত্যযুগে নিয়ে যাওয়ার পুরুষার্থও তিনিই করান । সত্যের একটা স্লোকও আছে যে, সত্য বলো, সত্য পথে চলো, তাহলেই সত্য খণ্ডে যেতে পারবে । শিখ ধর্মের লোকেরা বলে থাকে, সত্য শ্রী অকাল । একই সত্য বাবা হলেন সবার থেকে শ্রেষ্ঠ, অকালমূর্ত । তাঁকে কখনো কাল গ্রাস করতে পারে না । মানুষকে তো প্রতি মুহূর্তে কাল গ্রাস করে । তোমরা বাচ্চারা সত্যিকারের সত্যসঙ্গে বসে আছো । ভারত এখন যেমন মিথ্যা খণ্ড হয়েছে, তাকে সত্য খণ্ড বানান একমাত্র বাবা । দেবী - দেবতারা সকলেই হলেন তাঁর সন্তান । এখান থেকেই দেবতারা পুণ্য আত্মা হওয়ার বর্সা বা সম্পত্তি নিয়ে যান । এখানে তো সবই মিথ্যা । গভর্নমেন্টও যে কথা দেয়, তাও মিথ্যা । গভর্নমেন্ট বলে, আমরা ভগবানের দিব্যি খেয়ে সত্যি বলছি । কিন্তু এই কথা বলেও মানুষ ভয় পায় না । এর থেকে তারা যদি বলে যে আমরা আমাদের বাচ্চার নামে দিব্যি খাচ্ছি, তাহলে বলতে গিয়ে আটকাবে বা দুঃখ পাবে, কেননা তারা ভাবে যে ঈশ্বর আমাদের সন্তান দেন । তাই ঈশ্বরের নাম করে যদি বাচ্চার নামে দিব্যি দিই, কি জানি, যদি বাচ্চা মারা যায় তাই এই কথা বলতে গিয়ে তারা আটকায় । স্ত্রী তার স্বামীর নামে কখনোই দিব্যি দেবে না । পুরুষ কিন্তু তার স্ত্রীর নামে দিব্যি দিয়ে থাকে । তারা ভাবে যে এক স্ত্রী মারা গেলেও আর একজন স্ত্রী নিয়ে আসবে । মানুষ মাত্রই যে দিব্যি দেয়, সে সবই মিথ্যা । প্রথমে তো ভগবানকে বাবা ভাবতে হবে । না হলে এই বাবার নেশা থাকবে না ।

তোমরা বাচ্চারা জানো যে সত্ শ্রী অকাল সেই বাবাকেই বলা হয় । সেই সত্ বাবার নাম হলো শিব । যদি কেবলমাত্র রুদ্র বলা তাহলে দ্বিধায় পড়ে যাবে । কিন্তু বোঝানোর জন্য এই কথাও বলতে হয় । গীতাতেও রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের কথা বলা আছে, যার থেকে বিনাশ জ্বালা প্রস্ফলিত হয়েছিলো । সেও এখনকারই কথা । কৃষ্ণের যজ্ঞের কোনো নাম নেই । দুজনকেই মিলিয়ে মিশিয়ে দিয়েছে । বোঝানো হয় যে সত্যযুগ আর ত্রেতাযুগে কোনো যজ্ঞ হয় না । যজ্ঞ হয় জ্ঞানের । বাকি সবই পার্থিব যজ্ঞ । পুঁথি পড়া বা পূজো করা, এ সবই হলো ভক্তিমার্গের । জ্ঞান হলো একটাই যা সত্য পরমাত্মা দিয়ে থাকেন । মানুষ ঈশ্বরের নামেই মিথ্যা বলে থাকে, তাই ভারত এমন কাঙ্গাল হয়ে গেছে । এর থেকে বড় মিথ্যা আর কিছুই নেই । এই নাটক তো সম্পূর্ণ বানানো আছে । এর আর এক নাম ভুল ভুলাইয়া অর্থাৎ বাবাকে ভুলে যাওয়াতে বিভ্রান্ত হওয়া । এরপর বাবা এসে এই বিভ্রান্তি ছাড়িয়ে দেয় । এই নাটকে হার জিতের খেলাই আছে । এই হারাতে অর্ধেক কল্প লেগে যায় । সম্পূর্ণ মাটিতে মিশে যায় । তারপর অর্ধেক কল্প আমাদেরই জিত হয় । এইকথা তোমরা ছাড়া আর কেউই জানে না । বড় বড় গীতা পাঠশালা তো অনেকই আছে । গীতার ভারতী বিদ্যাভবনও বানানো হয়েছে । গীতার নাম তো অনেক উঁচু । গীতাকে বলা হয় সর্ব শাস্ত্র শিরমণি । কিন্তু এর বদল হওয়াতে তা আর কোনো কাজের নেই । অনেকদিন ধরেই গীতার নাম চলে আসছে । বাবা বলেন যে গীতার ভগবান আমি নাকি কৃষ্ণ । এখন হলো সঙ্গমের সময় । বাবা হলেন রচয়িতা, যখন তিনি স্বর্গের রচনা করেন তখনই রাধা - কৃষ্ণ বা লক্ষ্মী - নারায়ণ আসবেন । বাবা এসে স্বর্গের মালিক আমাদেরই বানান, জগদম্বা আর জগত পিতার দ্বারা । এই রাজযোগ তো ভগবান ছাড়া অন্য কেউই শেখাতে পারেন না । জগদম্বা হলেন অনেক নামিদামী । কলসও জগদম্বার কাছেই থাকে । লক্ষ্মী - নারায়ণ বা রাধা - কৃষ্ণ তো আর এখন নেই । কৃষ্ণের সাথে তো রাধাকেও থাকা চাই । গীতাতে রাধার কোনো বর্ণনাই নেই । ভাগবতে আছে । বাবা বলেন যে যারা রাধা কৃষ্ণ ছিলেন, তারাই এখন ৮৪ জন্মের শেষ জন্মে । আমি তাঁদের এবং তাঁদের রাজধানীকে আবারও তৈরী করছি । সবাইকে গোরা বানাচ্ছি । এ হলো অতি গোপন কথা যা তোমারই জানো যে আমরাই হলাম সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী দৈবী ঘরানার । আমরাই ৮৪ জন্ম ভোগ করেছিলাম । আবার আমরা সেই সত্যযুগে যাবো । সত্যযুগ থেকেই তো গোণা হবে, তাই না ? এই ৮৪ জন্মের চক্রও বিখ্যাত । তোমরা তো বাবার বর্ষা বা সম্পত্তিকে প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করো, তাই না ? এখন এই ৮৪ র চক্রকে স্মরণ করো । এই চক্রকে স্মরণ করা অর্থাৎ সারা পৃথিবীর হিস্ট্রি - জিওগ্রাফিকে স্মরণ করা । যত স্বদর্শন চক্র ঘুরতে থাকবে, বুঝবে, ততই এই যাত্রায় তীক্ষ্ণ গতিতে এগোতে পারছো ।

তোমরা জানো যে এখন এই দুনিয়া কাঁটার । তমোপ্রধান মানুষ পাঁচ বিকারে আটকে আছে । বাবা বলেন, "আমিষ্ম" ভাব ছেড়ে দাও, কিন্তু ছাড়েই না । এমন বেহদের রাজস্ব পাবে তবুও বলে ভেবে দেখবো । এই বিকার কি এতই প্রিয় যে বলে, ছাড়ার জন্য ভেবে দেখবো । আরে, এখনই প্রতিজ্ঞা করো তাহলেই তো বাবার থেকে সাহায্য পাবে । এটা তো জরুরী যে প্রতিজ্ঞা করো, কুলের কলঙ্ক হবো না । যাই হোক ধর্ম ছাড়বো না । এই লক্ষ্য হলো অনেক উঁচু । বাবা তো সম্পূর্ণ চেষ্টা করবেন, তাই না ? হালকা ছাড়বেনই না । আচ্ছা, একবার মাফ করে দেবেন । কিন্তু আবারও যদি করো, তাহলেই শেষ হয়ে যাবে, এতেই তোমাদের হিসেব খারাপ হয়ে যায় । এই বিকার হলো এক বিষ । জ্ঞান হলো অমৃত, যার থেকে মানুষ থেকে দেবতা হওয়া যায় । দুনিয়ায় তো হলো কুসঙ্গ । শিখের সত্ শ্রী অকাল বলে খুব রব তোলে কেননা এই সত্ শ্রী অকালই সকলের উদ্ধার করেছিলেন । কিন্তু

তাঁকে সবাই ভুলে গেছে । এই ভুলে যাওয়াও এই নাটকেই আছে । জৈন ধর্মের লোকেদের খুব কড়া সন্ন্যাস । বাবা বলেন যে আমি তোমাদের সহজ রাজযোগ শেখাই । বাবা কোনো কষ্ট দেন না । তোমরা এরোপ্পেনে চড়া বা মোটরে ঘোরো, কোনো আপত্তি নেই । কিন্তু খাওয়া দাওয়া যতটা সম্ভব সাবধান থেকো । খাবারে দৃষ্টি দিয়েই তারপর তোমরা খাবে, কিন্তু বাচ্চারা এইকথা ভুলে যায় । এতেতো বাবাকে বা সাজনকে খুশীর সঙ্গে স্মরণ করতে হবে । সাজন, আমরা তোমার স্মরণেই তোমার সাথে ভোজন গ্রহণ করি । আপনার তো নিজের শরীর নেই । আমরা আপনাকে স্মরণ করে খাদ্য গ্রহণ করবো আর আপনি তার সুগন্ধ নিতে থাকুন । এমন স্মরণ করতে করতে তা অভ্যাসে পরিণত হবে আর খুশীর পারা চড়তে থাকবে । জ্ঞানের ধারণাও হতে থাকবে । কিছু কমতি থাকলে ধারণাও কম হবে । তার কিন্তু জোরে তীর লাগবে না । বাবার সঙ্গে যোগ অর্থাৎ সবকিছু দেখেও বুঝতে হবে এমন সুন্দর সুন্দর মহল কিছুই থাকবে না, সবই মাটিতে মিশে যাবে । এইসব আমাদের রাজধানীতে ছিলো না । এখন তো আমাদের রাজধানী স্থাপন হচ্ছে । সেখানে এইসব কিছুই থাকবে না । নতুন দুনিয়া হবে । এই পুরোনো ঝাড় ইত্যাদি কিছুই থাকবে না । সেখানে সবই ফার্স্টক্লাস জিনিস থাকবে, এত জন্তু জানোয়ার , সবই শেষ হয়ে যাবে । এত রোগও সেখানে থাকবে না । এইসব পরে আসবে । সত্যযুগ হলো স্বর্গ । কিন্তু এখানকার সব জিনিসই দুঃখদায়ক । এইসময় প্রত্যেকেরই আসুরী মত । গভর্নমেন্টও চায়, এমন শিক্ষাব্যবস্থা হোক যাতে বাচ্চাদের চঞ্চলতা দূর হয় । এখন তো বাচ্চারা চঞ্চল হয়ে গেছে । ধর্না দেওয়া, অনশন করা এ সব তো হয়েই চলেছে । এসব কে শিখিয়েছে ? নিজেরা যা শিখেছে তাই নিজের সামনে আসে । বাবা বলেন বাচ্চারা, তোমরা শান্তিতে থাকো । খুব জোরে গান বা এইসব নিয়ে উচ্চস্বরে কীর্তন, এ সবই হলো ভক্তিমার্গের চিহ্ন । তোমরা তো জন্ম - জন্মান্তর ধরে সাধনা করে আসছো , সাধনা এই নাম তো অনেকদিন ধরেই চলে আসছে । কিন্তু সঙ্গতি কারোরই হয় না । তোমাদের কাছে ছবি বা বই না থাকলেও তোমরা মন্দিরে গিয়ে বোঝাতে পারো যে এই লক্ষ্মী - নারায়ণই প্রথমে স্বর্গের মালিক ছিলেন । তাঁরা নিশ্চই এই স্বর্গের রচয়িতার থেকে বর্সা বা সম্পত্তি পেয়েছিলেন । স্বর্গের রচয়িতা হলেন এই পরমপিতা পরমাত্মা, যিনিই আমাদের বোঝান । যারা মন্দির বানান তারা কিন্তু এইকথা জানেন না । তোমরা বাচ্চারা বোঝাবে যে এই লক্ষ্মী - নারায়ণ পরমপিতা পরমাত্মার থেকেই বর্সা পেয়েছিলেন । অবশ্যই তা এই কলিযুগের শেষেই পেয়েছিলেন । গীতাতে রাজযোগের কথাই আছে । অবশ্যই এই সঙ্গমেই তাঁরা রাজযোগ শিখেছিলেন, আর তা পরমপিতা পরমাত্মার থেকেই শিখেছিলেন নাকি তাঁর রচনা শ্রীকৃষ্ণের থেকে । রচয়িতা হলেন এক বাবাই, যাকে হেভেনলী গড ফাদার বলা হয় । যারা খুব ভালো এবং বিশাল বুদ্ধিসম্পন্ন তারা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে আর ধারণাও করতে পারে । ছোটো ছোটো বাচ্চারা বড় মানুষদের সাথে কথা বলে, ছবি দেখিয়ে বোঝায় যে এদের রচয়িতা কে । কমন চিত্র হোক বা না হোক । বাচ্চারা ছেলেমানুষের ভাষায়ও বোঝাতে পারে । ছোটো ছোটো বাচ্চারা যদি হুঁশিয়ার হয়ে যায় তাহলে মানুষ বলবে, বলিহারি এমন বাবার, যিনি এনাদের এমন হুঁশিয়ার বানিয়েছেন । বাচ্চারা বলবে যে, আমরা জানি তাই তো শোনাতে পারি । বেহদের বাবা এখন রাজযোগ শেখাচ্ছেন । বাবা বলেন যে নিজেকে আত্মা মনে করো । কোনো দেহধারীকেই গুরু ভেবো না । এক সঙ্করুই হলেন উদ্ধারকর্তা বাকি সবাই ডুবিয়ে দেন । তোমরা তাদের সামনে এমন ভাবে বলতে থাকবে যে তোমাদের নাম উজ্জ্বল হয়ে যাবে । কন্যাদের দ্বারাই জ্ঞান বাণ মারা হয়েছিলো - এমন দেখানো হয় । এমন নয় যে সবাই বুঝে যাবে । যারা আমাদের ধর্মের হবে তারাই তাড়াতাড়ি বুঝবে । যাদের বাণপ্রস্থে যাওয়ার সময় হয়েছে বা যারা মন্দির বানায় তাদের গিয়ে বোঝাও তাদেরই জাগানো উচিত । তাদের বলা, আমরা আপনাদের শিববাবার বায়োগ্রাফি বলছি । দ্বিতীয় নম্বরে আছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং

শংকর । আমরা আপনাদের এই পৃথিবীর হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি বলছি যে মানুষ কিভাবে ৮৪ জন্ম নিয়েছে । এ হলো ৮৪ র চক্র । ব্রহ্মা, সরস্বতী সকলের কাহিনী বসে শোনাও । এই কাহিনী তোমরা বাচ্চারা ছাড়া কেউই বোঝাতে পারবে না । এসো, তোমাদের বলছি, লক্ষ্মী - নারায়ণ কিভাবে রাজ্য পেয়েছিলেন আর কিভাবে হারিয়েছিলেন । আচ্ছা, এই কথা না বুললেও অন্তত "মনমনান্তব" হয়ে যাও । এমন বাচ্চাদের তো অবশ্যই গিয়ে সার্ভিস করা উচিত । আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা আর সুপ্রভাত ।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কোনো কমতি যদি তোমাদের ভিতরে থাকে তাহলে তাকে চেক করে বের করে দিতে হবে ।
বাবার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছ, তাতে অটল থাকতে হবে ।

২) খাবার শুদ্ধতার সাথে বানিয়ে তাকে দৃষ্টি দিয়ে স্বীকার করতে হবে । বাবা অথবা সাজনের স্মরণে খুশীর সঙ্গে ভোজন করতে হবে ।

বরদান :- শ্রেষ্ঠ কর্মের দ্বারা শুভ কামনার স্টক জমা করে চৈতন্য দর্শনীয় মূর্ত হও ।

যে কর্মই করো তাতে শুভকামনা নিতে থাকো আর দিতেও থাকো । শ্রেষ্ঠ কর্ম করলে সকলের শুভেচ্ছা সহজেই পাওয়া যায় । সকলের মুখ থেকেই এই কথা বেরোয় যে এ খুবই ভালো । বাহ্ । তাদের কর্মই স্মরণীয় হয়ে ওঠে । যে কাজই করো না কেন, খুশী দাও আর খুশী নাও, শুভেচ্ছা দাও আর শুভেচ্ছা নাও । যখন এই সঙ্গমে শুভেচ্ছা দেবে আর তা নিতেও থাকবে তখন তোমাদেরই জড় চিত্রের দ্বারা এই শুভকামনা তোমরা প্রাপ্ত করতে থাকবে । আর বর্তমানেও চৈতন্য দর্শনীয় মূর্ত হতে পারবে ।

স্লোগান :- সবসময় উৎসাহ - উদ্দীপনায় থাকো - তাহলেই আলস্য সমাপ্ত হয়ে যাবে ।

সকল ব্যর্থ ত্যাগ করে সমর্থ হও

আজ বাপদাদা বিকর্মাজিত অর্থাৎ বিকর্ম সন্ন্যাসী আত্মাদের দেখছেন। ব্রাহ্মণ আত্মা হওয়া অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কর্ম করা এবং বিকর্মের সন্ন্যাস করা। ব্রাহ্মণ বাচ্চা হওয়ার সাথে সাথেই তোমরা এই শ্রেষ্ঠ সংকল্প করেছিলে যে, এখন থেকে তোমরা বিকর্ম বন্ধ করে সুকর্ম করবে। যে আত্মা সুকর্ম করে তাকে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলা হয়ে থাকে। সেইজন্য তোমাদের সংকল্প ছিলো বিকর্ম জয়ী হওয়ার। এই লক্ষ্যই সবাই প্রথমে ধারণ করেছিলে, তাই না! এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে শ্রেষ্ঠ লক্ষণ ধারণ করছ? তাহলে, নিজেকে প্রশ্ন করো - আমি কি পাপাদি পূর্ণ কর্ম থেকে নিজেকে বিরত রেখেছি? যেমন লৌকিক দুনিয়ার উঁচু রয়্যাল পরিবারের আত্মারা কোনও নগণ্য কর্ম করেনা, সেইরকম তোমরা সুকর্মী আত্মারাও বিকর্ম করতে পারোনা। ঠিক যেমন হদের বৈষ্ণবগণ কোনও অকিঞ্চিত্তকর জিনিস গ্রহণ করেনা, তেমন এইরকম বিকর্মাজিত বিষ্ণুবংশী তোমরাও বিকর্ম বা অশুভ সংকল্প অর্থাৎ কোনও তমোগুণী কর্ম বা সংকল্প করতে পারোনা। এই ধরণের কর্ম ব্রাহ্মণ ধর্মে নিষেধ আছে। তোমরা যেমন এখানে আসা নতুন শিক্ষার্থীদের জন্য সমস্ত বিষয়ের ডাইরেকশন লেখো, যে, একজন সহজযোগীর জন্য এই এই ব্যাপারে নিষেধ আছে, তোমরাও স্পষ্ট করে বুঝতে পারো তো ব্রাহ্মণদের এবং তোমাদের কি কি নিষেধ আছে? তোমরা সবাই জানো এবং মেনেও থাকো, কিন্তু তারাই অনুসরণ করে চলে যারা নম্বরক্রমানুসারে শ্রেষ্ঠ। এইরকম বাচ্চাদের দেখে বাপদাদার এক মজাদার কাহিনী স্মরণে এলো যেটা তোমরা শুনিয়ে থাকো। তোমরা যদিও এটা মানো এবং বলা, কিন্তু বলা সত্ত্বেও তোমরা এটা করো! এই বিষয়ের আধারে তোমরা অন্যদের তোতাকাহিনী শুনিয়ে থাকো। তোমরা অন্যকে করতে না করছ অথচ নিজেরাই সেটা করছ! সুতরাং, এই বিষয়ে তোমাদের কি বলার থাকতে পারে? ব্রাহ্মণ আত্মাদের কি এটাই শ্রেষ্ঠ আচার? কারণ ব্রাহ্মণ হওয়ার অর্থ শ্রেষ্ঠ হওয়া। তাহলে, শ্রেষ্ঠত্ব কি? বিশুদ্ধ কর্ম নাকি তুচ্ছ কর্ম? ব্রাহ্মণ যখন নগণ্য কিছু করতে পারেনা তখন বিকর্মের তো কোনও কথাই নেই! বিকর্মাজিত অর্থাৎ বিকর্ম বা অশুদ্ধ সংকল্পের ত্যাগ। কর্মেন্দ্রিয়ের আধারে থাকার কারণে তোমরা কর্ম করা থেকে বিরত থাকতে পারোনা। সুতরাং দেহের সম্বন্ধ কর্মেন্দ্রিয়ের সাথে জুড়ে আছে আর কর্মেন্দ্রিয় কর্ম করার সাথে। আমরা এখন এই দেহ আর দেহের সাথে সম্বন্ধীত সবকিছু ত্যাগের বিষয়ে কথা বলছি। কর্ম কর্মেন্দ্রিয়ের সাথে যুক্ত, কর্মের ক্ষেত্রে তোমাদের ত্যাগ করতে হবে বিকর্মকে। বিকর্মের ত্যাগ বিনা তোমরা সুকর্মী বা বিকর্মাজিত হতে পারবেনা। তোমরা বিকর্মের পরিভাষা ভালোভাবে জেনেছ। কোনরকম বিকর্মের অংশমাত্রেরও বশীভূত হয়ে কর্ম করা অর্থাৎ বিকর্ম করা। বিকারের সূক্ষ্ম এবং রয়্যাল স্বরূপ, এই দুটোই তোমরা ভালোভাবে জেনেছ আর এই বিষয়ে তোমাদের আগেই বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণদের বিকারের রয়্যাল রূপ কি! যদি কোনও বিকার তার রয়্যাল রূপে থাকে বা তাদের সূক্ষ্ম অংশমাত্রও থাকে, তবে সেইরকম আত্মা সদা পবিত্র কর্ম করতে অপারগ হয় অর্থাৎ সুকর্মী হতে পারেনা।

অমৃতবেলা থেকে চেক করো, তুমি সুকর্ম করেছ নাকি ব্যর্থ কর্ম করেছ বা কোনও বিকর্ম হয়েছে কিনা! সুকর্ম অর্থাৎ শ্রীমতের আধারে কর্ম করা। শ্রীমতের আধারে করা কর্ম নিজে থেকেই সুকর্মের খাতায় জমা হয়ে যায়। সুতরাং, সুকর্ম এবং বিকর্ম

কে এইভাবে চেক করো । অবিরত বারবার নিজেকে এই বিধিতে চেক করো । তোমাদের প্রত্যেক কর্মের শ্রীমত দেওয়া হয়েছে, অমৃতবেলায় ওঠার কর্ম থেকে শুরু করে রাত্রে শুতে যাওয়া পর্যন্ত । কিভাবে উঠতে বসতে হয়, কিভাবে সবকিছু করতে হয় তোমাদের বলা হয়েছে । যদি সেই সময়ে না ওঠো তাহলে, অমৃতবেলা থেকে শ্রেষ্ঠ প্রারন্ধ বানাতে পারবেনা। যার অর্থ, তোমরা ব্যর্থ এবং বিকর্ম ত্যাগ করতে পারবেনা । অতএব, তোমাদের অবশ্যই এই অধীনতা ত্যাগ করতে হবে । সবরকম ব্যর্থকে ত্যাগ করতে হবে । কেউ কেউ ভাবে তারা তো কোনও বিকর্ম করেনি, তারা কোনও ভুল করেনি, তেমন কোনও কথাও বলেনি ! যাই হোক, ব্যর্থ শব্দও তোমাদের সমর্থ হতে দেবেনা অর্থাৎ তোমাদের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান হতে দেবেনা । যদি তোমরা কোনও বিকর্ম নাও করে থাকো কিন্তু ব্যর্থ কর্ম করেছ তবে বর্তমান বা ভবিষ্যতের জন্য কিছুই জমা হলোনা । শ্রেষ্ঠ কর্ম করলে বর্তমানেই শ্রেষ্ঠ কর্মের প্রত্যক্ষ ফল, খুশি আর শক্তিরূপে অনুভব হবে । তুমি নিজের শ্রেষ্ঠ কর্মের প্রত্যক্ষ এবং তাত্ক্ষণিক ফল লাভ করবে আর অন্যরাও এমন শ্রেষ্ঠ কর্মী আত্মাদের দেখে পুরুষার্থ করার আগ্রহ এবং উত্সাহ অনুভব করবে যে, তারাও তোমার মতো হতে পারে । সুতরাং তুমি তাত্ক্ষণিক ফল লাভ করছ এবং অন্যের সেবা করছ । এইভাবে তুমি ডাবল জমা করছ, বর্তমানে জমার পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতের পুঁজি নিজে থেকেই যে কোনভাবে জমা হয়ে যাবে । এই হিসেবে যদি তুমি ব্যর্থ বা সাধারণ কর্মও করো তবে সেটা কত লোকসান হয়ে যায় ! সুতরাং, এইরকম কখনও ভেবোনা যে, তুমি কোনও তুচ্ছ কর্ম করেছ, যেটা সবসময়ই হয় । শ্রেষ্ঠ আত্মার প্রতি পদক্ষেপ, প্রতিটা কথা এবং প্রতিটা কর্ম শ্রেষ্ঠ হবে । সুতরাং, বুঝেছ তো ত্যাগের পরিভাষা কি ! সমস্ত ব্যর্থকে ত্যাগ করা মানে সাধারণ কর্ম, বচন, সময়কে ত্যাগ করে সদা সমর্থ, সদা অদ্বিতীয় হও, অর্থাৎ, পদ্মাপদম সৌভাগ্যশালী হও । সুতরাং, সমস্ত ব্যর্থ আর সাধারণ কথায় আন্ডারলাইন করো । এমন সংশয়জনিত ব্যাকুলতা ত্যাগ করো কারণ বিশ্বমঞ্চে ব্রাহ্মণ বাচ্চারা, তোমাদের পার্ট হিরো-হিরোইনের । এইরকম হিরো পার্টধারী আত্মাদের এক একটি সেকেণ্ড, এক একটি সংকল্প, এক একটি বচন এবং এক একটি কর্ম হীরের চেয়েও বেশী মূল্যবান । তোমরা যদি এক সেকেণ্ডও নষ্ট করো তবে হীরে খোয়ানোর মতো হবে । যদি কারও মহামূল্যবান হীরে কোথাও পড়ে যায় বা হারিয়ে যায়, তবে সে মনে করবে যে, কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ কোনও জিনিস সে হারিয়ে ফেলেছে । যাই হোক, এটা কোনও একটা হীরে হারাবার কথা নয় । অনেক হীরের মূল্য এক সেকেণ্ড । এইভাবে ভাবো । এটা এইরকম হওয়া উচিত নয় যে, তোমরা বসে বসে নিজেদের মধ্যে নগণ্য বিষয়ে সাধারণভাবে কথা বলে সময় কাটাবে ! তারপরে তোমরা কি বলো ? আমরা কোনও খারাপ কথা বলিনি, আমরা নিজেদের মধ্যে এমনিই শুধু কথা বলছিলাম, আমরা বসে পরস্পরের সাথে এমনিই শুধু গল্পগুজব করছিলাম । আমরা এমনিই শুধু সময় কাটাচ্ছিলাম । এইরকম 'এমনিই শুধু' করতে করতে কত সময় চলে যায় । তোমরা তো 'এমনিই শুধু' নও, তোমরা হলে হীরের মতো । সুতরাং, নিজের ভ্যালু কি, জানো । তোমাদের জড় চিত্রের কত মূল্য ! এমনকি তোমাদের এক সেকেণ্ডের ঋণিক দৃষ্টির কত মূল্য দেওয়া হয় । তোমাদের একটা সংকল্পই অনেক মূল্যবান যে, আজও তাকে বরদানরূপে মানা হয় । ভক্তরা বলে, শুধু এক সেকেণ্ডের দর্শন দাও । অতএব, সেই ঋণিকদৃষ্টি হল তোমাদের সময়ের ভ্যালু, এবং বরদান হল তোমাদের সংকল্পের ভ্যালু । তোমাদের উচ্চারিত শব্দের ভ্যালুও তেমনই । আজও, তোমাদের থেকে দুটো কথা শোনার জন্য তারা মরিয়া । তোমাদের দৃষ্টির ভ্যালু এমন যে, আজও তারা বলে তোমার ঋণিক দৃষ্টিতে আমাদের ভরপুর করে দাও- এমন আহ্বান করতে থাকে । তোমাদের প্রত্যেক কর্মের ভ্যালু আছে । তোমরা বাবার সাথে যে শ্রেষ্ঠ কর্ম করেছ, তার বর্ণন করতে গিয়ে তোমরা আবেগে বিহ্বল হয়ে যাও । সুতরাং, প্রতি সেকেণ্ড এবং তোমার প্রত্যেক সংকল্প মূল্যবান ! সুতরাং, নিজের

মূল্য বুঝে তোমার বিকর্ম এবং অশুদ্ধ সংকল্পের ত্যাগ করো। তাহলে তোমাদের আজ ত্যাগের কোন পার্থের ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে ? 'এমনিই শুধু' - এইরকম অমনোযোগী ভাবের শব্দ ত্যাগ করো। যেমন তোমরা আজকাল চলতি ভাষায় কথা বলা। তাইতো ব্রাহ্মণদের ভাষাও আজকাল এইরকম চলতি ভাষা হয়ে গেছে। এই চলতি ভাষার ত্যাগ করতে হবে ! প্রত্যেক সেকেণ্ড অদ্বিতীয় হতে হবে। তোমাদের প্রত্যেক সংকল্প অলৌকিক হতে হবে অর্থাৎ অমূল্য হতে হবে যা তোমাদের ডাবল ফল এনে দেবে, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের। তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ যে, কখনও কখনও একটা ফল থেকে কিভাবে দুটো ফল একসাথে বেরায় - একত্রে দুটো ফল একটার মধ্যে ! সুতরাং, তোমাদের, শ্রেষ্ঠ আত্মাদের সदा ডাবল ফল অর্থাৎ ডাবল প্রাপ্তি। ভবিষ্যতে কিছু লাভ করার আগে তোমাদের বর্তমানের প্রাপ্তি হয়, বর্তমানের আধারে তোমরা ভবিষ্যতের প্রাপ্তি লাভ করো। তাহলে তোমরা বুঝেছ ? ডাবল ফল খাও; সিঙ্গল নয়। আচ্ছা।

সদা বিকর্মাজিত, অমূল্য রত্ন হয়ে সেকেণ্ডে অমূল্য বানানোর সেবায় নিয়োজিত এমন ডাবল হিরো, ডাবল ফল খেয়ে, ব্যর্থ আর অকিঞ্চিত্তকর সবকিছুর মহাত্যাগী, সদা বাবা সমান শ্রেষ্ঠ সংকল্প এবং কর্ম করে, এমন মহা মহা ভাগ্যবান আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

পাটিদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কার:-

১) ভরপুর আত্মাদের বাহ্যিক রূপের দ্বারা সেবা

তোমরা যারা সাগরের কাছে থাকো, তারা কি সর্বদা সাগরের ধনভাণ্ডারের সম্পদে নিজেদের ভরে নিচ্ছ ? সাগরের নীচে কত ধনসম্পদ থাকে। সুতরাং, যারা সাগরের কাছে, সাগরতীরে থাকে তারা ধনভাণ্ডারের মালিক হয়ে গেছে। এমনিতে যখন কারও কোনও ধনভাণ্ডার প্রাপ্ত হয়, সে খুব খুশি হয়। হঠাৎ কারও সমান্য ধনলাভ হলে তার নেশা চড়ে যায়। বাচ্চারা, তোমাদের এইরকম ধনলাভ হলে কেউ এটা তোমাদের থেকে লুট করতে পারবেনা। ২১ জন্মের জন্য সদা তোমরা ধনবান থাকবে। সমগ্র ধনভাণ্ডারের চাবিকার্ট "বাবা"। তোমরা যেইমাত্র বলবে 'বাবা' সেইমাত্র খুলে যাবে কোষাগারের দরজা। সুতরাং, তোমরা চাবিও খুঁজে পেয়েছ, কোষাগারও খুঁজে পেয়েছ; সদাকালের জন্য অর্থবান হয়ে গেছ। এইরকম ভরপুর অর্থবান আত্মাদের চেহারায় খুশির ঝলক থাকে। তাদের খুশি দেখে সবাই বলবে - জানিনা তারা কি লাভ করেছে ! তাদের এটা জানার আগ্রহ থাকবে আর এইভাবে নিজে থেকেই তাদের সেবা হয়ে যাবে।

২) মায়াজিত হওয়ার জন্য স্বপ্নানের সীটে স্থিত হও

সবসময় নিজেকে স্বপ্নানের সীটে বসে থাকা অবস্থায় অনুভব করো ? উচ্চতম শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আত্মার শ্রেষ্ঠ স্বপ্নানের সীটে নিজেকে শ্রেষ্ঠ আত্মা এবং মহান আত্মা অনুভব করো ? যে কোনও জায়গায় বসার জন্য তোমাদের সীট তো চাই, তাই না ! সেইজন্য সঙ্গমযুগে, বাবা তোমাদের শ্রেষ্ঠ স্বপ্নানের সীট দিয়েছেন, সেখানেই স্থিত হও। তোমার স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখার অর্থই হলো সীটে স্থিত হওয়া। সদা এই স্মৃতিতে থাকো, প্রতি পদে আমি পুণ্য আত্মা পুণ্য করছি। আমি মহান আত্মা শ্রেষ্ঠ সংকল্প, শ্রেষ্ঠ বচন, শ্রেষ্ঠ কর্ম করি। কখনও নিজেকে সাধারণ ভেবোনা। তোমরা জানো এখন তোমরা কার হয়েছে আর কি হয়েছে ? সদাসর্বদা এই স্মৃতিতে স্থিত হও। এই আসনে যখন তোমরা স্থিত হবে তখন কখনও মায়া তোমাদের কাছে আসতে পারবেনা, তার সাহসই

হবেনা । আত্মার আসনই স্বামনের আসন । যারা এই আসনে বসে তারা সহজেই মায়াজিত হয়ে যায় ।

৩) সর্ব সম্বন্ধ একের সাথে যথার্থরূপে জুড়ে বন্ধনমুক্ত অর্থাৎ যোগযুক্ত হও

অনুক্ষণ নিজেকে বন্ধনমুক্ত আত্মা অনুভব করো ? সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছ নাকি এখনও বন্ধন রয়ে গেছে ? বন্ধন-মুক্ত হওয়ার লক্ষণ হলো সদা যোগযুক্ত থাকা । যদি যোগযুক্ত না হও তবে নিশ্চয়ই তোমার বন্ধন আছে । এখন তোমরা বাবার হয়ে গেছ, বাবাকে ছাড়া তোমাদের কি বা স্মরণে আসতে পারে ? তোমরা সদা প্রিয় বস্তু বা সুন্দর জিনিসেরই স্মরণ করো, তাই না ! তবে কি বাবার থেকেও শ্রেষ্ঠ বস্তু বা কোনও ব্যক্তি আছে ? তোমার বুদ্ধিতে যখন এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে বাবার থেকে অধিকতর শ্রেষ্ঠ কিছু নেই, তুমি সহজযোগী হয়ে যাবে । তুমি সকল বন্ধন থেকেও মুক্ত হয়ে যাবে ; তোমাকে মেহনত করতে হবেনা । তোমার সব সম্বন্ধ বাবার সাথে জুড়ে যায় আর সমস্ত অহংবোধের সমাপ্তি ঘটে । একেই বলা হয়ে থাকে সব সম্বন্ধ একের সাথে ।

৪) বাবার কাছাকাছি থাকা আত্মাদের লক্ষণ হলো, তারা সমান

সদা নিজেকে কাছের আত্মা অনুভব করো ? কাছের আত্মাদের লক্ষণ হলো সমান । এইরূপ কোনও আত্মা কারও কাছের হলে, তার সঙ্গে রঙে আপনা থেকেই সেই ব্যক্তি রঙীন হয়ে যায় । সুতরাং বাবার কাছের মান বাবার সমান । যা বাবার গুণ, তাই বাচ্চাদেরও গুণ ; যা বাবার কর্তব্য তাই বাচ্চাদেরও কর্তব্য । বাবা যেমন সদা কল্যাণকারী, সেইরকম বাচ্চারাও কল্যাণকারী । সুতরাং, সবসময় চেক করো, যে কর্মই করো, যে কথাই বলো তা' কি বাবা সমান ? বাবা যেমন সদা পূর্ণ, সর্বশক্তিমান, সেইরকম বাচ্চারাও মাস্টার হয়ে যাবে । তোমাদের কোনও গুণ আর শক্তি এতটুকুও কম থাকবেনা । সম্পন্ন হলে অচল থাকবে, কোন অবস্থাতেই টালমাটাল হবেনা ।

৫) সেবার জন্য দৌড়ঝাঁপও মনোরঞ্জনের সাধন

সবাই নিজেকে প্রতি পদে স্মরণ আর সেবার দ্বারা শতগুণ জমা করার পদ্মাপদম ভাগ্যবান বলে মানো ? তোমরা উপার্জন করার কতো সহজ উপায় খুঁজে পেয়েছ ! আরামে বসে বাবাকে স্মরণ করো আর কামাই জমা করতে থাকো । মন্সা দ্বারা অনেক উপার্জন করতে পারো কিন্তু সেবার সুবিধার্থে তোমাদের যে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়, সেটাও একরকম মনোরঞ্জন । এমনিতে, যদি তুমি জীবনে চেঞ্জ চাও, চেঞ্জ হয়েই যায় । তোমাদের সামনে উপার্জনের অনেক উপায় আছে, যা দিয়ে তোমাদের সেকেণ্ডে শতগুণ জমা হয়ে যায় । স্মরণ করা মাত্রই তোমরা শূন্য যোগ করে এটা আরও বাড়তে সমর্থ হয়ে যাবে । সুতরাং, এইভাবে অবিনাশী ধন উপার্জনে নিজেকে বিজি রাখো ।

৬) পাঞ্জাব নিবাসী বাচ্চাদের স্মরণ - স্নেহ দিতে দিতে বাপদাদা বললেন

পাঞ্জাব নিবাসী সেবাধারী বাচ্চাদের সেবার উদ্যম-উত্সাহের প্রতি অবিরত অভিনন্দন । যত বেশী সেবা, ততো বেশী সেবার মেওয়া খেতে পারবে । এটা বিশেষ বেহদ সেবা । মেলা অর্থাৎ আত্মাদের মিলন করানোর তোমরা নিমিত্ত তৈরি হচ্ছে । বেহদের উত্সাহ নিয়ে বেহদের সেবা করেছে, সদা এইরকম উত্সাহ উদ্দীপনায় অবিরামভাবে এগিয়ে চলতে হবে । বাপদাদা জানেন, শাস্ত্রে পুরানো বাচ্চাদের ভাগ্য- মহিমা এখনও গাওয়া হচ্ছে এবং চৈতন্যরূপে নতুন যে বাচ্চারা এখানে এসেছে

তারাও এর বর্ণন করে । সুতরাং, এইরকম পদমপতি হওয়ার চান্স নিতে আগ্রহী বাচ্চাদের শতগুণ স্নেহের স্মরণ । আচ্ছা ।

বরদানঃ- মন-বুদ্ধি দ্বারা কোনোরকম মন্দকে টাচ না করে সম্পূর্ণ বৈষ্ণব এবং সফল তপস্বী ভব

পবিত্রতার পার্সোনালিটি এবং রয়্যালটি যার আছে, সে তার মন-বুদ্ধির দ্বারা মন্দ কোনো কিছু টাচ করতে পারেনা । যেমন ব্রাহ্মণ জীবনে শারীরিক আকর্ষণ ও শারীরিক টাচিং অপবিত্রতা, তেমনই মন-বুদ্ধি দ্বারা কোনও বিকারের সংকল্প মাত্র আকর্ষণ এবং টাচিং অপবিত্রতা । সুতরাং, তোমার সংকল্পেও তুমি ত্রুটিপূর্ণ কিছু টাচ করোনা - এটাই সম্পূর্ণ বৈষ্ণব ও সফল তপস্বীর লক্ষণ ।

স্লোগানঃ- মনের বিভ্রান্তি সমাপ্ত করে বর্তমান আর ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল বানাও ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - সর্বদা ঈশ্বরীয় সেবাতে নিযুক্ত থাকলে বাবার প্রতি ভালোবাসা বাড়তে থাকবে এবং খুশি বজায় থাকবে।"

প্রশ্ন:- বাবার দৃষ্টির দ্বারা অতীন্দ্রিয় সুখ প্রাপ্তকারী বাচ্চাদের অন্তরে কোন্ খুশি থাকে?

উত্তর:- তাদের অন্তরে স্বর্গের বাদশাহীর খুশি থাকে। কারণ বাবার দৃষ্টি পেয়েছে মানে উত্তরাধিকারীও হয়ে গেছে। বাবার মধ্যেই সকল প্রাপ্তি আছে।

প্রশ্ন:- বাবা বাচ্চাদেরকে প্রতিদিন বিভিন্ন পদ্ধতিতে নতুন নতুন পয়েন্ট কেন শোনান?

উত্তর:- কারণ বাচ্চাদের অনেক জন্মের ইচ্ছা পূরণ করতে হবে। বাচ্চারা বাবার কাছ থেকে নতুন নতুন পয়েন্ট শুনলে বাবার প্রতি ভালোবাসা বাড়তে থাকবে।

গীত:- তোমার নিশীথ কেটেছে শয়নে, দিবস কেটেছে ভোজনে...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা বাবার দিকে তাকিয়ে বসে আছে। বাবাও সকল আত্মাদেরকে এবং তাদের শরীরকে দেখছেন। বাচ্চারাও দেখছে। দেখতে বেশি মজা নাকি শুনতে বেশি মজা? এতদিন অনেক কিছুই তো শুনেছি। অনেক জ্ঞান শুনেছি। তোমরাই হলে প্রথম ভক্ত। তোমরাই সবথেকে বেশি ভক্তি করেছি। বেদ, শাস্ত্র, গ্রন্থ, গীতা, গায়ত্রী, জপ, তপ ইত্যাদি সবকিছু পড়েছো, করেছ এবং শুনেছ। বাবা এসে বোঝাচ্ছেন যে আমরা কবে থেকে এইসব শুনছি। যখন থেকে এইসবের উৎপত্তি হয়েছে, তখন থেকে অনেক শুনেছি। কিন্তু বাবার দৃষ্টি তো কেবল এই সময়েই প্রাপ্ত হয়। এই বিষয়ে একটা শ্লোকও আছে - হে স্বামী এবং সদগুরু, তোমার দৃষ্টির দ্বারা অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব হয়। তিনি হলেন গুরু, আবার তিনিই সজ্ঞীর স্বামী। বাচ্চারা তাঁর নয়নের সামনে বসে আছে। দৃষ্টির দ্বারা অনুভব হয় যে তাঁর কাছ থেকেই আমরা বিশ্বের মালিকত্ব পাই। বাবাকে দেখলেই আন্তরিক খুশি হয় কারণ তাঁর কাছ থেকেই সকল প্রাপ্তি হয়। বাবার মধ্যেই সকল প্রাপ্তি আছে। যখন বাবা মিলে গেছে এবং তাঁর নয়নের সামনে বসে আছি, তখন অবশ্যই স্বর্গের বাদশাহীর নেশা চড়বে। প্রথমে বাবাকে পাওয়ার নেশা এবং তারপর উত্তরাধিকার অর্থাৎ বাদশাহীর নেশা। আমরা জানি যে আমরা এখন বাবার সামনে বসে আছি। দেহ-অভিমান চলে যাচ্ছে। আমরা আত্মারা এই শরীরের সাহায্যে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে এসেছি, বিভিন্ন ভূমিকা পালন করেছি। এরপর এখন বাবা আমাদের সম্মুখে বসে আছেন। বাবাকে পাওয়ার সাথে সাথে উত্তরাধিকার প্রাপ্তির জন্যও খুশি হয়। বাচ্চারা যখন বড় হয় তখন তাদের বুদ্ধিতে আসে যে আমি হলাম রাজার সন্তান, আইনজীবী কিংবা ইঞ্জিনিয়ারের সন্তান - আমিই সমস্ত সাম্রাজ্যের মালিক। এখানে তোমরা জানো যে বাবার কাছ থেকে আমরা স্বর্গের উত্তরাধিকার পাই। বাবাকে দেখে বাচ্চাদের স্থায়ী খুশি হওয়া উচিত, একেই রুহরিহান বলা হয়। যিনি সকলের পরমপিতা, তিনি বসে আত্মাদের সাথে কথা বলেন। আত্মা এই শরীরের দ্বারা শোনে। বাবাকে স্মরণ করতে করতে যখন তিনি এসে দৃষ্টি দেন তখন ২১ জন্মের উত্তরাধিকারও দিয়ে দেন। এইরকম কেবল একবারই হয়। এইটা তোমাদেরকে স্মরণে রাখতে হবে। বাচ্চারা ভুলে যায়, কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না। বাবার নয়নের সম্মুখে থাকার জন্যই বাচ্চারা অনুভব করে যে আমরা বাবার

সাথে বসে আছি। বাবাকে দেখলে অনেক খুশি হয়। বাবাও বসে নতুন নতুন পয়েন্ট বোঝান। বাবার প্রতি বাচ্চাদের সম্পূর্ণ ভালোবাসা থাকতে হবে। তাহলেই আত্মার অন্তরের তৃষ্ণা মিটেবে। কারণ আত্মা পরমাত্মার থেকে আলাদা ছিল, অনেক রকমের দুঃখ সে দেখেছে। এখন বাবার সম্মুখে বসে আছে তাই হর্ষিত থাকা উচিত। কেবল বাবার সামনে আসলেই খুশি হয় নাকি বাবার থেকে দূরে গেলেও এতটাই খুশি থাকে? বিবেক উত্তর দেয় যে বাইরে অনেক রকমের কথা শোনার জন্য বুদ্ধি বিভিন্ন দিকে চলে যায়। এখানে মধুবনে যেসকল বাচ্চারা বসে আছে, তারা বাবার সামনে বসে শুনছে। বাবা ভালোবাসার দ্বারা আকর্ষণ করেন। ভেবে দেখ, তোমাদের বাবা কতই না মিষ্টি, কতই না প্রিয়। তোমাদেরকে স্বর্গে যাওয়ার যোগ্য বানাচ্ছেন। বাচ্চারাই স্বর্গের মালিক ছিল। কিন্তু নাটক অনুসারে সবকিছু হারিয়ে ফেলেছে। রাজস্ব হারানো এবং তা ফিরে পাওয়া, এটা তো কোনো বড় ব্যাপার নয়। এইসব কথা তোমরা বাচ্চারাই জানো। দুনিয়াতে কোটি কোটি আত্মা আছে। কিন্তু এত কোটি আত্মার মধ্যে কয়েকজনই আমাকে চিনতে পারে। আমি কে এবং কেমন? আমি যেই হই এবং যেসকলই হই, আমার দ্বারা প্রাপ্তি কি হয়? এইসকল কথা বুঝতে পারলেও আশ্চর্যজনক ভাবে মায়া সেইসব ভুলিয়ে দেয়। এমন নয় যে যারা সামনে বসে আছে তাদেরকে মায়া ভুলিয়ে দেয়না। তাদেরকেও মায়া ভুলিয়ে দেয়। শিববাবার প্রতি সম্পূর্ণ ভালোবাসা থাকতে হবে। তাঁর প্রতি ভালোবাসা কিভাবে বাড়বে যার দ্বারা আমরা শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার নিতে পারব? বাবা উত্তরে বলছেন, "সেবা কর"। বাচ্চারাই জানে যে বাবা দূরদেশ থেকে এসেছেন। নিশ্চয়বুদ্ধি বাচ্চাদের কখনও সংশয় হওয়া কিংবা বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু মায়া খুবই শক্তিশালী। বাবা তো বাচ্চাদেরকে সাজাচ্ছেন। মানুষ থেকে দেবতা বানাচ্ছেন। এইটা তো মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার স্কুল। পবিত্র দুনিয়ার মালিক হওয়ার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। বাবা কেবল বলছেন, আমাকে স্মরণ কর। মানুষ যখন মারা যাওয়ার আগে তাকে বলা হয় রামকে স্মরণ কর। কিন্তু রামকে না জানার জন্য তাকে স্মরণ করে কোনও লাভ হয়না। তোমাদের কাছে তো বাবার সম্পূর্ণ পরিচয় আছে। তোমরা শিববাবার কাছেই আসো। তিনি হলেন নিরাকার, তিনিই রচয়িতা। তাহলে রচনা করবেন কিভাবে? তিনি প্রজাপিতা ব্রহ্মার রচনা করেন। ব্রহ্মার দ্বারাই মনুষ্য সৃষ্টির জন্ম হয়। তাই জন্যই প্রজাপিতা ব্রহ্মা বলা হয়। তোমরা এখন ব্রাহ্মণ হয়েছ। তোমরা আত্মারা এখন ভালো করেই জানো যে আমরা শিববাবার নাতি-নাতনি এবং ব্রহ্মাবাবার সন্তান হয়েছি। তোমরা বাচ্চারা চাও যে আমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাক এবং আমরা বিজয় মালাতে বাবার নিকটে চলে আসি। এর জন্য বাবাকে অনেক স্মরণ করতে হবে। তোমরা তো কর্মযোগীর ভূমিকাও পালন করছ। গৃহস্থ সামলানোর সাথে সাথে পদ্ম ফুলের মত পবিত্র থাকা - এইরকম দৃষ্টান্ত কোনো সন্ন্যাসীর ক্ষেত্রেই নেই। তারা গৃহস্থ থেকে পদ্ম ফুলের মত পবিত্র থাকতে পারেনা। তাই কাউকে এইরকম উপদেশও দিতে পারেনা। যে যেমন সে তো তার মতোই বানাবে। সন্ন্যাসীরা এইরকম উপদেশ দেবেনা যে পদ্ম ফুলের মত পবিত্র থাক। ব্রহ্মকে স্মরণ করতে বলাও সম্ভব নয়। কারণ শিষ্যরা তখন বলবে, তুমি তো বাড়ি-ঘর ত্যাগ করেছ কিন্তু আমরা কিভাবে ত্যাগ করব? তোমরা নিজেরাই তো ঘরে থাকতে পারলে না, তাহলে অপরকে কিভাবে উপদেশ দিচ্ছ। এইসকল গুরুরা কখনও রাজযোগের শিক্ষা দিতে পারবে না। তোমরা এখন সকল ধর্মের রহস্য জেনে গেছ। প্রত্যেক ধর্মকেই পুনরায় নিজ নিজ সময়ে আসতে হবে। কলিযুগের পর পুনরায় সত্যযুগ আসবে। সত্যযুগের জন্য আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের প্রয়োজন। অন্য কোনও ধর্ম মানুষকে দেবতা বানাতে পারবে না। তারা তো মুক্তিধামে যাবে। সুখ কেবল স্বর্গতেই আছে। আমরা যখন দেবী-দেবতা হয়ে যাব তখন অন্যান্য ধর্মের আত্মারা মুক্তিধামে চলে যাবে। যতক্ষণ না আমরা মুক্তিধামে যাচ্ছি ততক্ষণ কেউই মুক্তিধামে যেতে পারবে না। স্বর্গ

এবং নরক একই সাথে থাকতে পারে না। আমরা জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার পেয়ে গেলে জীবন বন্ধনে আবদ্ধ আত্মারা এখানে থাকবে না। তোমরা জানো যে এইটা হল সঙ্গমযুগ। প্রতি কল্পের সঙ্গমযুগে কেবল তোমরাই বাবার সাথে মিলিত হও। অন্যরা কেউ মিলিত হতে পারে না। তারা জানে যে এটা হল কলিযুগ। কিন্তু আমরা এখন কলিযুগে নেই। বাবার কাছ থেকে পুনরায় স্বর্গের উত্তরাধিকার পাচ্ছি। আমরা জীবিত অবস্থায় দুনিয়া থেকে মরে গিয়ে বাবার হয়েছি। যাকে দত্তক নেওয়া হয় তার দুটো দুনিয়ার কথাই মনে পড়ে। আগে অমুক ব্যক্তির সন্তান ছিলাম, এখন এই ব্যক্তির সন্তান হয়েছি। সে তার মিত্র-সম্বন্ধী সবাইকেই চেনে। তার মধ্যে দুটো পরিবারেরই স্মৃতি থাকে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা এই দুনিয়া থেকে নোঙর উঠিয়ে নিয়ে রওনা দিচ্ছি। এই দুনিয়ার সাথে আমাদের আর কোনো সম্বন্ধ নেই। এইভাবে ভগবান তাঁর সন্তানদের সাথে, অর্থাৎ পরমপিতা-পরমাত্মা শালিগ্রাম আত্মাদের সাথে কথা বলছেন। ভগবান এই দুনিয়াতে আসবেন, কিন্তু তাঁকে তো কেউ চেনেই না। বাবাকে না জানার কারণেই বিভ্রান্ত হয়ে যায়। এত সহজ কথাটাও কেউ বুঝতে পারে না। তথাপি ভগবানকে স্মরণ করতে থাকে। তোমরা জানো যে আমরা আত্মারা শরীর ধারণ করে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করি। আমরা পরমধাম থেকে এখানে এসেছি। ওখানে পরমপিতা পরমাত্মাও নিবাস করেন। মানুষ তো আত্মাকেও জানেনা আর পরমাত্মাকেও জানেনা। কিভাবে ভগবান এসে মিলিত হবেন, এসে কি করবেন - এইসব কেউই জানে না। গীতাতে পুরো ভুল লিখে দিয়েছে। গীতার ভগবানের নামটাই বদলে দিয়েছে। বাবা জিজ্ঞাসা করছেন, তোমরা কি আমাকে জানো? কৃষ্ণ কি এইরকম প্রশ্ন করবে? তাকে তো সমগ্র দুনিয়াই চেনে। সে জ্ঞান দিতে পারবে না। তাই এইটা অবশ্যই বুঝতে হবে যে ভগবানই রূপ পরিবর্তন করেন, কৃষ্ণ নয়। তিনি সাধারণ মনুষ্য শরীরে আসেন। কৃষ্ণের শরীরে আসেন না। ইনি হলেন ব্রহ্মা। ইনিই কৃষ্ণের আত্মা। কেবল কিছু কথা ভুলে গেছে। এটা হল কৃষ্ণের আত্মার ৮৪ জন্মের অন্তিম অবস্থা। আদিতে ইনিই পুনরায় কৃষ্ণ হবেন। এখন অন্তিম জন্মে কৃষ্ণ হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছেন। এটা কতই না গুপ্ত বিষয়। কেবল কিছু কথা ভুলে গেছে। এটা বোঝার জন্য খুবই বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন। তোমরা জানো যে আমরা কৃষ্ণের বংশাবলীতে ছিলাম। এখন শিববাবার কাছ থেকে পুনরায় রাজ্য ভাগ্য নিচ্ছি। কৃষ্ণ এখন আর আমাদের বুদ্ধিতে নেই। মানুষ তো বলে দেয় যে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ। এর দ্বারা কিছুই প্রমাণিত হয় না। গীতাতে দেখিয়েছে যে শেষে কেবল পঞ্চপাণ্ডব বেঁচে থাকবে। কল্পের আয়ুকে লক্ষ বছর বলে দিয়েছে। এত সহজ কথাটাও মানুষ জানে না। তোমরা ইশারার দ্বারাই বুঝে যাও যে আমরাই সূর্যবংশী ছিলাম। এখন সূর্যবংশী থেকে শূদ্রবংশী হয়ে গেছি। এরপর পুনরায় ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হব। এইসব বর্ণকেও বুদ্ধিতে রাখতে হয়। দুনিয়ার মানুষ বর্ণকেও অর্ধেক করে দিয়েছে। ব্রাহ্মণ বর্ণ এবং শিববাবাকে ভুলে গেছে। কেবল দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র দেখিয়ে দিয়েছে। ব্রাহ্মণদের তো অবশ্যই প্রয়োজন, তাই না? কিন্তু ব্রহ্মার এই সন্তানরা গেল কোথায়? এটা কারোর বুদ্ধিতেই আসেনা। বাবা তোমাদেরকে ভালোভাবে বোঝাচ্ছেন। এটা তোমাদেরকে ভালো করে বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে। বাবার বুদ্ধিতে যে জ্ঞান আছে, সেটা তোমাদের বুদ্ধিতেও থাকা উচিত। আমি তোমাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে নিজের সমান বানাই। যে সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান আমার মধ্যে আছে, সেটা তোমাদের বুদ্ধিতেও আছে। বুদ্ধিমান হতে হবে। বাবার সাথে যোগযুক্ত থাকতে হবে এবং সর্বদা বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। তোমরা এখন বাবার সম্মুখে বসে আছ। জানো যে বাবা একেবারে সহজ করে বোঝাচ্ছেন। গায়ন করে, আত্মা পরমাত্মা পৃথক থেকেছে অনেককাল... সদগুরু এখন দালালের রূপে এসে শিক্ষা দিচ্ছেন। দালাল মানে যিনি ব্যবসায়িক বন্দোবস্ত করে দেন। বাবা ইনার (ব্রহ্মাবাবা) মাধ্যমে এসে আমাদের সাথে ব্যবসা করছেন। তোমরা জানো যে দালালকে স্মরণ

করতে হবে না। এই দালালের (ঘটক) দ্বারা আমাদের শিববাবার সঙ্গে বিবাহ হয়। তোমরা সবাই হলে দালাল। জিপ্তেস করা হয় পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমার কি সম্বন্ধ? তোমরা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য নানারকম যুক্তি তৈরি কর। তারপর প্রজাপিতার নামও উল্লেখ কর। উত্তরাধিকার শিববাবার কাছ থেকেই পাওয়া যায়। তিনি তো স্বর্গের রচয়িতা। পরমাত্মার সাথে জীব-আত্মাদের বিবাহ হয়। পূর্বেও বিবাহ হয়েছিল, তাঁর সম্পত্তিও পেয়েছিলাম, এখন পুনরায় পাচ্ছি। তোমরা জানো যে প্রতি কল্পের সঙ্গমযুগে এটাই আমাদের ব্যবসা, এছাড়া আর কেউই আত্মার সাথে পরমাত্মার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করার নিমিত্ত হয় না। তার সাথেই বিবাহ দেওয়া হয় যিনি স্বর্গের মালিক বানান। এইটা হল উঁচুর থেকেও উঁচু রুহানি (আত্মিক) বিবাহ। প্রতি কল্পে বাবার কাছ থেকেই এই রুহানি বিবাহ করা শিখি। প্রতি কল্পেই এইরকম হয়। প্রতি কল্পেই মানুষ থেকে দেবতা অবশ্যই হব। তারপর দেবতা থেকে আবার মানুষ হব। মানুষ তো চিরকাল মানুষই থাকে। কিন্তু তাও কেন এইরকম বলা হয় যে মানুষ থেকে দেবতা বানিয়েছেন? কারণ তিনি দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেন। তোমরাও জানো যে এই বিবাহের দ্বারা আমরা মানুষ থেকে দেবতা হচ্ছি। সবাই বলে যে যীশু খ্রিস্টের ৩ হাজার বছর আগে ভারতে স্বর্গ ছিল। কিন্তু তাও বুদ্ধিতে আসেনা যে ভারত পূর্বে স্বর্গ ছিল। এখনও পর্যন্ত কত মন্দির বানায়। সকলেরই এখন অবরোহন কলা চলছে। কেবল আমাদেরই এখন উত্তরণ কলা। উত্তরণ কলাতে এক সেকেন্ড সময় লাগে। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:-

১) কখনও কোনো বিষয়ে বিভ্রান্ত হয়ে বুদ্ধির নিশ্চয়তাকে অস্থির করা উচিত নয়। কর্মযোগী হয়ে বাড়ি-ঘর সামলাতে হবে। বিজয়মালাতে বাবার নিকটে আসার জন্য অবশ্যই পবিত্র হতে হবে।

২) বুদ্ধিমান হওয়ার জন্য জ্ঞানের বিচার সাগর মন্বন করতে হবে। সর্বদা সেবাতে নিযুক্ত থাকতে হবে। নিজের সমান বানানোর সেবা করতে হবে।

বরদান:- কেবল বাবা আর কেউ নয়, এই স্মৃতির দ্বারা নিমিত্ত হয়ে সেবা করতে করতে সকল প্রকার আকর্ষণ থেকে মুক্ত হও।

যে সন্তান সর্বদা 'কেবল বাবা, আর কেউ নয়' - এই স্মৃতিতেই থাকে তার মন এবং বুদ্ধি সহজেই একাগ্র হয়ে যায়। সে সেবাও নিমিত্ত হয়েই করে, তাই সেই সেবার প্রতি তার কোনও আকর্ষণ থাকে না। আকর্ষণ থাকার প্রমাণ হল - যেখানে আকর্ষণ থাকবে মন এবং বুদ্ধি সেই দিকেই যাবে। তাই সকল দায়িত্ব বাবাকে অর্পণ করে কেবল নিমিত্ত বা ট্রাস্টি হয়ে সামলাও। তাহলেই আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

স্লোগান:- বিদ্বাই আত্মাকে শক্তিশালী বানায়, তাই বিদ্ব এলে ঘাবড়ে যেও না।

"মিষ্টি বাচ্চারা :- সত্য বাবা তোমাদের সব সত্য কথা শোনান, এমন সত্য বাবার সাথে সবসময় সততা বজায় রাখতে হবে, ভিতরে কোনো মিথ্যা বা কপটতা রাখা চলবে না।

প্রশ্ন :- সঙ্গম যুগে তোমরা বাচ্চারা কোন্ পার্থক্য বা বৈসাদৃশ্যকে খুব ভালোভাবে জানো ?

উত্তর :- ব্রাহ্মণ কি করে থাকেন আর শূদ্ররা কি করে, জ্ঞান মার্গ কি আর ভক্তি মার্গই বা কি, পার্থিব সেনাদের জন্য যুদ্ধের ময়দান কোথায় আর আমাদের যুদ্ধের ময়দানই বা কোথায় - এইসব পার্থক্য তোমরা বাচ্চারা জানো। সত্যযুগ বা কলিযুগে এই পার্থক্য কেউ জানে না।

গীত :- মাতা ও মাতা.....

ওম্ শান্তি। এ হল ভারত মাতাদের মহিমা। যেমন পরমপিতা পরমাত্মা শিবের মহিমা আছে। একমাত্র মায়ের মহিমা তো হতে পারে না। একা তো কিছুই করা যাবে না। অবশ্যই সেনা চাই। সেনা ছাড়া কিভাবে কাজ হবে। শিব বাবা হলেন এক। ওই একজন না থাকলে মায়েরাও থাকতো না। না বাচ্চারা থাকতো আর না ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা। বেশীরভাগই মায়ের ভূমিকা তাই মাতাদেরই মহিমা গাওয়া হয়। ভারতের মায়েরা হলো শিবশক্তি গুপ্ত সেনা আর অহিংসক। তারা কোনো প্রকারের হিংসাই করেন না। হিংসা দু প্রকারের হয়। এক হলো কামের ছুরি চালানো, দ্বিতীয় গুলি চালানো, ক্রোধ করা, কাউকে মারা ইত্যাদি। এই সময় পার্থিব সে সব সেনারা আছে, তারা দু ধরনের হিংসা করে থাকে। আজকাল বন্দুক ইত্যাদি চালানো মায়েরও শেখানো হয়। সে হলো পার্থিব সেনাদের মাতারা আর এ হলো রুহানী সেনাদের দৈবী সম্প্রদায়ের মাতারা। তারা কত ড্রিল ইত্যাদি শিখে থাকে। তোমরা হয়তো কখনো সেই ময়দানে যাও নি। তারা অনেক পরিশ্রম করে। কাম বিকারেও যায়, যারা বিয়ে করে না তারা অনেক মুশকিলেও পড়ে। সেই মিলিটারিদের থেকেও তারা অনেক কিছু শেখে। ছোটো ছোটো বাচ্চাদেরও তারা শেখায়। তারাও সেনা আর এরাও সেনা। সেনার বিস্তার তো গীততে খুব ভালোভাবে লেখা আছে। কিন্তু প্রাকটিক্যালি কি তা তোমরা জানো যে আমরা কতখানি গুপ্ত। শিব শক্তি সেনারা কি করে? কিভাবে তারা বিশ্বের মালিক হয়? একে বলা হয় যুদ্ধস্থল। তোমাদের যুদ্ধের ময়দানও গুপ্ত। এই অবস্থাকেই যুদ্ধের ময়দান বলা হয়। আগে মায়েরা এই যুদ্ধের ময়দানে যেত না। এখানেই সবকিছুর তুলনা করা হয়। দুই সেনার মধ্যেই মায়েরা আছে। তারমধ্যে বেশী পুরুষ না কি বেশী মায়েরা? পার্থক্য তো আছেই। জ্ঞান মার্গ আর ভক্তি মার্গের। এ হলো শেষ পার্থক্য। সত্যযুগে এই পার্থক্য হয় না। বাবা এসেই এই পার্থক্য বুলিয়ে বলেন। ব্রাহ্মণ কি করে আর শূদ্র কি করে? এরা দুজনেই এই যুদ্ধের ময়দানে আছে। এ সত্যযুগ বা কলিযুগের কথা নয়। এ হলো সঙ্গম যুগের কথা। তোমরা পাণ্ডবরা হলে সঙ্গম যুগের। আর কৌরবরা হলো কলিযুগের। দুনিয়ার মানুষ এই কলিযুগের সময় অনেক বড় দেখিয়ে দিয়েছে। এই কারণেই তারা সঙ্গম যুগ সম্বন্ধে কিছুই জানে না। ধীরে ধীরে তারা তোমাদের দ্বারাই এই জ্ঞান বুঝতে পারবে। তাই একমাত্র মায়েরই মহিমা থাকে না। এ হলো শক্তি সেনা। উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন ভগবান আর তোমরা হলে আগের কল্পের সেই সেনা। এই ভারতকে দৈব রাজস্থান বানানো, এ তোমাদেরই কাজ।

তোমরা জানো যে তোমরা প্রথমে সূর্যবংশী ছিলে, তারপর চন্দ্রবংশী আর বৈশ্যবংশী হয়েছে। কিন্তু মহিমা সূর্যবংশীর করবে। আমরা এমনই পুরুষার্থ করছি যে আমরাই প্রথমে সূর্যবংশী অর্থাৎ স্বর্গে আসবো। সত্যযুগকেই স্বর্গ বলা হয়। বাস্তবে ত্রেতাকে কিন্তু স্বর্গ বলা হয় না। মানুষ বলেও যে অমুকে স্বর্গে গেছেন। এমন তো বলে না যে অমুকে ত্রেতায় রাম - সীতার রাজ্যে গেছে। ভারতবাসী জানে যে বৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের রাজ্য ছিলো। কিন্তু মানুষ কৃষ্ণকে দ্বাপরে নিয়ে গেছে। মানুষ সত্য যুগের কথা জানেই না। সত্যকথা বলার মতো সঙ্গুর তারা পায়ই নি, যাকে তোমরা পেয়েছো। তিনি সবই সত্যি কথা বলেন। তিনি বাচ্চাদের বলেন বাচ্চারা, তোমরা কখনো মিথ্যা বা কপটতার আশ্রয় নিও না। তোমরা কিছুই লুকোতে পারবে না, যে যেমন কর্ম করবে তেমনই ফল পেয়ে থাকে। বাবা ভালো কাজ করা সেখান। ঈশ্বরের কাছে কারোর বিকর্মই গোপন থাকে না। কর্মযোগও খুবই কড়া। যদিও তোমাদের এটা অন্তিম জন্ম তবুও সাজা তো ভোগ করতেই হবে কেননা অনেক জন্মের হিসেব নিকেশ শোধ করতে হবে। বাবা বুঝিয়েছেন, কাশী কলবট (কাশীতে কুয়ায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করা) যখন খায়, যতক্ষণ না প্রাণ বেরোয়, ততক্ষণ ভুগতে তো হয়ই। খুব কষ্ট সহ্য করতে হয়। এক হলো কর্মযোগ, রোগভোগ আর দ্বিতীয় হলো বিকর্মের সাজা। সেই সময় কিছুই বলতে পারে না শুধুই চিৎকার করে। গ্রাহি - গ্রাহি করতে থাকে। পাপ আত্মাদের এখানেও সাজা আর ওখানেও সাজা ভোগ করতে হয়। সত্য যুগে কোনো পাপ হয় না। না কোর্ট না ম্যাজিস্ট্রেট আর না গর্ভ জেলের সাজা থাকে। ওখানে গর্ভ মহল হয়। দেখানোও হয়, অস্থিত পাতায় শ্রীকৃষ্ণ আঙ্গুল চুষতে চুষতে আসছেন। সেখানে গর্ভ মহলের কথা। সত্যযুগে বাচ্চারা খুব সুন্দর ভাবে জন্ম নেয়। আদি - মধ্য এবং অন্ত সেখানে সুখই সুখ। আর এই দুনিয়ায় আদি - মধ্য এবং অন্ত দুঃখই দুঃখ। এখন তোমরা সেই সুখের দুনিয়াতে যাবার জন্য পড়ছ। এই গুপ্ত সেনা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। যত যে অনেককে রাস্তা দেখাতে পারবে সে উঁচু পদ পাবে। এই স্মরণের পরিশ্রমই করতে হবে। বেহদের বর্ষা বা সম্পত্তি যা পেয়েছিলে তা আবার হারিয়ে ফেলেছো। এখন আবারও নতুন করে পাছ। লৌকিক বাবা আর পারলৌকিক বাবা, দুজনকেই তোমরা স্মরণ করে থাকো। সত্যযুগে তোমরা এক লৌকিক বাবাকেই স্মরণ করবে, পারলৌকিককে স্মরণ করার প্রশ্নই নেই। সেখানে কেবল সুখই সুখ। এই জ্ঞানও ভারতবাসীদের জন্য, অন্য ধর্মের লোকেদের জন্য নয়। কিন্তু যারা অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে তারা ফিরেও আসবে। এসে যোগ শিখবে। যোগ বোঝানোর জন্য নিমন্ত্রণ পেলে তোমাদের তৈরী হওয়ার প্রয়োজন। তোমাদের বোঝাতে হবে যে, তোমরা কি ভারতের প্রাচীন যোগ ভুলে গেছো? ভগবান বলেন, "মনমনাভব।" পরমপিতা পরমাত্মা নিরাকারী বাচ্চাদের বলেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করলেই আমার কাছে আসতে পারবে। তোমরা আত্মাআর এই শরীরের দ্বারাই শুনে থাকো। আমি আত্মাও এই শরীরের আধার নিয়ে শুনে থাকি। আমি হলাম সকলের বাবা। আমার মহিমা হিসেবে সকলে বলে, সর্বশক্তিমান জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর ইত্যাদি - ইত্যাদি। এই বিষয়ও খুব সুন্দর। শিব পরমাত্মার মহিমা আর কৃষ্ণের মহিমা বলো। এখন বিচার করো যে গীতার ভগবান কে? আর এ হলো জবরদস্ত বিষয়। এর উপরই তোমাদের বোঝাতে হবে। তোমরা বলো, আমরা বেশী সময় নেবো না। এক মিনিট দিলেও ঠিক আছে। ভগবান উবাচঃ "মনমনাভব," মামেকম্" স্মরণ করো, তাহলেই স্বর্গের বর্ষা বা সম্পত্তি পেতে পারবে। এই কথা কে বলেছেন? নিরাকার পরমাত্মা ব্রহ্মার শরীরের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ সন্তানদের বলেছেন, এদের পাণ্ডব সেনাও বলা হয়। রুহানী যাত্রায় নিয়ে যাওয়ার জন্য তোমরাই হলে পাণ্ডা। বাবা এমনভাবেই বলে থাকেন। তাকে কিভাবে রিফাইন করে বোঝাবে তা বাচ্চাদের খেয়াল করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করলেই মুক্তি আর জীবন মুক্তির বর্ষা পাবে। আমরা হলাম ব্রহ্মা কুমার আর কুমারী। বাস্তবে দুনিয়ার মানুষও তাই,

কিন্তু তারা বাবাকে চিনতে পারে নি। তোমরা বাচ্চারা পরমপিতা পরমাত্মার দ্বারা দেবতা হতে চলেছো। এই ভারতেই লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য ছিলো। ছোটো ছোটো বাচ্চারা যদি বড় আওয়াজ করে বড় সভায় বোঝায় তাহলে তার প্রভাব কতখানি পরবে। তারা বুঝবে এদের মধ্যে জ্ঞান আছে। এরা ভগবানের পথ দেখাচ্ছেন। নিরাকার পরমাত্মাই বলেন, হে আত্মারা, আমাকে স্মরণ করো, তাহলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। গঙ্গা স্নান, তীর্থ ইত্যাদি জন্ম জন্মান্তর ধরে করতে করতে তোমরা পতিত হয়ে গেছো। ভারতেরই চড়তি কলা আর উতরতি কলা অর্থাৎ নামার কলা হয়। বাবা রাজযোগ শিখিয়ে চড়তি কলা অর্থাৎ স্বর্গের মালিক বানান, আবার মায়া রাবণ যখন নরকের মালিক বানায় তখন তাকে উতরতি কলাই তো বলবে, তাই না? জন্মে জন্মে অল্প অল্প করে উতরতি কলা অর্থাৎ নামার কলা হতে থাকে। জ্ঞান হলো চড়তি কলা। আর ভক্তি হলো উতরতি কলা। বলা হয় ভক্তির পরেই ভগবানকে পাওয়া যায়। তাহলে ভগবানই তো জ্ঞান দেবেন তাই না? তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগর। জ্ঞান অঞ্জন (চক্ষু) সন্ধুর দিয়েছেন, অজ্ঞান অন্ধের বিনাশ করে। সন্ধুর তো একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা। মহিমা তো এক সন্ধুরেরই হবে নাকি গুরুর? গুরুরা তো অনেকেই আছেন। কিন্তু সন্ধুর একজনই। তিনিই সন্নতিদাতা, পতিত - পাবন এবং উদ্ধার কর্তা। এখন তোমরা বাচ্চারা ভগবান উবাচঃ শোনো। আমাকে স্মরণ করলে তোমরা আত্মারা শান্তিধামে চলে যাবে। ওটা হলো শান্তিধাম আর স্বর্গ হলো সুখধাম আর এ হলো দুঃখধাম। এই কথাটুকুও কি বুঝবে না? বাবা এসেই এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র দুনিয়া বানান।

তোমরা জানো যে বেহদের সুখদানকারী হলেন বেহদের বাবাই। আর বেহদের দুঃখ রাবণ দিয়ে থাকেন। এ হলো বড় শত্রু। এও কেউ জানে না যে রাবণ রাজ্যকে কেন পতিত রাজ্য বলা হয়। এখন বাবা সারা রহস্য আমাদের বুঝিয়ে বলেছেন। প্রত্যেকের মধ্যেই এই ৫ - ৫ বিকারের প্রবেশ আছে। এইজন্যই দশ মাথাওয়ালা রাবণ বানানো হয়। এই কথা বিদ্বান, পণ্ডিতরা জানে না। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন রামরাজ্য কখন থেকে কখন পর্যন্ত চলে। এই বেহদের হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি তিনিই বুঝিয়ে বলেন। রাবণ হলো এই ভারতের বেহদের শত্রু। তিনি কতই না দুর্গতি করেছেন। ভারতই স্বর্গ ছিল যা মানুষ এখন ভুলে গেছে।

এখন তোমরা বাচ্চারা বাবার শ্রীমত পাছো যে বাচ্চারা, তোমরা বাবাকে স্মরণ করো। অল্ক অর্থাৎ আল্লা আর বে অর্থাৎ তাঁর বাদশাহী। পরম পিতা পরমাত্মা স্বর্গের স্থাপনা করেন। রাবণ আবার নরকের স্থাপন করেন। তোমাদের তো স্বর্গ স্থাপনকারী বাবাকে স্মরণ করতে হবে। যদিও গৃহস্থ জীবনেও থাকো বা বিয়ে উপলক্ষেও কোথাও যাও কিন্তু যখনই সময় পাবে বাবাকে স্মরণ করবে। শরীর নির্বাহের কারণে কর্ম করলেও যাঁর সাথে তোমাদের সম্বন্ধ হয়েছে তাঁকে স্মরণ করতে হবে। যতক্ষণ না তাঁর ঘরে যাও, তোমরা সব কর্তব্য পালন করো, কিন্তু বুদ্ধির দ্বারা কখনোই বাবাকে ভুলো না। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সাজার হাত থেকে বাঁচার জন্য নিজের সব হিসেব - নিকেশ শোধ করতে হবে। সত্য বাবার কাছে কিছুই লুকানো উচিত নয়। মিথ্যা আর কপটতার ত্যাগ করতে হবে। বাবার স্মরণের যাত্রায় থাকতে হবে।

২) বাবা যেমন অপকারীদেরও উপকার করে থাকেন তেমনই সকলের উপকার করতে হবে। সবাইকে বাবার সত্য পরিচয় দিতে হবে।

বরদান :- সাক্ষী হয়ে মায়ার এই খেলাকে মনোরঞ্জনের সাথে দেখে মাস্টার রচয়িতা হও।

মায়া যতোই রং দেখাক আমি হলাম মায়াপতি, মায়া যদি রচনা হয়, আমি হলাম মাস্টার রচয়িতা - এই স্মৃতিতে মায়ার খেলা দেখো, কিন্তু এই খেলায় হেরে যেও না। সাক্ষী হয়ে মনোরঞ্জন মনে করে দেখতে থাকলে এক নম্বরে চলে আসতে পারবে। এমন মানুষের কাছে মায়ার কোনো সমস্যা, সমস্যাই মনে হয় না। কোনো প্রশ্ন থাকবে না। সদা সাক্ষী আর সদা বাবার সঙ্গের স্মৃতিতে বিজয়ী হয়ে যাবে।

স্লোগান :- মনকে শীতল, বুদ্ধিকে দয়ালু আর মধুর বচন সম্পন্ন হও।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই খেলা কবরস্থান আর পরিস্থানের, এই সময় কবরস্থান, পরে এটা পরিস্থান হয়ে যাবে, এই কবরস্থানের দিকে তোমাদের মন দেওয়া উচিত নয়"

প্রশ্নঃ - এমন কোন্ কথা মানুষ জানলে, তাদের সব সংশয় দূর হয়ে যাবে ?

উত্তরঃ - বাবা কে এবং কিভাবেই বা তিনি আসেন, এই কথা জেনে নিতে পারলে তাদের সব সংশয় দূর হয়ে যাবে। যতক্ষণ না বাবাকে জানা যাচ্ছে ততক্ষণ সংশয় মিটেবে না। নিশ্চয়বুদ্ধি হলে তোমরা বিজয়মালার সুতোয় গাঁথা হবে কিন্তু সব কথাতেই সেকেণ্ডে পূর্ণ বিশ্বাস থাকতে হবে।

গীতঃ- তোমার ওই আকাশ সিংহাসন ত্যজিয়া এসো, এই ধরনীতলে !

ওম্ শান্তি। বাবা এখানে বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। ইনি বেহদের রুহানী বাবা। সকল আত্মাই তাদের রূপ অবশ্যই বদল করে, নিরাকার দুনিয়া থেকে এসে সাকাররূপে কর্মক্ষেত্রে তাদের পার্ট প্লে করে। বাচ্চারা বলে, বাবা তুমিও আমাদের মতোই রূপ বদল করো। নিশ্চিতভাবে, তিনি সাকার রূপ ধারণ করে জ্ঞান দেন, মানুষের রূপই ধারণ করবেন ! বাচ্চারাও জানো, তোমরা নিরাকার ছিলে, আবার সেই তোমরাই পরে সাকার হও। নিশ্চিতরূপে এইভাবে চলে আসছে। সেটা নিরাকার দুনিয়া। বাবা এখানে বসে শোনান। তিনি বলেন, তোমরা নিজেদের ৮৪ জন্মের কাহিনী জানানো। আমি এঁর মধ্যে প্রবেশ করে এঁকে বোঝাই, ইনি তো সব জানেন না, তাই না ! কৃষ্ণ তো সত্যযুগের প্রিন্স, এনাকে আসতেই হয় পতিত দুনিয়ায়, পতিত শরীরে। কৃষ্ণ ছিলেন সুন্দর, গৌরবর্ণ, কিন্তু কিভাবে মসীবর্ণ হয়েছেন তা কেউ জানেনা। তারা বলে তাঁকে সর্প দংশন করেছিল ; বাস্তবে, এটা পাঁচ বিকারের কথা। কামচিভায় বসে তোমরা কালো হয়েছ। কৃষ্ণকে শ্যামসুন্দর বলা হয়ে থাকে। আমার শরীর নেই যে আমি সুন্দর বা অসুন্দর হতে পারি; আমি চির পবিত্র। কল্পে কল্পে সঙ্গমে আসি, যখন কলিযুগ শেষ হয়ে সত্যযুগের শুরু হয়। আমাকেই এসে স্বর্গের স্থাপনা করতে হয়। সত্যযুগ সুখধাম, কলিযুগ দুঃখধাম। এই সময় মানুষ মাত্রই পতিত। সত্যযুগের মহারাজা মহারানী, লক্ষ্মী-নারায়ণের গভর্নমেন্টকে তোমরা ব্রষ্টাচারী বলতে পারবেনা। এখানে সবাই পতিত। ভারত যখন স্বর্গ ছিলো তখন দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিলো। সেই সময় একটাই মাত্র ধর্ম ছিলো, সবাই সম্পূর্ণ পবিত্র এবং শ্রেষ্ঠ ছিলো। এখানে ব্রষ্টাচারী, শ্রেষ্ঠাচারীর পূজা করে। সন্ন্যাসীরা পবিত্র হয় আর সেইজন্য অপবিত্র যারা, তাদের সামনে মাথা নোয়ায়। গৃহস্থ লোকেরা সন্ন্যাসীদের ফলো করেনা, তারা শুধু বলে, অমুক সন্ন্যাসীর ফলোয়ার। যাই হোক, এটা একমাত্র তখনই হয় যখন সেই সমস্ত মানুষ প্রকৃত ফলো করে, তখন তারা বলতে পারবে ফলোয়ার। যদি তুমি নিজে সন্ন্যাসী হও তখনও তোমাকে ফলোয়ার বলা হবে। গৃহস্থীরা তাদের ফলোয়ার হয় কিন্তু তারা পবিত্র হয়না। না সন্ন্যাসীরা এটা তাদের বলে আর না তারা নিজেরা বুঝতে পারে যে, তারা প্রকৃতরূপে সন্ন্যাসীদের ফলো করছে না। এখানে পূর্ণরূপে মাতাপিতাকে তোমাদের ফলো করতে হবে। এটা বলা হয়ে থাকে, মাতাপিতাকে ফলো করো। দেহ সম্বন্ধীদের থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে এক আমাতে, তোমাদের বাবার সাথে জুড়ে নাও, তাহলেই বাবার কাছে পৌঁছে যাবে আর তারপরে সত্যযুগে চলে যাবে। তোমরা অল্ রাউন্ডার, ৮৪ জন্ম নাও। তোমরা বুঝতে পারো তোমাদের অল্ রাউন্ড পার্ট আদি থেকে অন্ত এবং অন্ত থেকে আদি পর্যন্ত অবিরত চলতে থাকে। অন্য ধর্মের যারা, তাদের পার্ট আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত চলেনা। আদি সনাতন

ধর্ম একমাত্র দেবী-দেবতাদের । একদম প্রথমে সূর্যবংশী ছিলো । এখন তোমরা জানো যে, তোমরা ৮৪ জন্মের চক্রে ঘুরছ, কিন্তু যারা পরে আসে তারা অল্ রাউন্ডার হতে পারেনা । এইরকম কিছু জিনিস বুঝতে হবে । বাবা বিনা এটা কেউ বোঝাতে পারেনা । একদম প্রথমে চাই ডিইজ্জ অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিশ্বাস । অর্ধকল্পের জন্য সূর্য এবং চন্দ্রবংশী রাজত্ব চলে । এখন এই যুগ খুব ছোট, একে সঙ্গমযুগ বলা হয় এবং কুস্তুও অর্থাৎ মিলনমেলা । সবাই তাঁকে স্মরণ করে, হে পরমপিতা, পরমাত্মা এসো, পতিত থেকে আমাদের পবিত্র বানাও । তারা বাবার সাথে মিলিত হওয়ার আশায় অনেক ঘুরেছে । তারা যজ্ঞ-তপ, দান-পুণ্য ইত্যাদি করতে থাকে , কিন্তু সেসবের একটাতেও কোনও লাভ হয়না । উদ্দেশ্যহীনভাবে এতদিনের ঘুরে বেড়ানো থেকে এখন তোমরা মুক্ত হয়েছ । ওটা ভক্তিকাও আর এটা জ্ঞানকাণ্ড । অর্ধকল্প ভক্তিমার্গ চলে । এটা জ্ঞানমার্গের পথ । তোমাদের বলা হয়েছে পুরানো দুনিয়া থেকে বৈরাগ্য নিতে হবে । সুতরাং, তোমাদের এটা বেহদের বৈরাগ্য কারণ তোমরা জানো যে, এই সমগ্র দুনিয়া কবরস্থানে পরিণত হয়ে যায় । এই সময় এটা কবরস্থান, পরে পরীস্থান হয়ে যাবে । এই খেলা কবরস্থান আর পরীস্থানের । বাবা পরীস্থানের স্থাপনা করেন যা সকলে স্মরণ করে । রাবণকে কেউ স্মরণ করেনা । মুখ্য একটা কথা বুঝতে পারলেই তাদের সমস্ত সংশয় দূর হয়ে যাবে । যতক্ষণ না পর্যন্ত বাবাকে জানতে পারছে, তাদের বুদ্ধিতে সংশয় থেকেই যাবে । যাদের বুদ্ধিতে সংশয় আছে তারা ধর্মসের দিকে এগিয়ে যায় । নিশ্চিতরূপে তিনি আমাদের, আত্মাদের বাবা, তিনিই বেহদের উত্তরাধিকার দেন । একমাত্র নিশ্চয় দ্বারা বিজয়মালার সুতোয় আমরা গাঁথা হতে পারি । প্রতিটা শব্দ এক সেকেন্ডে নিশ্চয় হতে হতে হবে । তোমরা 'বাবা' বলছ যখন, তাহলে তো পুরো নিশ্চয় থাকা উচিত, তাই না ! বাবা নিরাকারকে বলা হয়ে থাকে । বাস্তবে গান্ধীকে "বাপুজী" বলা হয়ে থাকে, কিন্তু এখানে ওয়ার্ল্ডের বাপুজী, বিশ্বপিতার প্রয়োজন । তিনি ওয়ার্ল্ডের গড ফাদার, তাইতো তিনি সুমহান ! তোমরা তাঁর থেকে ওয়ার্ল্ডের উত্তরাধিকার লাভ করো । বিষ্ণুর রাজ্য ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা হয় । তোমরা জানো, তোমরা বিশ্বের মালিক ছিলে । তোমরা যে দেবী-দেবতা ছিলে, পরে সেই তোমরাই চন্দ্রবংশী, বৈশ্য বংশী, শূদ্রবংশী হয়েছ । একমাত্র তোমরা বাচ্চারা এইসমস্ত কথা বুঝতে পারো । বাবা বলেন, আমার এই জ্ঞান যজ্ঞে অনেক বিঘ্ন আসবে । এটা রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ যা থেকে বিনাশ জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হয় এবং সমগ্র পুরানো দুনিয়ার বিনাশ ও এক দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়ে যাবে । বাবা তোমাদের প্রকৃত সত্য বুঝিয়ে বলেন । তিনি তোমাদের সাধারণ নর থেকে নারায়ণ হওয়ার সত্য কথা শোনান । একমাত্র এখনই তোমরা এই কাহিনী শোনো । এটা শুরুর সময় থেকে ধারাবাহিকে হচ্ছে না । বাবা বলেন, তোমরা ৮৪ জন্ম এখন সম্পূর্ণ করেছে । এরপর নতুন দুনিয়ায় তোমাদের রাজ্য হবে । এই জ্ঞান রাজযোগের । সহজ রাজযোগের নলেজ একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মার কাছেই আছে, যাকে প্রাচীন ভারতের রাজযোগ বলা হয়ে থাকে । কলিযুগ অবশ্যই সত্যযুগে রূপান্তরিত হয়েছিলো । বিনাশও শুরু হয়েছিলো ; সেটা মিসাইলেরই কথা । সত্যযুগ, ত্রেতায় লড়াইয়ের কোনো প্রশ্নই নেই, সেসব তো পরে শুরু হয় । অন্তিম যুদ্ধ হবে মিসাইলের । প্রথমদিকে তারা তরোয়াল দিয়ে লড়াই করতো, তারপরে শুরু হয় বন্দুক দিয়ে, তারও পরে কামান আর এখন বম্ব । নয়তো কিভাবেই বা সমগ্র দুনিয়ার বিনাশ হবে ? সেইসবের সাথে ন্যাচারাল ক্যালামিটিজও আছে । মুশলধারে বৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ (famine) ইত্যাদি সব ন্যাচারাল ক্যালামিটিজ । উদাহরণস্বরূপ, আর্থকোয়েক, ন্যাচারাল ক্যালামিটিজ । এক্ষেত্রে কে কিই-বা করতে পারে ? এখন যদি মানুষ ইন্স্যুরেন্স করেও তবে কে কাকে দেবে ! সবাই মরে যাবে, কেউ কিছুই নিতে পারবেনা । এখন তোমাদের সবকিছু বাবার কাছে ইন্স্যুর করতে হবে । ভক্তিমার্গেও তারা ইন্স্যুরেন্স করে, কিন্তু তারা অল্পকালের রিটার্ন লাভ করে । এখানে তুমি ডাইরেক্ট ইন্স্যুর করছ । কেউ সবকিছু ইন্স্যুর করলে সে বাদশাহী লাভ করবে । বাবা তাঁর নিজের

উদাহরণ দেন, তিনি সবকিছু দিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি সবকিছু পুরোপুরি (fully) বাবার কাছে ইনশিওর করেছিলেন এবং সেইজন্যে তিনি ফুল (সম্পূর্ণ) বাদশাহী লাভ করেন। যাই হোক, বাকি তো এই দুনিয়া শেষ হয়ে যায়। এটা মৃত্যুলোক। কারও সম্পদ মাটিতে মিশে যাবে আর বাকি অন্যান্যদেরটা গভার্নমেন্ট নিয়ে নেবে। যখন কোথাও আগুন লাগে বা কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় উদ্ভূত হয়, তখন চোরেরা এসে অনেক জিনিস চুরি করে নিয়ে যায়। এখন শেষের সময়। এই কারণে তোমাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে, সহায়তা করতে হবে। এই সময় সবাই পতিত, সুতরাং কেউ পবিত্র দুনিয়া বানাতে পারেনা। এটা বাবার কাজ। তারা বাবাকে ডাকে নিরাকার দুনিয়া থেকে এসে রূপ ধারণ করো। বাবা বলেন, আমি সাকার দুনিয়ায় এসে রূপ ধারণ করেছি, কিন্তু সবসময় ঐর মধ্যে আমি থাকতে পারিনা। সারাদিন কেউ সওয়ারি করতে পারে কি! তারা ষাঁড়ের ওপর সওয়ারি দেখায়। তারা মানুষের ভাগ্যবান রথও দেখায়। এটা রাইট নাকি ওটাই ঠিক? তারা গোশালা দেখায়, গোমুখও দেখায়। তারা ছবি আঁকে, ষাঁড়ের ওপর একজন সওয়ার হয়ে গোমুখ দ্বারা নলেজ দিচ্ছে। এই জ্ঞান অমৃত বেরিয়ে আসছে এবং এটার অর্থও আছে। এমনকি গোমুখ মন্দিরও আছে। অনেকেই সেই মন্দির দেখতে যায়; তারা বিশ্বাস করে গোমুখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে অমৃত ঝরে, সেইজন্যে সেখানে গিয়ে তাদের অমৃত পান করা উচিত। সাতশো সিঁড়ি আছে। বাস্তবে এটা সবচেয়ে বড় গোমুখ। তারা অমরনাথে যাওয়ার জন্যও কতো মেহনত করে, যদিও সেখানে কিছু নেই। তারা সবাই ঠগ। তারা দেখায় শংকর পার্বতীকে অমরকথা শোনাচ্ছেন। কিন্তু পার্বতীর মর্যাদা তেমন নয় যে, তাঁকে বসিয়ে তিনি ধর্মের কাহিনী শোনাবেন! মানুষ মন্দির ইত্যাদি বানানোর জন্যও কতো খরচ করেছে। বাবা বলেন, তোমার টাকা যথেষ্টভাবে খরচ করতে করতে তুমি সব টাকা নষ্ট করে দিয়েছ। তোমরা কত সলভেন্ট ছিলে আর এখন ইনসলভেন্ট হয়ে গেছ। যাই হোক, এখন আমি এসে আবার সলভেন্ট বানাই। তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারছ যে, তোমরা বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে এসেছ। বাবা এখন তোমাদের এই উত্তরাধিকার দিচ্ছেন। পরমপিতা পরমাত্মার বার্থপ্লেস এই ভারত এবং সেইজন্যে ভারতই সবচেয়ে বড় তীর্থ। বাবা এসে সব পতিতদের পবিত্র বানান। গীতায় যদি বাবার নাম থাকতো, তবে সবাই এখানে এসে ফুল চড়াতো। বাবাকে ছাড়া, অন্য কেউ সদগতি দিতে পারেনা। ভারত সবচেয়ে বড় তীর্থক্ষেত্র কিন্তু এটা সকলের জানা নেই। নয়তো বাবার মহিমা যেমন অপরমপার, তেমনই ভারতের মহিমাও অপরমপার। এই ভারত হেল এবং হেভেনে পরিণত হয়। অপরমপার মহিমা হেভেনেরই আর সেক্ষেত্রে অপরমপার নিন্দা হেলের। তোমরা বাচ্চারা এখন সত্যখণ্ডের মালিক হচ্ছ। তোমরা এখানে এসেছ বাবার থেকে বেহদের উত্তরাধিকার নিতে। বাবা বলেন, মনমনাভব! তোমার বুদ্ধিযোগ সবকিছু থেকে সরিয়ে একমাত্র আমাকে স্মরণ করো। স্মরণের অভ্যাসে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। নলেজ ধারণ করে তোমাদের রাজ্যাধিকার নিতে হবে। জীবন মুক্তি প্রত্যেকের প্রাপ্তি হয়, কিন্তু যারা রাজযোগ শেখে একমাত্র তারা স্বর্গের বরসা লাভ করে। সদগতির প্রাপ্তি তো সকলের, তিনি সবাইকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। বাবা বলেন, আমি কালেরও কাল! মহাকালের মন্দিরও আছে। বাবা বুঝিয়েছেন, অস্তিমে যখন প্রত্যক্ষতা হবে তখন মানুষ বুঝবে যে, বেহদের বাবা সত্যি এই সম্পর্কে তোমাদের বলেছেন। কেউ যদি এখন কাহিনী শোনাতে গিয়ে বলে গীতার ভগবান কৃষ্ণ নয় শিব; তবে সবাই বলবে বি. কে.-দের ভূত চেপেছে অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমারীদের দ্বারা প্রভাবিত; এইসব কথা এই ঈঙ্গিত দেয় যে, এখনও তাদের আসার সময় হয়নি। তারা পরে বুঝবে; তারা যদি এখন সবকিছু বুঝে যায়, তাদের সমস্ত ব্যবসা-বৃত্তি সমাপ্ত হয়ে যাবে। আচ্ছা -

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং গুড মর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) অন্যান্য সমস্ত সঙ্গ ছিন্ন করে মাতাপিতাকে সম্পূর্ণভাবে ফলো করতে হবে। এই পুরানো দুনিয়ার প্রতি বেহদের বৈরাগ্য থাকা উচিত। তোমাদের এটা ভুলে যেতে হবে।

২) এটা এখন অন্তের সময়, সব শেষ হয়ে যাওয়ার আগে নিজের কাছে যা কিছু আছে, সেসব ইন্স্যুরেন্স করে ভবিষ্যতের জন্য পূর্ণ (full) বাদশাহীর অধিকার নিতে হবে।

বরদানঃ- সদা সৎসঙ্গের দ্বারা দুর্বলতাকে সমাপ্ত করে সহজযোগী, সহজ জ্ঞানী ভব

যে কোনো দুর্বলতা তখনই আসে যখন সৎসঙ্গ থেকে সরে গিয়ে অন্য সঙ্গের প্রভাব পড়ে, এইজন্য ভক্তিতে বলা হয় সদা সৎসঙ্গে থাকা উচিত। তোমাদের সবার জন্য সত্যবাবার সঙ্গ অতি সহজ কারণ তাঁর সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক খুব কাছের। সুতরাং, সদাসর্বদা সৎসঙ্গে থেকে সহজ যোগী এবং সহজ জ্ঞানী আত্মা হয়ে সমস্ত দুর্বলতা সমাপ্ত করো।

স্লোগানঃ- সদা প্রসন্ন থাকতে হলে নিজের প্রশংসা শোনার ইচ্ছে ত্যাগ করো।

"মিষ্টি বাচ্চারা - 'জগৎ অম্বা', যিনি সকলের আশা পূরণকারী কামধেনু স্বরূপ, ওনার পুত্র-কন্যা তোমরা। অতএব, সকলের মনোকামনা পূর্ণ করাই তোমাদের কর্তব্য। আর অন্যান্য ভাই-বোনেরও সঠিক দিশা দেখাতে হবে।"

প্রশ্ন :- বাচ্চারা, বাবা কি এমন গুরু-দ্বায়িত্ব দিয়েছেন তোমাদের ?

উত্তর :- বাচ্চারা, বেহদের অলৌকিক বাবা যেহেতু তোমাদের বেহদের অলৌকিক সুখ দেওয়ার জন্য এসেছেন- সেহেতু তোমাদেরও কর্তব্য হল, প্রতিটি ঘরেই বাবার আসার খবর পৌঁছে দেওয়া। বাবার সহযোগী বাচ্চা হয়ে, প্রতিটি ঘরেই স্বর্গের পরিবেশ বানানো আর কাঁটা তুল্য পতিতকেও ফুলের তুল্য পবিত্র করে তোলার সেবা। বাবার মতন নিরহংকারী, নিরাকারী ভাবে থেকেই সবার সেবা করতে হবে। তোমাদের সব চেয়ে গুরু দ্বায়িত্ব হল, রাবণের মতন শত্রুর থাবা থেকে, বিশ্বের সবাইকে মুক্ত করা।

গীত :- মাতা, ও মাতা, তুমিই সবার ভাগ্য বিধাতা।

ওম্ শান্তি ! জগৎ মাতার এই গীত-গাঁথার মহিমা কেবল ভারতেই হয়ে থাকে। জগৎ অম্বাই সদা কালের প্রকৃত ভাগ্য-বিধাতা। তাই তো ওনাকে কামধেনুও বলা হয় -যার অর্থ যিনি সবার সর্ব প্রকার মনোকামনাকে পূর্ণ করেন। কিন্তু, তা পূর্ণ করার জন্য সেই আশীর্বাদী-বর্সা উনি পান কার থেকে ? জগৎ পিতা এবং জগৎ অম্বা উভয়েই সেই বর্সা পান শিববাবার থেকেই। বাচ্চাদের এই নিশ্চয়তা থাকতে হবে, প্রকৃত অর্থে আমি আত্মা। আত্মা দেখতে পায় না, কিন্তু বোধ-শক্তি আছে। জীব আর আত্মা = জীবাত্মা। আত্মা অবিনাশী, কিন্তু শরীর (জীব) বিনাশী- যার চোখ দ্বারা আত্মা দেখতে পারে। সাক্ষ্যাংকার এই আত্মারই হয়। শোনা যায়, আত্মার সাক্ষ্যাংকার স্বামী বিবেকানন্দেরও হয়েছিল। কিন্তু উনি তা বুঝে উঠতে পারেননি। তোমরা বি কে-রাও ভেবে থাকতে পারো, বাবাকে যেমন দেখতে পাও, তেমনই নিজের আত্মাকেও দেখতে পাবে। যেখানে, আত্মা যেমন হবে- তেমনই তো হবে আত্মার পিতা পরমাত্মাও। এক্ষেত্রেও কোন তফাৎ নেই। বুদ্ধি দিয়ে অবশ্যই তা বোঝা যায়- কে বাবা আর কে বাচ্চা। বাচ্চারা অর্থাৎ আত্মারা তো সেই বাবা-পরমাত্মাকেই স্মরণ করে। কিন্তু এই চর্মচক্ষে আত্মা বা পরমাত্মা কারওকেই দেখা যায় না। উনি ভগবান, অর্থাৎ পরম আত্মা, যিনি পরমধাম নিবাসী, মহত্তম সর্বোচ্চ পরমাত্মা। ভক্তি-মার্গে যারা নানা উপাচারে ভক্তি করেন, তাদের কারও কারও সাক্ষ্যাংকার হয়। কিন্তু, এর অর্থ এমন নয় যে, আত্মা সেই সময়ে তার শরীরে প্রবেশ করেছে। আত্মা তো চলে যায় আবার অন্য শরীরে পুনঃজন্ম নিতে। ভক্তি-মার্গে যে যেই স্বরূপকে, যে ভাবনায় যাকে পূজা করে- তারই সাক্ষ্যাংকার হয়। লোকেরা বসে বসে এই যে এত বিভিন্ন প্রকারের চিত্রাদি বানিয়েছে, তা যেন বাচ্চাদের পুতুল খেলার পূজা। তবে হ্যাঁ, তার প্রতি বিশ্বাস রাখলে উপহার হিসাবে অল্পকালের সামান্য সুখ অবশ্য পাওয়া যায়। কিন্তু তোমাদের এই বেহদের অলৌকিক সুখ, যা সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার। তোমরা জানো যে, তোমরাই স্বর্গের বাদশাহী পেয়ে থাকো। ভক্তি করে কেউ স্বর্গে যেতে পারে না। ভক্তি মার্গ সম্পূর্ণ রূপে শেষ হবার পর, অর্থাৎ পুরোনো দুনিয়ার কলিযুগের শেষ যখন হয়, তখন নতুন দুনিয়া অর্থাৎ সত্যযুগ আসে। এটাই তাদের কারও বুদ্ধিতে ঢোকে না। সন্ন্যাসীরা আবার কারও কারও বেলায় এমনও বলে, উনি তো জ্যোতির

আলোতে মিশে গেছেন। বাস্তবে কিন্তু এমন কিছু হয় না। তোমরা এখন ঈশ্বরীয় বুদ্ধির মত পাছো-
যাকে শ্রীমৎ বলা হয়। কত সুন্দর শ্রুতিমধুর শব্দ এটা। যা শ্রী শ্রী ভগবান স্বয়ং বলেন।
একমাত্র উনিই পারেন স্বর্গের মালিক বানাতে অর্থাৎ সাধারণ নর থেকে নারায়ণ বানাতে। তোমরা
এই শ্রীমতের দ্বারাই বিশ্বের রাজ্য-ভাগ্য পাও। শ্রী শ্রী ১০৮-এর মালার অনেক মহিমা। আবার ৮-
রত্ন-মালার আরও বেশী মহিমা। জাগতিক সন্ন্যাসীরা যেগুলিকে জপ করে। তারা কাপড়ের থলি
দিয়ে গরুর মুখের একটা আকৃতি বানিয়ে তাকেই 'গোমুখ' বলে বোঝায়। আর তার ভিতরে হাত
ঢুকিয়ে মালা জপতে থাকে। আর এই বাবা সেখানে বলেন নিরন্তর স্মরণ করতে, অথচ তারা সেখানে
তার অর্থ করে নিয়েছে মালার জপ। বাচ্চারা, তোমরা তো জানতেই পেরেছো, পারলৌকিক বাবা স্বয়ং
এসে ব্রহ্মার মাধ্যমে, তোমাদেরকে নিজের করে নিয়েছে। প্রজাপিতা (প্রজাদের পিতা) ব্রহ্মা যখন
আছেন, তবে তো প্রজা মাতাও অবশ্যই থাকবে। জগৎ অস্বাক্ষেই জগৎ-এর মাতা বলা হয় এবং
মহালক্ষ্মী অর্থাৎ বিশ্বের মহারাণী বলা হয়। বিশ্বের অস্বাই বলা আর জগৎ অস্বাই বলা - দুটোর
অর্থই এক। তোমরা তারই বাচ্চা, তাই তোমরাও সেই একই পরিবার ভুক্ত হিসাবেই পরিগণিত হবে।
তোমরা বাচ্চারাও ওনারই মতন সকলের মনেকামনা পূর্ণ করে থাকো। যেহেতু তোমরা জগদস্বা, জগৎ
অস্বার পুত্র-কন্যা। তাই তোমাদের মন ও বুদ্ধিতে সেই আবেশের আনন্দ ভরে থাকে আর বলা
আমরা অন্যদেরকেও এই সঠিক দিশা দেখাবো। যদিও এটা খুবই সহজ রাস্তা। অথচ ভক্তি মার্গের
দিশা কত সঙ্কটজনক। কত প্রকারের হঠযোগ, প্রাণায়াম ইত্যাদি করতে হয়। নদীতে গিয়ে স্নান
করতে হয়। কত প্রকারের কষ্টভোগ করতে হয়। তাই তো বাবা জানাচ্ছেন, "এ সব করতে
করতে তোমরা হাঁফিয়ে উঠেছো।" শিববাবা স্বয়ং এসব বোঝাচ্ছেন তার বি কে ব্রাহ্মণ
বাচ্চাদেরকে। যারা ইতিমধ্যেই জেনে গেছে, নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তাদের কি সম্বন্ধ।
"শিববাবা" শব্দটি খুবই শ্রুতিমধুর। তাই তোমরা 'রুদ্রবাবা' শব্দটিকে ব্যবহার কর না। কেবল মাত্র
শিববাবা অথবা বাবা বলতেই অভ্যস্ত তোমরা। কত সহজ সরল শব্দ এটা। নাম তো তার আরও
অনেক আছে - কিন্তু এই "শিববাবা" নামটাই যথার্থ। শিব কথার অর্থ বিন্দু। কিন্তু রুদ্র বললে
বিন্দু ভাব মনে আসে না। জগতের অন্য লোকেরাও তাকে শিব বলেই ডাকে, কিন্তু শিবের সম্বন্ধে
তাদের কোনও ধারণাই নেই। শুধু জানে উনি শিববাবা আর তোমরা তার শালগ্রাম শিলা।
বাচ্চারা, তোমাদেরকেই তা সঠিক ধারায় তাদেরকেও বোঝাতে হবে। যেমন মহাত্মা গান্ধীরা ভাবতেন,
বিদেশীদের কবল থেকে ভারতকে মুক্ত করতেই হবে। তা ছিল জাগতিক হদের ব্যাপার। কিন্তু এটা
তো বেহদের অলৌকিক ব্যাপার। তেমনি বাবাও তোমাদের এই দ্বায়িত্ব সঁপে দিচ্ছেন। বিশেষ করে
এই ভারত খণ্ড সমেত সমস্ত সাধারণ দুনিয়াকেই মায়ারূপী রাবণ শত্রুর থাবা থেকে মুক্ত করতেই
হবে। এই দুই শত্রুর জন্যই তোমাদের যত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়। তাদের থেকে বিজয় প্রাপ্ত
করতেই হবে। যেমন গান্ধীজীও ভারত থেকে বিদেশীদের তাড়িয়ে ছেড়েছে। তেমনি এই রাবণও
অনেক বড় বিদেশী। দ্বাপর থেকেই এই রাবণের প্রবেশ করেছে, যখন কেউ তা বুঝতেই পারেনি।
রাবণ এসে সমস্ত রাজ্যই ছিনিয়ে নেয়। অনেক পুরোনো বিদেশী এই রাবণ। যে ভারতকে এমন
ভিত্তারী কাঙালে পরিণত করেছে। রাবণের রাজত্বে ওনার মতেই ভারত এমন ভ্রষ্টাচারী হয়ে পড়েছে।
এই মহাশত্রুকে তাড়াতেই হবে। বাবার থেকে তোমরা সেই শ্রীমত-ই পাও, যাতে বলা আছে কিভাবে
সে পালাবে। তাই বাবার সহযোগী হতে হবে তোমাদের। বাবা জানাচ্ছেন, ওনার বাচ্চা হয়ে, যদি
অন্যের মতে চলো, তবে তো তোমার পতনই হবে। তখন আর উচ্চপদও পাবে না। একথাও তো
প্রচলিত আছে, হিম্মতে বাচ্চা, মদতে খুদা। তোমরা ঈশ্বরের সহযোগী বাচ্চা। ঈশ্বর স্বয়ং
এসে তোমাদের সাহায্য করেন। হে পতিত পাবন বাবা আসো বলে তো ওনাকেই ডাকতে থাকে

জগৎবাসী। তাই বাবা এসে আঙুঠাবহের মতো উনিও তোমাদের সেবা করেন। তবেই বোঝো, বাবা কিরূপ নিরহংকারী, নিরাকারী। তোমাদেরকেও অমন নিরহংকারী, নির্বিকারী হতে শেখান। নিজেদের মধ্যে সদ্ভাবের পরিবেশ বজায় রেখে কাঁটা তুল্য পতিদেরকে ফুল তুল্য পবিত্র করে তুলতে হবে। তোমাদেরকে অবশ্যই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে, কখনও কোনও প্রকার বিকারের কাজ করবে না। এই বিকারই সবার চাইতে পুরোনো শত্রু। তাই এর থেকেই আগে জয় প্রাপ্ত করতে হবে। কোনও কোনও বাচ্চা তো এমনও লেখে যে, বাবা, আমি তো হেরেই গেলাম। কেউ আবার বলেই না। এতে যেমন নিজের নাম বদনাম হয়, সঙ্গুরও তেমনি নিন্দা হয়। ফলে তারা নিজেরাই নিজের ক্ষতি করে। বাচ্চারা, এখন উপলব্ধি করতে পারছো, তোমরা ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীরা শিববাবার নাতি-নাতনী। যেহেতু তোমরা ব্রহ্মাবাবার বাচ্চা। তাই যেমন ব্রহ্মাবাবা শিববাবার থেকে আশীর্বাদী-বর্ষা পেয়ে থাকেন-বাচ্চারা, তোমরাও তেমনি শিববাবার থেকেই তা পেয়ে থাকো। বাচ্চারা তো এখন এটাও জানো যে, কল্প পূর্বেও ঠিক এভাবেই বাবার থেকে সেই আশীর্বাদী-বর্ষা পেয়েছিলে। আত্মা সবই বুঝতে পারে। আত্মাই এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর গ্রহণ করে। তখন আবার শরীরের অন্য কোনও নাম হয়। শিববাবা তো কেবল জ্ঞান দানের জন্য ব্রহ্মাবাবার শরীরকে বন্ধক (ধার) নেন। শিব-ভগবান স্বয়ং তা বলেন, অবশ্য ব্রহ্মাবাবার দ্বারা। তোমাদের অত বিস্তারে যাবার দরকার নেই, আত্মা কিভাবে শরীর ত্যাগ করে, তারপর কি হয়, কিভাবেই বা আসে, -এসব কথার মধ্যে গেলে তাতে কোন লাভও হবে না। সেসব কেবল সাক্ষ্যাংকার মাত্র। যা কিছুই ঘটে, তার সাক্ষ্যাংকার হয় মাত্র। সূক্ষ্ম-বতনের রাস্তা এখন খোলা-ই আছে। অনেকেই সেখানে যায় এবং আসে। যার সাথে জ্ঞান বা যোগের কোনও সম্বন্ধই নেই। ভোগ লাগলে আত্মা তখন সেখানে যায়, তাকে খাওয়াতে পান করাতে। এসব কেবল চিটচিটে (আচার আচরণ)। আসলে বাবা তার বাচ্চাদের খুবই স্নেহ-সুমন ভালবাসেন। বাচ্চারা, ওখানে তোমরা গিয়ে বলো, বাপদাদা আমরা এসেছি আপনার কাছে। যেখানে অবস্থান করেন শিববাবা আর প্রজাপিতা ব্রহ্মা। ব্রহ্মাকে তো বলা-ই হয়ে থাকে, গ্রেট-গ্রেট গ্রান্ড ফাদার। ব্রহ্মার কুলবৃক্ষ বিশালাকার। তা শিববাবার-এমনটা কিন্তু বলা যাবে না। যেহেতু তা মনুষ্য শরীরধারীদের কুলবৃক্ষ। এছাড়া এটা মনুষ্য (ভৌতিক) জগতের ব্যাপার। ভৌতিক জগতের মধ্যে মানুষেরাই প্রধান ও এক নম্বর। বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের এই নাটকও অনেক লম্বা। বাচ্চারা, তোমরা এখন যা ধীরে ধীরে বুঝতে পারছো। জগতের অন্যেরা তো এসবের কিছুই বুঝতে পারে না। শেষ মুহূর্তে অবশ্য তারা এটুকু বুঝতে পারে, পরম আত্মা শিববাবা-ই সব আত্মাদের প্রকৃত পিতা। আশীর্বাদী-বর্ষা দাদু ব্রহ্মার মাধ্যমেই পাওয়া যায়। উনিও নিজেও শিববাবার থেকেই তা পেয়ে থাকেন। আচ্ছা, ব্রহ্মাকে না হয় ভুলেই গেলে। কিন্তু বাগদানের মুহূর্তে কি কি প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়েছিল তোমরা ? সেক্ষেত্রেও মধ্যস্থতাকারীর কথা ভুলে যাও। যেহেতু উনি ঘটকের কাজ করে, এই অলৌকিক বন্ধনে বাঁধতে মধ্যস্থতা করেন। বাবা আবার বলছেন-ওহে বাচ্চারা, আমি তো আত্মাদের সাথেই কথা বলি। আত্মারাও তেমনি বাবাকে স্মরণ করে বলে- বাবা তুমি আসো, আমাদেরকে পবিত্র-পাবন বানাও। উত্তরে বাবা জানান- আমাকে স্মরণ করতে করতেই তোমরা পবিত্র হতে থাকবে, অন্য আর কোনও উপায়ও যে নেই। তবেই তোমরা শান্তিধামে পৌঁছতে পারবে, তারপর সেখান থেকে স্বর্গধামে পাঠিয়ে দেবো। এই শান্তিধাম তোমাদের বাপের বাড়ী-আর স্বর্গধাম হলো শ্বশুর বাড়ী। বাপের বাড়ীতে গয়না-গাঁটী পরার রেওয়াজ নেই। কিন্তু আজকাল আবার তা ফ্যাসানে পরিণত হয়েছে। তোমরা বুঝতে পেরেছো, শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে সেসব প্রচুর পরিমাণে পরতে পারবে। যেমন রীতি অনুসারে বিয়ের পূর্বে কন্যাদের সব গয়না-গাঁটী খুলে দেওয়া হয়। পুরোনো বস্ত্র পরানো হয়। শ্বশুর বাড়ীতে পাঠাবার পূর্বে, বাবাও সেই রীতিতে তোমাদের শৃঙ্গার করান। আগামী

২১ জন্ম তোমাদেরকে সেই স্বশুর বাড়ীতেই থাকতে হবে। তবে হ্যাঁ, তার জন্য সেরকম পুরুষার্থও করতে হবে তোমাদের। যার জন্য সম্পূর্ণরূপে পবিত্র থাকতে হবে। সংসার-গৃহস্থলীর মধ্যে থেকেও, পদ্মফুলের মতন পবিত্র ও সুন্দর হতে হবে। যেহেতু এটাই তোমাদের অন্তিম জন্ম। ব্যাখ্যা সহযোগে বাবা আরও বলছেন- পূর্বের ভক্তি ছিল অব্যাভিচারী সত্বোপধান। এখন যা চূড়ান্ত তমোপধানে পরিণত হয়েছে। যেমন বোম্বোতে গনেশের পূজায় লাখ লাখ টাকা খরচ হয়। তারা দেবতার মূর্তি বানিয়ে তাকে চৈতন্য রূপে পূজা-অর্চনাও করে। তারপর তাকেই আবার জলে বিসর্জন দিয়ে তার বিনাশ করে। বাচ্চারা, এসব এখন তোমাদের কাছে কতই আশ্চর্যের মনে হয়-তাই না ! এ বিষয়ে জনগনকে তোমরা বোঝাতে পারো, এ আবার কি ধরনের রীতি-রেওয়াজ ? যাকে চৈতন্য দেবতা রূপে জন্ম দিলে, যাকে এত পূজা-অর্চনা-আরাধনা করে, এত ব্যঞ্জন ভোগ-প্রসাদ উৎসর্গ করলে, যা করে এত প্রসন্নও হলে- তাকেই আবার জলে বিসর্জন দিয়ে ডুবিয়ে দিলে ? সত্যি কি বিচিত্র এই রীতি-রেওয়াজ। আরও আশ্চর্যের- গাছ তুলসীর সাথে কৃষ্ণের বিয়ে দেবার ব্যাপারটা। আবার খুব ধুম-ধাম করেই সেই বিয়ে করানো হয়। বিদেশীরাও যখন এসবের গল্প-গাঁথা শোনে, তখন ভাবে -হয়ত এমনটা হলেও হতে পারে। সত্যি, জগতের মানুষেরা বসে বসে কতই না বিচিত্র কাহিনী বানাতে পারে ! যদিও এই কাহিনীগুলির মধ্যে জুয়া ইত্যাদিকে ঢোকানো হয়নি। দ্রোপদীকে বাজি রেখে, পাণ্ডবেরা জুয়া খেলেছিল -এমন কথাও তারাই বলেছে। এমন আরও আজগুबी গল্প কত কি না তারা বানিয়েছে। এর ফলেই গুরুস্বপূর্ণ রাজযোগের ব্যাপারটা একেবারেই চাপা পড়ে গেছে। এখন বাবা আবার তা জানাচ্ছেন, কেবল স্মরণের যোগ কর, যা একেবারেই সহজ ও সরল। সর্বদা মনে রাখতে হবে, তুমি ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের ক্ষীর-সাগরে যাচ্ছে। বর্তমানের এই দুনিয়াটা বিষ তুল্য বিষয় সাগরের। পুরুষার্থ করে তোমরা এখন বিষয় সাগর থেকে বেরিয়ে এসে ক্ষীর সাগরের দিকে যাচ্ছে। তোমাদের দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণ নতুন। মানুষেরা যা শুনে আশ্চর্য হয়ে যায়। কিন্তু তোমরা তো বুঝতে পারছো, স্বর্গে কত সুখ-শান্তিতে থাকতে পারবে। কেবল তোমরাই সারা বিশ্ব জুড়ে রাজত্ব করবে। সেখানে কেউ তোমাদের রাজধানী ছিনিয়ে নিতে পারবে না। বর্তমানে যা খণ্ড-খণ্ড হয়ে আছে। ফলে একে অপরের সাথে লড়াই-ঝগড়াতে ব্যস্ত। বাচ্চারা, তোমাদেরকেই তা বোঝাতে হবে, তোমাদের মূল শত্রু হলো রাবণ। কল্প-কল্প ধরে তোমরাই তার উপর বিজয় প্রাপ্ত করে আসছো। মায়াকে জিততে পারলেই, সম্পূর্ণ জগৎকেই জেতা যায়। এই অবিনাশী নাটকটাই যে হার-জিতের খেলা। তোমরা এখন বুঝতে পারছো, জয়ী তোমরা অবশ্যই হবে। কোনও ক্রমেই ফেল হওয়া চলবে না। যেহেতু বিনাশ এখন দোরগোড়ায়। নদীগুলিতে রক্তের স্রোত-ধারা বইতে থাকবে। অহেতুক বিনা কারণেই কত শত-শতের মৃত্যু ঘটবে। তাই তো একে নরক বা ব্রষ্টাচারী পতিত দুনিয়া বলা হয়। তখন সবাই মিলে ডাকতে থাকে, ওহে পতিত-পাবন বাবা, তুমি এসো। বাবা জানাচ্ছেন, তোমরা আত্মারা যেমন ক্ষুদ্র তারা স্বরূপ-আমিও তেমনি তারা স্বরূপ। আমিও এই অবিনাশী নাটকের বিশেষ চরিত্রে বন্ধনযুক্ত। কেউই এর থেকে মুক্ত নয়। তা না হলে কেনই বা আমি এই পতিত দুনিয়ায় আসবো। যেখানে আমি পরমধামের থাকি। এই নাটকে সবাইকে যার যার নিজস্ব কর্ম-কর্তব্যের অভিনয় করতেই হয়। কিন্তু এতে চিন্তার কোনও কারণ নেই। তোমরা বি কে-রা এখানে নিশ্চিন্তে আনন্দের নেশায় থেকেই তা করতে পারো। যা তোমাদের কাছে খুবই সহজ-সরল ব্যাপার। বাবা তোমাদের তেমন কোনও কষ্ট করতে বলেন না। কেবলমাত্র স্মরণে থাকা এবং অন্যদেরকেও তাতে উৎসাহ-উদ্দীপনা যোগানো। বেহদের অলৌকিক বাবা বেহদের সেই অলৌকিক সুখ-ই দিতে এসেছেন। এই খবরটাই নিমন্ত্রনের মত করে, প্রতিটা ঘরেই পৌঁছে দিতে হবে। তোমাদের শুধু এটুকুই করতে হবে। বাচ্চারা, এই গুরু দ্বায়িত্বটা তোমাদের উপরই। আবার মায়ার কথাই ভাবো, সে তো ভাল যা

কিছু তার সব কিছুই ধ্বংস করে দিচ্ছে। এই মায়ার কারণেই ভারত এখন কত দুঃখী হয়ে গিয়েছে। বাচ্চারা, তোমরা এখন বাবার সাহায্যকারী হয়ে, কাঁটার মতন স্বভাবধারীদেরকে ফুলের মতন পবিত্র স্বভাবের বানাতে হবে। আর তোমরাই তা জানো, আমাদের এই ব্রাহ্মণ-কুলে কি কি প্রকার স্বভাবের বাচ্চারা আছে। যেমন সেবা করবে-তেমনই পদ পাবে। আর তা না হলে, অগত্যা প্রজার পদেই যেতে হবে। যদিও সেবাতে কষ্টও কিছু হয়। কিন্তু, কত বাচ্চাই তো এই সেবার কাজে যুক্ত। বেশীর ভাগ কন্যাই এখানে আসার অনুমতি টুকুও পায় না। উপরন্তু, তাদের আবার মারধোরও করা হয়। তাই এসব কাজে সাহসেরও প্রয়োজন। ভয় পেলে চলবে না। সাহসী হতে হবে। আবার নষ্টমোহাও হতে হওয়া চাই। এই মোহ কিন্তু কোনও অংশে কম যায় না, সেও প্রবল প্রতাপশালী। কোনও বিত্তশালী ঘরের কেউ এলে, বাবা প্রথমেই তাকে দিয়ে ঘর-দুয়ার ঝাঁট দেওয়ানো, বাসন মাজানো এসব করান- দেহ অভিমানকে ভাঙ্গার জন্য। পরীক্ষা তো নিতেই হয়- তাই না! আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ-সুমন ভালবাসা ও সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় বাবা তার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) শ্রীমৎ অনুসারে সম্পূর্ণরূপে বাবার সাহায্যকারী হতে হবে। অপরের মত বা নিজের মতে চলবে না। নষ্টমোহা হয়ে, সাহসে ভর করে সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে।

২) যেহেতু এখন আমরা বাপের বড়ীতে আছি- তাই এখানে অলঙ্কারের কোনও প্রকার ফ্যাসান করা চলবে না। নিজেকে স্তান রঞ্জে ভূষিত করতে হবে, আর পবিত্র হয়ে থাকতে হবে।

বরদান:- অচল স্থিতির দ্বারা মাস্টার-দাতা হয়ে বিশ্ব-কল্যাণকারী হও।

বিস্তার :- যে অচল স্থিতির হয়, তার ভিতরে এমন শুভ ভাবনা, শুভ কামনা উৎপন্ন হয়, অন্যেও যেন তেমনি অচল হতে পারে। অচল স্থিতিধারীর বিশেষ গুণ হলো- ক্ষমাশীলতা। প্রত্যেক আত্মার প্রতি সর্বদাই দাতা ভাবের ভাবনা। তবেই সে বিশ্ব-কল্যাণকারীর বিশেষ উপাধিতে ভূষিত হবে। কোনও প্রকারের আত্মার প্রতিই তার ভিতরে ঘৃণা ভাব, বিদ্বেষ ভাব, ঈর্ষা ভাব কিম্বা নিন্দা ভাব উৎপন্ন হতে পারে না। সর্বদাই কল্যাণের ভাবনা আসে।

স্লোগান :- শান্তির শক্তিই হল অন্যের ক্রোধ-অগ্নি নেভানোর সাধন।

"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞানের ভিত্তি হল নিশ্চয়, নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে পুরুষার্থ করলে লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে।

প্রশ্ন:- কোন্ বিষয়টি অনেক কিছু বোঝার এবং নিশ্চয় করার ব্যাপার আছে?

উত্তর:- এখন সমস্ত আত্মাদের হিসাবপত্র সমাপ্ত হবে। সবাই মশার মত নিজের মিষ্টি ঘরে ফিরে যাবে, তারপর দুনিয়াতে খুব কম সংখ্যক আত্মা আসবে। এই কথাটার মধ্যে অনেক কিছু বোঝার এবং নিশ্চয় করার ব্যাপার আছে।

প্রশ্ন:- বাবা কোন বাচ্চাদেরকে দেখে খুশি হন?

উত্তর:- যেসব বাচ্চারা বাবার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দেয় এবং মায়া যাকে টলাতে পারে না অর্থাৎ অঙ্গদের মত অচল-অটল থাকে, সেইরকম বাচ্চাকে দেখে বাবাও খুশি হন।

গীত:- ধৈর্য ধর রে মন, তোর খুশীর দিন এই এলো...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা কি শুনল? এই কথাটা কেবল বাবার পক্ষেই বলা সম্ভব। কোনো সাধু-সন্ন্যাসীর পক্ষে বলা সম্ভব নয়। বেহদের পারলৌকিক পিতাই তাঁর সন্তানদের উদ্দেশ্যে বলছেন, কারণ আত্মার মধ্যেই মন-বুদ্ধি আছে। তিনি আত্মাদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে বলছেন। বাচ্চারাও জানে যে বেহদের বাবা সমগ্র দুনিয়াকে ধৈর্য ধারণ করতে বলছেন। এখন তোমাদের সুখ-শান্তির দিন আসছে। এটা হল দুঃখধাম, এর পরে সুখধাম তো আসবেই। এই সুখধামের স্থাপন তো বাবাই করবেন, তাই না? বাবাই বাচ্চাদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে বলছেন। প্রথমে তো নিশ্চয় হওয়া প্রয়োজন। ব্রহ্মা মুখবংশাবলী ব্রাহ্মণদেরই এই নিশ্চয় হয়। না হলে এত ব্রাহ্মণ কোথা থেকে আসবে? বি.কে. কথার অর্থই হল পুত্র এবং কন্যারা। এতজন ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারীরা যখন আছে, তাহলে ব্রহ্মাও অবশ্যই আছে, এদের সকলের মাতা-পিতা একজনই। দুনিয়াতে সকলের মাতা-পিতা আলাদা হয়। এখানে তোমাদের সবার মাতা-পিতা একজনই। এটা তো নতুন কথা, তাই না? আগে তোমরা ব্রাহ্মণ ছিলে না, এখন হয়েছ। দুনিয়াতে যেসব ব্রাহ্মণ রয়েছে, তাদের বিকারের দ্বারা জন্ম হয়। কিন্তু তোমরা হলে মুখ-বংশাবলী। যে কোনো বিষয়ে আগে এটা নিশ্চয় থাকতে হবে যে কে আমাদের কে বোঝাচ্ছেন। ভগবান আমাদেরকে বোঝাচ্ছেন। এখন কলিযুগের অন্তিম সময়, শীঘ্রই লড়াই লাগবে। ইউরোপবাসী যাদবরাও আছে যারা বোম্ব ইত্যাদি আবিষ্কার করেছে। গায়ন আছে যে পেট থেকে মুশল বেরিয়েছিল, যা দ্বারা নিজের কুলেরই বিনাশ করেছে। তারা বরাবরই এইরকম করে। ওরা সবাই একই কুলের অন্তর্গত। একে অপরকে বিনাশ করে দেওয়ার হুমকি দেয়। এটাও ড্রামাতেই লেখা আছে। বাবা এখন বলছেন - বাচ্চারা, ধৈর্য ধারণ কর। এই পুরাতন দুনিয়া এখন বিনাশ হয়ে যাবে। কলিযুগের বিনাশ হলে তবেই তো সত্যযুগের শুরু হবে, তাই না? তাহলে নিশ্চয়ই বিনাশের আগেই স্থাপন হয়ে যাবে। গায়নও করা হয় যে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন, শঙ্করের দ্বারা বিনাশ। প্রথমে স্থাপন করা হবে, তারপর যখন স্থাপনার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যায় তখন বিনাশ হয়। এখন স্থাপন হচ্ছে। এই মার্গ (পথ) সকল মার্গের থেকে পৃথক যেটাকে কেউ বুঝতেই পারে না। কেউ কখনও এর সম্বন্ধে শোনেনি তাই মনে করে বি.কে.দের এই সংস্থা হয়তো অন্যান্য মঠ এবং আশ্রমের মতই।

তাদের এইরকম ভাবার মধ্যে কোনো দোষ নেই। পূর্বকল্পেও এইভাবেই বিদ্ব দিচ্ছে। এটা হল রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। শিবকেই রুদ্র বলা হয়। তিনিই রাজযোগের শিক্ষা দেন, যাকে প্রাচীন রাজযোগ বলা হয়। প্রাচীন কথাটার অর্থও মানুষ বোঝেনা। এইসব এই সঙ্গমযুগেরই কথা। পতিত থেকে পবিত্র তো সঙ্গমেই হবে। সত্যযুগের শুরুতেই এক ধর্ম ছিল। ওরা সবাই আসুরী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, আর তোমরা হলে দৈবী সম্প্রদায়। এতে যুদ্ধ ইত্যাদির কোনও ব্যাপার নেই। এইটাও ভুল দেখানো হয়েছে। তোমরা ভাইরা কিভাবে নিজেদের মধ্যে লড়াই করবে? বাবা বসে ব্রহ্মার দ্বারা সকল বেদ শাস্ত্রের সারকথা শোনাচ্ছেন। বাস্তবে মুখ্য ধর্ম চারটি। এদের মধ্যে প্রথম হল আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম, যাদের শাস্ত্র হল সর্বশাস্ত্র শিরোমণি গীতা। এইটাই হল ভারতের প্রথম মুখ্য শাস্ত্র। এর থেকেই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম অথবা সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী ধর্মের স্থাপন হয়েছে। স্থাপন তো অবশ্যই সঙ্গমযুগেই হবে, তাই না? একেই কুন্ড বলা হয়। তোমরা জানো যে এইটা হল কুন্ডমেনা অর্থাৎ আত্মা-পরমাত্মার মিলন। এটা খুবই সুন্দর এবং কল্যাণকারী মিলন। কলিযুগের পরিবর্তে সত্যযুগের স্থাপন তো অবশ্যই হবে - তাই কল্যাণকারী বলা হয়। এরপর সত্যযুগ থেকে যখন ক্রমশ ত্রেতা এবং ত্রেতার পর দ্বাপরযুগ আসবে তখন ধীরে ধীরে কলা কম হতে থাকবে। অকল্যাণ হতে থাকে। তাহলে নিশ্চয়ই কল্যাণকারী কাউকে প্রয়োজন। যখন সম্পূর্ণ অকল্যাণ হয়ে যায়, তখনই বাবা আসেন সকলের কল্যাণ করার জন্য। বুদ্ধির দ্বারা কাজ হাসিল করতে হবে। বাবা কল্যাণ করার জন্য নিশ্চয়ই সঙ্গমযুগেই আসেন। বাবাই হলেন সকলের সদগতি দাতা। দ্বাপরযুগে তো সকল আত্মা থাকবে না। সত্যযুগ এবং ত্রেতাযুগেও সকলে ছিল না। বাবা একেবারে অন্তিমের আসেন যখন সকল আত্মারা এসে যায়। বাবাই এসে ধৈর্য ধারণ করতে বলেন। বাচ্চারা বলে - বাবা, এই পুরাতন দুনিয়াতে অনেক দুঃখ। আমাদের তাড়াতাড়ি নিয়ে চল। বাবা বাচ্চাদেরকে বলছেন - না, এই নাটক তো বানানোই আছে, তাই হঠাৎ করে ভ্রষ্টাচারী থেকে শ্রেষ্ঠাচারী হওয়া যাবে না। নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে পুরুষার্থ করতে হবে। সেকেন্ডে জীবনমুক্তি তো হয়ই, বাচ্চা হয়েছে মানে উত্তরাধিকারীও হয়েছে। কিন্তু ওখানেও তো বিভিন্ন ধরনের পদ আছে, তাই না? উঁচু পদ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হয়। এইরকম নয় যে ঝট করে কর্মাতীত অবস্থা হয়ে যাবে। তাহলে তো শরীরও ত্যাগ করতে হবে। এইরকম নিয়ম নেই। মায়ার সাথে ভালোভাবে যুদ্ধ করতে হবে। তোমরা জানো যে কোনো কোনো যুদ্ধ ৮,১০ কিংবা ১৫ বছর ধরেও চলতে থাকে। তোমাদের যুদ্ধ তো মায়ার সাথে। যতক্ষণ বাবা আছেন, তোমাদের এই যুদ্ধ চলতেই থাকবে। কে মায়ার ওপর কতটা বিজয়ী হয়েছে, কতটা কর্মাতীত অবস্থার নিকটে পৌঁছেছে তার ফলাফল অন্তিমের প্রকাশিত হবে। বাবা বলছেন, যতটা সম্ভব নিজের ঘরকে স্মরণ কর। ওটা হল শান্তিধাম, শব্দের দুনিয়ার থেকে ওপরে। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এখন খুশি আছে। তোমরা জানো যে এই ড্রামা কিভাবে বানানো হয়ে আছে। তোমাদের মধ্যে তিন লোকের জ্ঞানও আছে, যেটা অন্য কারোর বুদ্ধিতেই নেই। বাবাও অনেক শাস্ত্র পড়েছেন। কিন্তু তখন তো এই সকল কথা বুদ্ধিতে ছিল না। হয়তো তিনি গীতা পাঠ করতেন কিন্তু এটা তো তাঁর বুদ্ধিতে ছিল না যে আমরা দূরদেশ অর্থাৎ পরমধামের নিবাসী। এখন জানতে পেরেছি যে আমাদের বাবা, যাকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়, তিনি পরমধামে থাকেন। যাকে সবাই স্মরণ করে। প্রার্থনা করে- হে পতিত-পাবন, তুমি এসো। কেউই ফিরে যেতে পারবে না। এটা অনেকটা গোলকধাঁধা খেলার মত। যেদিক দিয়েই যাওয়া যাক সামনে দরজা চলে আসে। লক্ষ্য পর্যন্ত যেতে পারেনা। যখন ক্লান্ত হয়ে যায় তখন চিৎকার করে ডাকতে থাকে, যদি কেউ রাস্তা দেখিয়ে দেয়। এখানেও যতই বেদ শাস্ত্র পড়ুক, তীর্থযাত্রা করুক কিন্তু কিছুই বোঝেনা যে আমরা কোথায় যাচ্ছি। খালি বলে দেয় অমুক ব্যক্তি জ্যোতিতে মিশে গেছে। বাবা বলছেন, "কেউই ফিরে যেতে পারবেনা" ।

নাটক সমাপ্ত হওয়ার আগে সকল অভিনেতা মঞ্চে চলে আসেন। এটাই রীতি। সবাই ওই সাজে মঞ্চে এসে দাঁড়ায়, তারপর সবার মুখ দেখানোর পর সকলে পোশাক পরিবর্তন করে ঘরে যায়। পুনরায় ওই ভূমিকাতেই অভিনয় করে। আর এটা হল বেহদের নাটক। তোমরা এখন দেহী-অভিমানী হচ্ছে। জানো যে আমরা এই শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর নেব। পুনর্জন্ম তো হয়ই। ৮৪ জন্মে ৮৪ টা নাম আমরা ধারণ করেছি। এখন এই নাটক সমাপ্ত হয়েছে, সকলের জরাজীর্ণ অবস্থা। এরপর এর পুনরাবৃত্তি হবে। তোমরা জানো যে এখন আমাদের ভূমিকা সমাপ্ত হবে, পুনরায় ঘরে ফিরে যাব। বাবার নির্দেশ তো কম কিছু নয়। পতিত-পাবন বাবা বসে বোঝাচ্ছেন, তোমাদেরকে খুব সহজ উপায় শেখাচ্ছি। চলতে ফিরতে, উঠতে বসতে এইটা অন্তরে রাখো যে আমি হলাম অভিনেতা। ৮৪ জন্ম সমাপ্ত হয়েছে। বাবা এখন আমাদেরকে ফুল বানাতে অর্থাৎ মানুষ থেকে দেবতা বানাতে এসেছেন। আমরা পতিতদেরকে পবিত্র বানাচ্ছি। আমরা পূর্বে অনেকবার পতিত থেকে পবিত্র হয়েছি, এইবার আবার হবে। ইতিহাস-ভূগোলের পুনরাবৃত্তি হবে। প্রথমে তো দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মারাই আসবে। এখন তার চারা রোপন হচ্ছে। আমরা হলাম গুপ্ত। আমরা বাহ্য লৌকিকতা করিনা। আমাদের মধ্যে গুপ্তান আছে। তাই অন্তরে খুশি হয়। আমাদের দেবী-দেবতা ধর্মের যত পাতা আছে, সব ধর্মব্রষ্ট এবং কর্মব্রষ্ট হয়ে গেছে। এই ভারতবাসীদেরই ধর্ম এবং কর্ম শ্রেষ্ঠ ছিল। মায়া কখনও পাপ কাজ করাত না। পূণ্য আত্মাদের দুনিয়া ছিল। ওখানে রাবণ ছিল না, তাই সমস্ত কর্ম অকর্ম হয়ে যেত। তারপর রাবণ রাজ্যে কর্ম বিকর্ম হওয়া শুরু হয়। ওখানে তো কোনও বিকর্ম হবেই না। কেউই ব্রষ্টাচারী হবে না। তোমরা বাচ্চারা শ্রীমৎ অনুসারে যোগবলের দ্বারা বিশ্বের মালিক হও। বাহুবলের দ্বারা কেউ বিশ্বের মালিক হতে পারবে না। তোমরা জানো যে এদের নিজেদের মধ্যে যদি ভাব হয়ে যায় তাহলে তাদের পক্ষে বিশ্বের মালিক হওয়া সম্ভব। কিন্তু নাটকে তো এইরকম নেই। দেখায় যে দুটি বিড়াল ঝগড়া করছে, আর সেই সুযোগে বাঁদর এসে মাখন খেয়ে নিল। এইরকম সাক্ষাৎকারও করে যে কৃষ্ণের মুখে মাখন। অর্থাৎ সমগ্র দুনিয়ার রাজত্বের মাখন প্রাপ্ত হয়। লড়াই তো করে যবন এবং কৌরবরা। সেটা তো দেখতেই পাচ্ছ যে লড়াই হচ্ছে। যদি খবরের কাগজে পড়ে যে অমুক জায়গায় অনেক বড় হিংসক ঘটনা ঘটেছে, ঝট করে কাউকে মেরে দেবে। ভারতে তো পূর্বে একটাই ধর্ম ছিল। তারপর দ্বিতীয় ধর্মের রাজত্ব কিভাবে এল? খ্রিস্টানরা শক্তিশালী ছিল, তাই তারা রাজত্ব করেছিল। এখন তো গোটা দুনিয়ার ওপর রাবণের আধিপত্য। এটা হল গুপ্ত কথা। এইসব কথা কোনও শাস্ত্রে নেই। বাবা বলছেন এই বিকার হল তোমাদের অর্ধেক কল্পের শত্রু। যার কারণে তোমরা আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ পেয়েছ। তাই সন্ন্যাসীরাও বলে যে সুখ হল কাকবিষ্ঠাসম। ওরা তো জানেই না যে স্বর্গে কেবল সুখই সুখ ছিল। ভারতবাসীরা জানে। তাই কেউ মারা গেলে বলে যে স্বর্গবাসী হয়ে গেছে। স্বর্গের কতই না মহিমা আছে। স্বর্গের তুলনায় এইসব তো খেলা মাত্র। কিন্তু কাউকে যদি বলা হয় যে তুমি নরকে আছ তাহলে সে স্বীকারই করে না। কত আশ্চর্যের বিষয়। মুখে তো বলে যে স্বর্গবাসী হয়ে গেছে, যার অর্থ হল নরক থেকে বিদায় নিয়েছে। তাহলে কেন তাকে ডেকে এনে নরকের জিনিস খাওয়ানো হয় ? স্বর্গে তো সে নিশ্চয়ই অনেক সুখে থাকবে। এইসবের অর্থ এটাই যে তোমাদের নিশ্চয় নেই। ওখানে কি কি আছে তা বাচ্চারা দেখেছে। নরকে তো কি না কি করে। সন্তান বাবাকে খুন করতেও দেরি করে না। স্ত্রীর যদি অন্য কাউকে ভালো লেগে যায় তাহলে স্বামীকেও মেরে দেয়। ভারতে একটা গীত প্রচলিত আছে - একদিকে বলে বর্তমানে মানুষের কি হাল হয়েছে..., আবার অন্যদিকে বলে আমাদের ভারত হল সোনার ভারত, সবথেকে সুন্দর। ভারত তো সব থেকে সুন্দর ছিল, এখন মোটেও সুন্দর নেই। এখন তো কাঙাল হয়ে গেছে, কোনও নিরাপত্তাই নেই। আমরাও আসুরী সম্প্রদায় ছিলাম। বাবা এখন আমাদেরকে

ঐশ্বরীয় সম্প্রদায় বানানোর জন্য পুরুষার্থ করাচ্ছেন। এটা কোনও নতুন কথা নয়। প্রতি কল্পের সঙ্গমযুগেই আমরা উত্তরাধিকার নিই। বাবা আসেন উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য। মায়া পুনরায় অভিশপ্ত করে দেয়। মায়া কতই না সমর্থ। বাবা বলছেন- মায়া, তুমি খুব বড় শত্রু। ভালো ভালো সন্তানদেরকেও হারিয়ে দাও। ওই সেনাদলে তো কে মরল, কে মারল তার কোনো খেয়ালই থাকে না। আহত হয়েও আবার যুদ্ধক্ষেত্রে চলে আসে। এটাই তাদের কাজ, ওরা পেশাদার। এই কাজের জন্য তারা পারিশ্রমিকও পায়। এখানে তোমরা বাচ্চারা শিববার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে মায়ার ওপর বিজয়ী হচ্ছ। বাবা হলেন উকিল, যিনি তোমাদেরকে মায়ার হাত থেকে ছাড়িয়ে দেন। আবার তোমরাই হলে শক্তিসেনা, তাই মাতাদেরকে আগে রাখা হয়, বন্দে মাতরম্। এটা কে বলল? বাবা বললেন। কারণ তোমরা বাবার কাছে সম্পূর্ণ সমর্পিত হয়ে যাও। বাবাও দেখে খুশি হন যে এই বাচ্চা ভালো ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, হিলছে না। অঙ্গদের উদাহরণ দেখানো আছে যাকে রাবণ টলাতে পারেনি। এইটা হল অন্তিম সময়ের ব্যাপার। অন্তিমে এইরকম অবস্থা হয়ে যাবে। ওই সময়ে তোমাদের অনেক খুশি হয়। যতক্ষণ না বিনাশ হচ্ছে, ধরনী পবিত্র না হচ্ছে, ততক্ষণ তো দেবতারা আসতে পারবে না। এই খড়ের গাদায় আগুন তো অবশ্যই লাগবে। সকল আত্মারা হিসাবপত্র সমাপ্ত করে মশার মত মিষ্টি ঘরে ফেরত যাবে। মশা তো অনেক মারা যায়, তাই বলা হয় রামও গেল, রাবণও গেল... ফেরত তো যেতেই হবে। তারপর তোমরা নতুন দুনিয়াতে আসবে। ওখানে খুব কম জন থাকবে। এই কথাটার মধ্যে অনেক কিছু বোঝার এবং নিশ্চয় করার ব্যাপার আছে। এই জ্ঞান কেবল বাবাই দিতে পারেন। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:-

১) উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে নিজেকে অভিনেতা মনে করতে হবে। অন্তরে যেন স্মরণ থাকে যে আমরা ৮৪ জন্মের ভূমিকা সমাপ্ত করেছি। এখন ঘরে ফিরতে হবে। দেহী-অভিমানী হয়ে থাকতে হবে।

২) নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে কাঁটা থেকে ফুল হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। মায়ার সাথে যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়ে কর্মভীত হতে হবে। যতটা সম্ভব নিজের ঘরকে স্মরণ করতে হবে।

বরদান:- পবিত্রতার রাজকীয়তার দ্বারা সর্বদা হর্ষিত থেকে হর্ষিতচিত্ত এবং হর্ষিতমুখ হও।

পবিত্রতার রাজকীয়তা অর্থাৎ সত্যতা সম্পন্ন আত্মারা সর্বদা খুশিতে নৃত্য করে। তাদের খুশি কখনও কম-বেশি হয় না। বরং দিন-প্রতিদিন খুশি আরও বৃদ্ধি পায়। তারা অন্তরে এবং বাইরে আলাদা হয় না। তাদের দৃষ্টি, বৃত্তি, চলন, বচন সবকিছুই সত্য হয়। এইরকম প্রকৃত রাজকীয় আত্মাদের চিত্ত এবং নয়ন সর্বদা হর্ষিত থাকে। তারা অবিনাশী হর্ষিতচিত্ত এবং হর্ষিতমুখ হয়।

স্লোগান:- সংসারে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি হল পবিত্রতার শক্তি।

"মাতেস্বরী জীর স্মৃতি দিবসে শোনানোর জন্য বিশেষ মহাবাক্য"

"এই দুঃখের দুনিয়ায় কোনো আশা রেখো না, সুখের দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য নিজের সংস্কার দৈব বানাতে হবে।"

গীত :- কেউ আমাকে নিজের বানিয়ে হাসতে শিখিয়ে দিয়েছে

এক হলো হাসির দুনিয়া আর এক হলো কান্নার দুনিয়া এখন কোথায় বসে আছো ? কান্নার দুনিয়ার এখন অস্তিম কাল আর হাসির দুনিয়া বা সুখের দুনিয়ার এখন চারা লাগানো হচ্ছে। এখন আমরা সঙ্গম যুগে আছি কিন্তু সেই সুখের দুনিয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি, তাই আমাদের সম্পূর্ণ নজর তার উপরই আছে। এখন এই কান্না বা দুঃখের দুনিয়া থেকে কোনরকম ধন - সম্পত্তি, পদমর্যাদা বা মান - সম্মানের আশা করা উচিত নয়। কেননা এখন সবকিছুতেই যেমন ধন - সম্পত্তিতেও সেই কান্না অর্থাৎ দুঃখই লেগে আছে। এই দুনিয়ার যে কোনো প্রাপ্তি, যাকে প্রাপ্তি মনে করা হয়, তাতে এখন আর কোনো সুখ নেই। এই কারণেই বাবা বলেন, আমি যেই হাসির অর্থাৎ সদা সুখের দুনিয়া বানাচ্ছি, সেখানে যাওয়ার জন্য নিজের সংস্কার এমনই বানাও। দেখো, চিত্রকারেরাও দেবতাদের মূর্তি বা ছবিতে কেমন হাসি দিয়ে বানান, তাদের চেহারাতেও পবিত্রতা আর দিব্যতা দেখানো হয়। তাই এখন আমরা সেই সংস্কার তৈরী করছি বা ধারণ করছি, যেখানে কোনো দুঃখের চিহ্নই থাকবে না। সেখানে কোনো কান্নাকাটি থাকে না, তাই বাবা বলেন, এতকাল অনেক কঁদেছো, অনেক দুঃখ পেয়েছো অর্থাৎ দুঃখের দুনিয়ার অনেক জন্ম ভোগ করেছো। এখন সেই রাত পূর্ণ হয়ে দিন তো আসবেই, তাই না ? তাই এই রাত অথবা দুঃখের যে জেনারেশন তা এখন সম্পূর্ণ হতে চলেছে, এখন সুখের জেনারেশন শুরু হবে। তাই সেই সুখের দুনিয়ার ভিত এখানেই স্থাপন করতে হবে, তাই খুব খেয়াল রাখতে হবে। এখন যদি ভিত তৈরী হয় তো ভালো না হলে সর্বদার জন্য সুখ প্রাপ্ত করা থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে। যে গায়ন আছে যে মনুষ্য জন্ম অতি দুর্লভ, সে কোন জন্মের কথা বলা হয়েছে ? সে এই জন্মের জন্য, কেননা এমন জন্ম তো অনেকই আছে কিন্তু সবথেকে মহত্বপূর্ণ জন্ম এটাই কারণ এখনই আমরা উঁচু জেনারেশনের ভিত স্থাপন করছি।

কেউ কেউ ভাবে যে ৮৪ লাখ যোনিতে ঘোরার পর এই মনুষ্য জন্ম হয়, তাই এই মনুষ্য জন্ম অতি দুর্লভ, তারা ভাবে এই ৮৪ লাখ যোনির পরই এক সুখের জন্ম পাওয়া যায়। এমন যদি হয় তাহলে সকল মানুষেরই সুখী হওয়া উচিত, তাহলে মানুষ কেন এতো দুঃখ ভোগ করে ? মানুষের তো এই মনুষ্য জন্মেই নিজের জন্মের দুঃখ বা সুখ বা কর্মের যা হিসেব নিকেশ আছে, তা ভোগ করতে হবে। বাকি এমন নয় যে মানুষ জন্ম, পশু, পাখি, বৃক্ষ ইত্যাদি জন্মে আসে। এ তো এখন সকলের বুদ্ধিতে আছে যে মানুষকে তার কর্মের হিসাব মনুষ্য জন্মেই পেতে হবে। আর এও তোমরা জানো যে মানুষ অধিকতর ৮৪ জন্ম নিয়ে থাকে। বাকি যারা পিছনের দিকে থাকে তাদের কম জন্ম হয়ে থাকে। তাহলে এই সব হিসাব এখন বুদ্ধিতে আছে, সেই হিসাব অনুসারে আমরা জানি যে এখন আমাদের অস্তিম জন্ম চলছে যেই জন্মে এখন আমরা নতুন জেনারেশন অথবা সুখের অনেক জন্মের যে প্রালব্ধ, তা বানাতে পারি তাই এই জন্মের মহিমা হলো এই জন্ম সবথেকে উত্তম কেননা এই জন্মে আমরা উত্তম হতে পারি। তাই এই জন্মকে খুব খেয়াল আর নজরে রাখতে হবে। এখনই সেই সময়,

যেই সময় পরমাত্মা এসে আমাদের উচ্চ বানানোর জন্য বল প্রদান করছেন । তাহলে এখন যখন তাঁর থেকে সেই বল পাচ্ছো তখন তা নিতেই হবে । এমন নয় যে এই জন্মেই আমরা নিজেরাই উচ্চ হতে পারবো । না, যিনি বানাবেন তিনি যখন এসেছেন, তখন তাঁর দ্বারাই নিজেকে উঁচু বানাতে হবে । কিন্তু কিভাবে হতে হবে ? তাঁর যা আদেশ বা আঙুঠা অথবা মত আমরা পাচ্ছি, সেই মতকে ধারণ করে । এখন তাঁর মত বা নির্দেশ কি তা তো খুব ভালোভাবে বুদ্ধিতে আছে, তাই না ? "বি হোলি এন্ড বি যোগী ।" আমাকে স্মরণ করো আর পবিত্র থাকো । তাই এই কথাকে খুব ভালোভাবে নিজের বুদ্ধিতে রেখে তাঁর আদেশ মতোই নিজেকে চালাতে হবে তখনই নিজের যে সৌভাগ্য হবে তা তোমাকে উঁচু বানাতে সক্ষম হবে অথবা সেই সদা সুখের দুনিয়ার সুখ পেতে পারবে । এমন তো কখনো ভাবো না যে, এ হলো কল্পনা, এমন খেয়াল তো আসে না তোমাদের ? কল্পনা কেন মনে করবে ? যখন দেখছো এ হলো দুঃখের দুনিয়া । এ তো কল্পনা নয় , এ হলো প্র্যাকটিক্যাল । তাহলে অবশ্যই সুখের দুনিয়াও প্র্যাকটিক্যাল হওয়া চাই । যা এখন নেই কিন্তু হওয়া তো উচিত, তাই না ? এমন তো নয় যে এই সংসার সর্বদা দুঃখের জন্যই ? এখানে সুখ আর দুঃখ দুটোই আছে, কিন্তু সুখের সময়ও নির্ধারিত আছে । এমন কখনোই বলবে না যে এখন যে সুখ আছে এই সুখই সুখ, এই হলো স্বর্গ । এমনই সুখ আর দুঃখই থাকবে, কিন্তু না । এখনকার সুখকে সুখই বলবে না, সেই সুখ যা ছিলো, যাতে আমরা সদা সুখী ছিলাম, সে জিনিসই অন্য তাই তাকেই সুখ বলবে । আজ আমরা কল্পনা কেন বলি ? কেননা আজ তা থাকে না । কিন্তু নিজের বিবেক আর এই জ্ঞানের বলের দ্বারা বুঝতে পারো যে, যখন দুঃখের দুনিয়া আছে তখন অবশ্যই সুখের দুনিয়া হওয়া উচিত । কেউ এমন পথও দেখায় যে যদি দুঃখ আসে কিন্তু তুমি ভাবো যে আমি সুখী, এই কারণে কেউ ভাবে যে সুখের কোনো ইচ্ছা বা আশা রাখা উচিত নয়, এতে ইচ্ছা মাত্র অবিদ্যা হতে হবে । সুখের ইচ্ছা কেন রাখবে, যা হবে তাতেই সুখ খুঁজে নাও । যদিও কোনো রোগ হয় বা অকালমৃত্যু আসে বা যাই হোক না কেন, তোমরা নিজেদের সুখী ভাবো । এ তো হলো নিজের কল্পনার সুখ, একে কি কখনো প্র্যাকটিক্যাল বলা যায় ? যেমন দুঃখ প্র্যাকটিক্যাল, কোনো দুঃখের কথা প্র্যাকটিক্যালে আসে । এমন ভাবে সুখও প্র্যাকটিক্যালে আসা উচিত । তাই সঠিক সময় মতো সেই সুখের দুনিয়া আসা চাই, কিন্তু তার ভিত্তি এখনই স্থাপিত হচ্ছে । তারজন্য আমাদের নিজেদের কর্মকে শ্রেষ্ঠ বানাতে হবে, কেননা এ হলো কর্মক্ষেত্র, কর্মভূমি, এখানে যা বপন করবে তাই পাবে, এই হলো এর নিয়ম । বাবা বলেন যে আমি তো এই নিয়ম ভাঙতে পারবো না । যদিও তুমি এই পৃথিবীর সর্বময় কর্তা কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে আমি চাইলে আকাশকে নামিয়ে আনতে পারি, ধরিত্রীকে উপরে তুলতে পারি । মানুষ ভাবে যে ভগবান তো যা খুশী করতে পারে , তিনি মৃত মানুষকেও বাঁচিয়ে দিতে পারেন । কিন্তু ভগবান বা শক্তির অর্থ এই নয় যে তিনি মৃত মানুষকে বাঁচিয়ে দিতে পারেন । এ তো আত্মার শরীর ত্যাগের কথা, অন্য কোনো বিষয় নয় । যদি তাকে বাঁচিয়ে দিই, তাহলে সে কি আর মারা যাবে না ? আবারও তো সে মারা যাবে । তাহলে প্রতিটা জিনিস যে নিয়ম অনুসারে চলে, সেভাবেই তো চলবে, তাই এতে কোনো শক্তি দেখানোর কথা নেই ।

এই যে পাঁচ তত্ত্ব আছে, এই পাঁচ তত্ত্বেরও নিজের নিজের নিয়ম আছে, তারাও গোল্ডেন, সিলভার, কপার আর আয়রন এজ অনুসারে নিজের স্টেজে আসে । এই যে ভূমিকম্প, বন্যা বা তুফান আসে, এ সবই হবে, এও এখন নিয়ম ছাড়া, সব তমোপ্রধান হয়ে গেছে, সমস্ত জিনিসেই এখন তমোপ্রধানতা । এই সমস্ত রহস্য বাবাই বুঝিয়ে বলেন যে এখন সমস্ত জিনিস খারাপ হয়ে গেছে, এখন যখন আমি এসেছি, তখন সব জিনিসকেই পাল্টে দিই, তাই এর জন্য আগে মানুষ আত্মাকে পাল্টাই, তাতেই সব

জিনিস পাটে যায়। এই সংসারই যখন এইভাবে বদলে যায় তখন তাতে সদা সুখই সুখ, তখনই একে অপরকে আর দুঃখই দেয় না। এখন সব জিনিস থেকেই মানুষ দুঃখ পায়, তাই এই বিষয়কে ঠিক ভাবে বোঝা, আর কিভাবে এই সৃষ্টি চক্র বা সংসার চলছে, তাকে জানা - এর নামই হলো জ্ঞান। এই জ্ঞানেই আমি পূর্ণ, আমার কাছেই এর জ্ঞানের সম্পূর্ণতা আছে, এই কর্মের খাতা কিভাবে চলে, কেমন ভাবে তা ক্রম অনুসারে আসে, এই সব কথাই আমি জানি, তাই বলা হয় যে এই জ্ঞানকে কোনো মানুষই যথার্থ ভাবে বুঝতে পারে না, কারণ এই মানুষ সবাই এই চক্রতেই আসে। তাই যারা এই চক্রতে আসে তারা এই কথাকে জানতে পারে না, আর যিনি এই চক্রের বাইরে, তাঁর কাছেই এই সৃষ্টির সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকে। তাই বাবা বলেন যে আমি এসেই আবার নতুন করে শোনাই, কারণ একমাত্র আমিই এই জ্ঞান সম্পর্কে জানি, আর সকলেই তা ভুলে যায়। তাই সবাইকে আমিই শক্তি প্রদান করি, আমার মধ্যেই সেই শক্তি আছে, আর সকলেই এই জন্ম - মরণ চক্রে এসে শক্তিহীন হয়ে যায়। তাই আমি আসি আমার শক্তি তোমাদের দেওয়ার জন্য। এ তো খুবই সহজ কথা, এতে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার কোনো বিষয়ই নেই। এইজন্যই আমাকে পরম আত্মা, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, জ্ঞানের সাগর ইত্যাদি বলে মহিমা করা হয়। আমার মহিমা এমনিতে করে না, আমি কাজ করেছি, আর আমার কিছু কর্তব্যও আছে, আমি অনেক বড় কাজ করেছি, তাই আমার মহিমা। যেমন মানুষের কেন মহিমা করা হয়? গান্ধীর জন্য বলা হয় যে তিনি খুব ভালো মানুষ ছিলেন, উঁচু মানুষও ছিলেন। তাঁকে উঁচু মানা হয়েছিলো এই কারণে নয় যে তিনি বড় ছিলেন। এমনি তো বড় ছিলেন না, বড় অর্থাৎ কর্তব্যে বড়। তিনি খুব ভালো কাজ করেছিলেন, তাই সবাই তাঁকে স্মরণ করে, তাঁর মহিমাও করে। তাই মানুষ যে ইতিহাস পড়ে তাতে লেখা থাকে যে অমুকে এই ভালো কাজ করেছিলেন, সেই অনুসারে তাঁর গায়ন হয়ে থাকে। তাই পরমাত্মারও যে এই মহিমা করা হয়, তিনি অবশ্যই কোনো ভালো কাজ করেছিলেন, তাই না? বাকি এমন তো নয়ই যে তিনি উপরে বসে আছেন, তাঁর শক্তি কাজ করে বা এইসব কাজ হতেই থাকে। তিনি এসে অবশ্যই কিছু করেছিলেন। মানুষকে তিনি এত উঁচুতে উঠিয়েছিলেন, আর এমন পদ্ধতিতে উঠিয়েছিলেন, তাই তাঁর এত মহিমা। তাই এখন তোমাদের পরমাত্মার এই মহিমা আর তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে মানুষকে বোঝাতে হবে। যেমন ধর্মপিতারাও যারা আসেন, তাদেরও মহিমা করা হয়। গুরু নানক, ক্রাইস্ট, বুদ্ধ, এনারা সকলেই তাঁর দিকেই ইশারা করেছিলেন। তাই এইসব হলো পরিষ্কার কথা, যা বুঝে পুরুষার্থ করতে হবে, আর বাবা যে আদেশ দেন যে, আমাকে স্মরণ করো, নিজের কর্মকে শ্রেষ্ঠ আর পবিত্র রাখো, আর এর দ্বারাই তোমাদের জীবনের যে অধিকার তা তোমরা প্রাপ্ত করবে। তোমরা এমন কর্ম তো করতেই থাকো কিন্তু তোমাদের সেই কর্মও ভুল হয়ে যায় আর এর ফলেই তোমাদের দুঃখ বাড়তে থাকে তাই বাবা বলেন, এখন সব বুঝে করো, আমি যে বুদ্ধি প্রদান করি, তা নিয়ে খুব ভালোভাবে কাজ করো, আমার নির্দেশিত পথে থাকো। আমার মতে চললে তোমাদের যা কাজ বা আচরণ, সব ঠিক হবে, আর সেই আধারেই তোমরা সুখী থাকতে পারবে। নিজের কাজের ভূমিকাতেই তো ভালো বা খারাপ হয়। তাকে আমরা কি করবো, কেমন করবো, তার তার বুদ্ধি আমাদের থাকা চাই, সেই জ্ঞান এখন বাবাই দিয়ে থাকেন, সেই জ্ঞানেই এখন আমাদের চলতে হবে। এই কথা বুঝেই নিজেদের তেমনই পুরুষার্থ করতে হবে। আচ্ছা।

দেখো, এ কতো সাধারণ এবং সহজ কথা, এরজন্য মানুষ কতো বেদ - শাস্ত্র, গ্রন্থ, পুরাণ আর কতো প্রকারের হঠযোগ, প্রাণায়াম ইত্যাদি করে থাকে। বাবা এইসব কথা খুব পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলেন। কর্ম করেই তো চলতে হবে কিন্তু সেই কর্মকে সঠিকভাবে করো। কিভাবে এই কর্মকে পরিবর্তন

করবে ? তা তিনিই বুঝিয়ে বলেন । এরজন্য তোমাদের কোনো বিদ্বান, পণ্ডিত বা আচার্য হওয়ার প্রয়োজন নেই । তোমাদের নিজের কর্মে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে । স্বচ্ছতা (পবিত্রতা) কি, তাও তিনি বসে বোঝান যে তোমরা আমার স্মরণ ছাড়া পবিত্র হতে পারবে না । যতই তোমরা কোনো দেবতাকে স্মরণ করো না কেন । অন্য কারোর সাথে যোগ করলে তোমরা পবিত্র হতে পারবে না । এই পাপকে দন্ধ করার শক্তি একমাত্র আমার কাছেই আছে, এইজন্যই বাবা বলেন, যতক্ষণ না আমার সাথে যোগ করবে, ততক্ষণ পবিত্র হতে পারবে না । যেমন কোনো বাতির যোগ মেন পাওয়ার হাউসের সঙ্গেই থাকে । যদি সেখান থেকে যোগ না হয় তাহলে সেই বাতিতে আলো জ্বলে না । সেই শক্তি আসবেই না । এইভাবেই তোমাদের যোগও আমার সাথে, আমিই হলম মেন পাওয়ার হাউস তাই আমার সাথেই যোগ লাগতে হবে । যদি আমার সাথে যোগ না হয় তাহলে তোমরা শক্তি পাবে না, আর এই শক্তি না পেলে পাপও দন্ধ হবে না । আর পাপ দন্ধ না হলে তোমরা এগোতে পারবে না, তাই বলা হয় এক আমার সাথেই যোগ লাগাও । আমি ছাড়া তোমাদের গতি বা সদ্ধতি হতে পারে না । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চাদের স্মরণ , ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । ওম্ শান্তি ।

বরদান :- নিজের চেহারা আর চলনে সত্যতার সত্যতা অনুভব করিয়ে মহান আত্মা হও ।

সে-ই মহান আত্মা যাঁর মধ্যে সত্যতার শক্তি আছে । কিন্তু এই সত্যতার সঙ্গে অবশ্যই সত্যতা চাই । এমন সত্যতার সত্যতা সম্পন্ন মহান আত্মাদের বচন, নজর, চলন, খাওয়া - দাওয়া, ওঠা - বসা, প্রতি কর্মে সত্যতা স্বতঃ নজরে আসবে । যদি সত্যতা না থাকে তাহলে সত্যতাও থাকবে না । এই সত্যতা কখনোই সিদ্ধ করে দেখানো যায় না । সত্যতা তো নিজেই সিদ্ধ, তাই সিদ্ধিপ্রাপ্ত । সত্যতার সূর্যকে কেউই লুকোতে পারে না ।

স্লোগান :- নম্রতাকে যদি নিজের কবচ বানাতে পারো তাহলে সদা সুরক্ষিত থাকবে ।

ত্যাগী এবং মহাত্যাগীর ব্যাখ্যা

বাপদাদা সকল ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের যাচাই করে দেখছেন, কোন্ বাচ্চারা সর্বস্ব ত্যাগী। তিন প্রকার বাচ্চারা আছে, ১) ত্যাগী, ২) মহাত্যাগী, ৩) সর্বস্ব ত্যাগী। এই তিনের সকলেই ত্যাগী, কিন্তু নম্বরক্রম অনুসারে।

ত্যাগী তারা, যারা জ্ঞান এবং যোগের মাধ্যমে তাদের পুরানো সম্পর্ক এবং পুরানো দুনিয়ার সাথে যোগাযোগ থেকে প্রাপ্ত, স্বল্পকালীন প্রাপ্তির ত্যাগ করে, নিজেদের সংকল্প দ্বারা ব্রাহ্মণ জীবন অর্থাৎ যোগী জীবনকে আপন করে নিয়েছে; অর্থাৎ তারা বাস্তবকে উপলব্ধি করেছে যে, তাদের পুরানো জীবন থেকে যোগী জীবন অনেক শ্রেষ্ঠ এবং অল্পকালের প্রাপ্তি থেকে সদাকালের প্রাপ্তি অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এইসব বিষয়গুলো আবশ্যিক বুঝে তারা জ্ঞান এবং যোগের অভ্যাস শুরু করেছে। তারা ব্রহ্মাকুমার- কুমারী নামে অভিহিত হওয়ার অধিকার লাভ করেছে। যাই হোক, ব্রহ্মাকুমার- কুমারী হওয়ার পরেও পুরানো সম্বন্ধ, সংকল্প এবং সংস্কার সম্পূর্ণ পরিবর্তন না হলেও কিন্তু, তারা পরিবর্তনের যুদ্ধে সদাসর্বদা তত্পর থাকে। এই মুহূর্তে তারা ব্রাহ্মণ সংস্কারে থাকবে তো পরমুহূর্তেই তারা পুরানো সংস্কার পরিবর্তনের যুদ্ধ স্বরূপে। একেই বলা হয় ত্যাগী হওয়া, কিন্তু সম্পূর্ণ পরিবর্তন করতে পারেনি। স্পষ্টতঃ, তারা মনে করে, ত্যাগ করার অর্থই মহা ভাগ্যবান হওয়া। তাদের এটা অভ্যাস করার সাহস কম। তাদের অমনোযোগী হওয়ার সংস্কার বারবার ইমার্জ হওয়ার কারণে, ত্যাগের ভাবনার সাথে সাথে তারা আরামপ্রিয়ও হয়ে যায়। তারা সবকিছু বুঝতে পারে, এর সাথে চলতে থাকে, পুরুষার্থও করে, ব্রাহ্মণ জীবনকে ছাড়তেও পারেনা, এই সংকল্পও দৃঢ় যে ব্রাহ্মণ হতেই হবে। মায়া এবং মায়া প্রভাবিত তাদের সম্পর্কগুলো তাদের পুরানো জীবনের দিকে আকৃষ্ট করতে থাকে তবুও তারা এই সংকল্পে অটল যে, ব্রাহ্মণ জীবনই শ্রেষ্ঠ। এই বিষয়ে তাদের নিশ্চয়বুদ্ধি অতি মজবুত। কিন্তু সম্পূর্ণ ত্যাগী হওয়ার পথে এগিয়ে চলতে দুই ধরনের বিঘ্ন তাদের প্রতিরোধ করে। তারা কিভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়? প্রথমতঃ, তারা সদা সাহস রাখতে পারেনা, অর্থাৎ সাহসভরে বাধা-বিঘ্নের মুখোমুখি হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের শক্তি কম। দ্বিতীয়তঃ, অমনোযোগী স্বরূপে তাদের আরামপ্রিয় হয়ে চলা। পড়া, স্মরণ, ধারণা এবং সেবা - এই চার সাবজেক্টে তারা পড়তে পড়তে এগিয়ে চলছে কিন্তু আরামের সাথে। সম্পূর্ণ পরিবর্তন করার জন্য যে সর্ব অস্ত্রধারী শক্তিস্বরূপ হওয়ার প্রয়োজন, তাতেও খামতি থেকে যায়। তারা স্নেহশীল কিন্তু শক্তিস্বরূপ নয়। মাস্টার সর্বশক্তিমান স্বরূপে স্থিত হতে তারা অপারগ। এই কারণে তারা মহাত্যাগী হতে পারেনা। এরা ত্যাগী আত্মা।

মহাত্যাগী তারা, যাদের সম্বন্ধ, সংকল্প এবং সংস্কারকে পরিবর্তন করার জন্য সদা সাহস এবং উদ্যম আছে। তারা পুরানো দুনিয়া এবং পুরানো সম্বন্ধ থেকে সদা বিচ্ছিন্ন থাকে। মহাত্যাগী আত্মারা অনুভব করে যে, পুরানো দুনিয়া এবং পুরানো সম্বন্ধ তাদের কাছে মৃত। এর জন্য তাদের যুদ্ধ করতে হবেনা। তারা অবিরত অনুরাগী, সহযোগী এবং সেবাধারীর শক্তিস্বরূপ স্থিতিতে স্থিত থাকে। সুতরাং, আর কি - বা বাকি থাকে? তারা মহাত্যাগীর ভাগ্যফল লাভ করে মহাজ্ঞানী, মহাযোগী, এবং শ্রেষ্ঠ সেবাধারী হয়ে যায়। কিন্তু তারা কখনও কখনও ভাগ্য অধিকার অসতর্কভাবে ভুল ইউজ করে। তাসসেও তারা তাদের (পাস্ট) বিগত জীবন সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছে, কিন্তু এখনও সবকিছু ত্যাগের অনুভবের ত্যাগ হয়নি। তারা লোহার শেকল ভেঙে আয়রন এজ থেকে গোল্ডেন

এজ হয়েছে কিন্তু কখনও কখনও সুন্দর জীবনের সোনার শেকলে পরিবর্তন বাঁধা হয়ে যায় । সেই সোনার শেকল কি ? 'আমি' এবং 'আমরা' । আমি খুব ভালো জ্ঞানী আত্মা ! আমি জ্ঞানী এবং যোগী আত্মা ! এই সোনার শেকল কখনও কখনও সর্ববন্ধনমুক্ত হতে তাদের বাধা দেয় । তিন রকম প্রবৃত্তি আছে । ১) জাগতিক সম্বন্ধ এবং কার্যের প্রবৃত্তি, ২) নিজের শরীরের প্রবৃত্তি এবং ৩) সেবার প্রবৃত্তি ।

ত্যাগী যারা, তারা লৌকিক প্রবৃত্তির উর্ধ্বে চলে গেছে কিন্তু তারা এখনও নিজেদের তস্জাবধান সহ শরীরের প্রবৃত্তিতে ব্যস্ত, অথবা তারা তাদের দেহভাবের নেচার দ্বারা প্রভাবিত এবং এই নেচারের কারণে তারা বারবার তাদের সাহস হারিয়ে ফেলে । তারা এই সম্পর্কে আলোচনা করে, বলেও যে, তারা বুঝতে পারছে এবং চাইছেও এটা না করতে কিন্তু তাদের নেচার এইরকমই ! এটাও দেহভাবের এবং দেহের প্রবৃত্তি, যা থেকে তারা শক্তিস্বরূপ হতে এবং সেই প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত হতে অপারগ হয়, এই সবই ত্যাগীদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে । অন্যদিকে, মহাত্যাগী তাদের লৌকিক প্রবৃত্তি এবং দেহ প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত হয়ে যায় । যেমনই হোক, তারা সেবার প্রবৃত্তিতে নিবৃত্ত হওয়ার পরিবর্তে কখনও কখনও তাতে জড়িয়ে পড়ে । এমন আত্মাদের দেহভাবও অশান্ত করতে পারেনা কারণ দিনরাত তারা সেবায় মগ্ন । তারা দেহ প্রবৃত্তির উর্ধ্বে চলে গেছে । এই উভয় ত্যাগের ভাগ্য দ্বারা তারা জ্ঞানী এবং যোগী হয়েছে, শক্তি আর গুণের প্রাপ্তি হয়েছে । ব্রাহ্মণ পরিবারে তারা প্রসিদ্ধ আত্মা হয়ে গেছে । সেবাধারীদের মধ্যে ভী .আই .পি হয়ে গেছে । তাদের মহিমার পুষ্প-বর্ষণ শুরু হয়ে গেছে । তারা সম্মানীয় এবং মহিমাযোগ্য আত্মা হয়ে গেছে কিন্তু তারা সেবা প্রবৃত্তির বিস্তারে আটকেও গেছে । সর্ব প্রাপ্তির মহাদানী হয়ে অন্যকে দান করার পরিবর্তে, তারা নিজেরাই সব স্বীকার করে নেয় । সুতরাং, 'আমি' এবং 'আমরা' শুদ্ধ ভাবের স্বর্ণ-শেকল তৈরি হয় । তাদের প্রেরণা এবং উচ্চারিত শব্দ অতি শুদ্ধ হয়, তারা নিজেদের জন্য কিছু বলেনা, কিন্তু তারা যা বলে সেবার জন্য বলে । আমি কখনও বলিনা যে আমি যোগ্য টিচার কিন্তু লোকে আমাকেই চায় । স্টুডেন্টরা বলে, আমিই শুধু সেই সেবা করি । আমি একেবারে পৃথক, কিন্তু অন্যান্যরা আমাকে তাদের প্রতি স্নেহশীল বানায় । তোমরা এটাকে কি বলবে ? তারা বাবাকে দেখছে নাকি তোমাকে দেখছে ! তারা তোমার জ্ঞান পছন্দ করে, তোমার সেবার পদ্ধতি পছন্দ করে কিন্তু এতসব কিছুর মধ্যে বাবা কোথায় ? বাবাকে তুমি পরমধাম নিবাসী বানিয়ে দিয়েছ ! এই ভাগ্যেরও ত্যাগ করতে হবে, যাতে তোমাকে না দেখা যায়, শুধু বাবাই দৃশ্যমান হবেন । তাদের মহান আত্মার অনুরাগী না বানিয়ে পরমাত্ম-অনুরাগী বানাও । যাকে বলা হয়ে থাকে সকল প্রবৃত্তি পার, কিন্তু এই লাস্ট প্রবৃত্তিতে সর্বাংশে ত্যাগী হয়না । একটা শুদ্ধ প্রবৃত্তির অংশ থেকেই যায় । সুতরাং তারা মহান ভাগ্য অধিকারী হয়, কিন্তু সম্পূর্ণ ত্যাগী নয় । সুতরাং, তোমরা দ্বিতীয় নাম্বার মহাত্যাগীর সম্পর্কে শুনলে । আর বাকি রইলো, সর্বস্ব ত্যাগী !

এটাই ত্যাগের কোর্সের লাস্ট পাঠ্য । লাস্ট পাঠটা এখন বাকি আছে । বাবা তোমাদের সেই বিষয়ে অন্য কোনো সময়ে বলবেন, কারণ ১৯৮৩-তে তোমরা মহান স্থানে মহাযজ্ঞ করতে যাচ্ছ, সুতরাং সেই যজ্ঞে তোমরা সবাই আহুতি দেবে, তাই না ! নাকি শুধু হল প্রস্তুত করবে ? তোমরা নিশ্চয়ই অন্যদের সেবা করবে । তোমরা অনেক বড় বড় মাইক আনবে, বাবার প্রত্যক্ষতার ধ্বনি চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে তাই না ! এই প্ল্যান তোমরা বানিয়েছ, তাই তো ? কিন্তু বাবা কি শুধু একা প্রত্যক্ষ হবেন নাকি শিব এবং শক্তি উভয়েই প্রত্যক্ষ হবেন ? শক্তিসেনায় (মেল ফিমেল) উভয়েই অন্তর্ভুক্ত । সুতরাং, বাবা বাচ্চাদের সাথে প্রত্যক্ষ হবেন । তোমরা তো মাইক দ্বারা আওয়াজ ছড়িয়ে দেওয়ার

কথা ভেবেছ কিন্তু যখন বিশ্বে দিগ্-দিগন্তে ধ্বনি ওজরিত হবে এবং প্রত্যক্ষতার দরজা খুলে যাবে তখন পর্দার ভিতরে থাকা মূর্তিও তো সম্পন্ন হওয়া চাই নাকি পর্দা খুলবে আর তখন কেউ তৈরি হচ্ছ, কেউ বসে আছে, তোমাদের এইরকম সাক্ষাত্কার তো করানো উচিত নয়, তাই না ! কেউ শক্তি স্বরূপে ঢাল ধরার চেষ্টা করছে তো কেউ আবার তার তলোয়ার হাতে নেওয়ার চেষ্টা করছে ! এইরকম ফটো তো তোমরা নিশ্চয়ই তুলতে চাওনা, তোমরা এটা চাইছ কি ! তাহলে, তোমাদের কি করতে হবে ? সম্পূর্ণ স্বাহা ! এইজন্যও তোমাদের আলাদা প্রোগ্রাম বানাতে হবে । সুতরাং, এই মহামঞ্চে সোনার শেকলও স্বাহা করে দিতে হবে । কিন্তু তার জন্য এখন থেকে অভ্যাস করতে হবে । ভেবোনা যে '৮৩ -তেই করবে ! যেমন তোমরা সবাই আগে সেবাধারী হয়ে যাও পরে সমর্পণ সমারোহ হয় । সবকিছু স্বাহা করার জন্য সমারোহ '৮৩-তে এখানেই কোরো । কিন্তু তোমাদের বহুদিনের অভ্যাস প্রয়োজন । বুঝেছ ! আচ্ছা ।

বাবার মতো সর্বাংশে ত্যাগী, ব্রহ্মা বাবার সমান প্রাপ্ত ভাগ্যের মহাদানী, এইরকম শ্রেষ্ঠ আত্মারা, যারা বাবার প্রতি সদাসর্বদা বিশ্বস্ত এবং আস্থাকারী, এবং বাবাকে ফলো করে তাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং নমস্কার ।

অব্যক্ত বাপদাদার মুরলি থেকে প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নঃ - কর্ম করতে করতে সেই কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় কি ?

উত্তরঃ - যে কোনো কাজ করতে করতে বাবার স্মরণে লাভলীন থাকো । লাভলীন আত্মা কর্ম করাকালীনও পৃথক অথচ সবার প্রিয় থাকবে । কর্মযোগী অর্থাৎ কর্ম করাকালীন সদা স্মরণে থাকে এবং এইভাবেই সেই কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকে । তোমাদের অনুভব হবে যেন কোনো কর্মই করছ না, শুধু খেলা করছ । কোনরকম বোঝা বা ক্লান্ত অনুভব হবেনা । সুতরাং, কর্মযোগী অর্থাৎ কর্মকে খেলা মনে ক'রে পৃথক থেকেও প্রিয় থাকে । বাচ্চারা যারা এইভাবে পৃথক অথচ প্রিয় হয়ে তাদের কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম করে এবং বাবার অনুরাগী হয়, তারা কর্মের যে কোনো বন্ধন থেকে মুক্ত থাকে ।

প্রশ্নঃ - কোন্ রুহানী লিফট দ্বারা এক সেকেণ্ডে উঁচু লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারো ? সবচেয়ে উঁচু লক্ষ্য কি ?

উত্তরঃ - সংকল্পই রুহানী লিফট যা দিয়ে তোমরা উঁচুতে উঠতে পারো আর নীচুতে নামতে পারো । নিরাকার স্থিতিতে স্থিত হওয়া সবচেয়ে উঁচু লক্ষ্য । এইজন্য তোমাদের প্রাকটিস প্রয়োজন, মালিকের স্থিতিতে স্থিত হয়ে তোমাদের সংকল্পের শক্তিকে একাগ্র করার । তুমি যখন চাও, যেখানে চাও, যেভাবে চাও সেইভাবেই সর্বশক্তিকে কার্যে প্রয়োগ করাই মাস্টার সর্বশক্তিমান স্থিতি ।

প্রশ্নঃ - বর্তমান সময়ে সারা সৃষ্টির আত্মারা কি আকাঙ্ক্ষা করে ? বিশ্ব কল্যাণ করার সহজ সাধন কি ?

উত্তরঃ - বর্তমান সময়ে সারা বিশ্বের সকল আত্মাদের বিশেষ এই আকাঙ্ক্ষা থাকে যে পথভ্রষ্ট হয়ে ঘুরে বেড়ানো তাদের বুদ্ধিকে একাগ্র করা এবং চঞ্চলতা থেকে মনকে সরিয়ে তাঁকে স্থির করা ।

বিশ্ব কল্যাণ করার জন্য তোমাদের শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পকে একাগ্র করার অভ্যাস করতে হবে । একমাত্র এই একাগ্রতার দ্বারা সমস্ত আত্মাদের পথভ্রষ্ট বুদ্ধিকে একাগ্র করতে পারবে ।

প্রশ্ন: - একাগ্রতা কি ? একাগ্রতার অভ্যাস কে করতে পারে ?

উত্তর: - একাগ্রতা অর্থাৎ এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয়, এইরকম একরস স্থিতিতে স্থিত হওয়ার অভ্যাস একমাত্র তারাই করতে পারে, যারা তাদের ব্যর্থ সংকল্পকে শুদ্ধ সংকল্পে পরিবর্তন করে নেয় । দ্বিতীয়তঃ, এর অর্থ হলো, তুমি ঈশ্বর-অনুরাগী হলে সহজেই মায়ার থেকে আসা বিভিন্ন ধরনের বিঘ্নকে সমাপ্ত করতে পারবে ।

প্রশ্ন: - বিঘ্নকে ভয় পাওয়ার কারণ কি ?

উত্তর: - যখন কোনো বিঘ্ন উপস্থিত হয় তোমরা ভুলে যাও যে বাপদাদা আগে থেকেই তোমাদের এই নলেজ দিয়ে দিয়েছেন যে, এইসব জিনিস তোমাদের ঈশ্বর প্রীতির পরীক্ষার জন্য আসবেই । প্রথম থেকেই যখন জানো যে, বিঘ্ন আসবেই তাহলে ভয় পাওয়ার কি প্রয়োজন ?

প্রশ্ন: - কোন্ ধরনের কোশ্চেন বিঘ্ন দূর করার পরিবর্তে তোমাদের ঈশ্বর-প্রীতি সমাপ্ত করার নিমিত্ত হয়ে যায় ?

উত্তর: - যখন তোমরা অনবরত কোশ্চেন করো, কেন মায়া আসে ? কেন ব্যর্থ সংকল্প আসে ? কেন বুদ্ধি পথভ্রষ্ট হয় ? পরিবেশ কেন প্রভাব বিস্তার করে ? কেন আত্মীয় স্বজন সাথ দেয়না ? পুরানো সংস্কার এখনও কেন ইমার্জ হয় ? বিঘ্ন সমাপ্ত করার পরিবর্তে এই সমস্ত কোশ্চেন বাবার প্রতি তোমাদের ভালোবাসা সমাপ্ত করার নিমিত্ত হয়ে যায় ।

প্রশ্ন: - নির্বিঘ্ন হওয়ার সাধন কি ?

উত্তর: - বিঘ্ন উত্পত্তির কারণ সম্পর্কে ভেবোনা কিন্তু বাপদাদার মহাবাক্য স্মরণে রেখো, যত তোমরা এগোবে ততোই ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য মায়া আসবে, আর এই পরীক্ষাই তোমাদের এগিয়ে চলার পথ, পড়ে যাওয়ার নয় । সুতরাং, কারণ ভাবার পরিবর্তে, সেইসব নিবারণ করার কথা ভাবো, তাহলে নির্বিঘ্ন হয়ে যাবে । এইসব কেন আসে ? না, তাদের আসতেই হবে, এই স্মৃতিতে থাকো তবে তোমরা স্মৃতিস্বরূপ হয়ে যাবে ।

প্রশ্ন: - ছোটখাটো বিঘ্নে কোশ্চেন উত্থাপন হয় কেন ? পরিবেশের প্রভাব কেন পড়ে ?

উত্তর: - কোশ্চেন উত্থাপন হওয়ার মূখ্য কারণ, জ্ঞানী হয়েছ কিন্তু জ্ঞানস্বরূপ হওনি । এইজন্য ছোটখাটো বিঘ্নে ব্যর্থ সংকল্পের কিউ লেগে যায়, আর সেই কিউ সমাপ্ত করতে অনেক সময় লেগে যায় । পরিবেশ তখনই প্রভাব ফেলে যখন তোমরা ভুলে যাও যে, তোমরা নিজের পাওয়ারফুল বৃত্তি দ্বারা পরিবেশকে পরিবর্তন করতে পারো ।

বরদান:- সदा सर्वप्रार्थित्वा स्मृति द्वारा कौनो किछु चाওয়ার সংস্কার থেকে মুক্ত থেকে সম্পন্ন এবং ভরপুর ভব

একরকম পরিপূর্ণতা হলো বাহ্যিক, স্থূলবস্তুতে, স্থূল সাধনে কিন্তু আরেকভাবে, পরিপূর্ণতা হলো মনের ।
যে অন্তর্মনে পরিপূর্ণ তার কাছে স্থূল বস্তু বা সাধন না থাকলেও মন পরিপূর্ণ হওয়ার কারণে সে
কোনও কিছুই অভাব বোধ করবেনা । তারা সদা এই গান গাইবে, সবকিছু পেয়ে গেছি যাতে
চাওয়ার সংস্কার অংশমাত্র থাকবেনা ।

স্লোগান:- পবিত্রতা এমন অগ্নি যাতে যা কিছু মন্দ সব জ্বলে ভস্ম হয়ে যায় ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - দিন-রাত কেবল এই চিন্তাই কর যে কিভাবে সবাইকে বাবার পরিচয় দেব, বাবা সন্তানকে প্রত্যক্ষ করেন এবং সন্তান বাবাকে প্রত্যক্ষ করে। এই বিষয়তেই বুদ্ধি লাগতে হবে।"

প্রশ্ন:- জ্ঞান একটুও ব্যর্থ না যায়, তার জন্য কোন্ বিষয়ের খেয়াল রাখতে হবে?

উত্তর:- জ্ঞান-ধন দান করার জন্য আগে বোঝার চেষ্টা কর যে এই আত্মা কি আমাদের ব্রাহ্মণ কুলের আত্মা। যে শিববাবার কিংবা দেবতাদের ভক্ত, তাদেরকে জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা কর। সকলে তো এই জ্ঞান বুঝবে না। সেই বুঝতে পারবে যে শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হবে। তোমরা সবাইকে একটাই কথা শোনানোর চেষ্টা কর যে কেবল বাবাই হলেন সকলের সদগতি দাতা। তিনি বলছেন, অশরীরী হয়ে আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের তরী তীরে পৌঁছে যাবে।

গীত:- ওম্ নমঃ শিবায়...

ওম্ শান্তি। বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে দুজন বাবা এসেছেন। কখনও ওই বাবা বোঝান, আবার কখনও এই বাবা বোঝান। বাবা বসে বোঝাচ্ছেন, তোমরা যেরকম শান্তভাবে বসে বাবাকে স্মরণ কর, সেইটাই হল সত্যিকারের শান্তি। এটাই প্রত্যক্ষ ফলদায়িনী সত্যিকারের শান্তি, বাকি সব মিথ্যা। ওরা তো নিজের ধর্মকেও জানেনা। পরমপিতা পরমাত্মাকেই জানে না, তাই শান্তি শক্তি কে দেবে? শান্তির দাতা তো কেবল বাবা। বাবা বাচ্চাদেরকে বলছেন, অশরীরী হয়ে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় কর। তোমরা তো অবিনাশী, তাই না? স্বধর্মে স্থির হয়ে বসো, দুনিয়ার কেউই এইভাবে বসেনা। বরাবর আত্মাই এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করে। পরমপিতা পরমাত্মা তো একজনই। তাঁর অগাধ মহিমা। তিনি হলেন বাবা, তিনি সর্বব্যাপী নন। এই একটা কথা প্রমাণ করলেই তোমাদের জিৎ হবে। তারপর গীতার ভগবানকেও প্রমাণিত করতে হবে। অনেক রকমের পয়েন্টও তোমরা পাও। শিখরাও বলে যে তিনি হলেন সদগুরু, অকালমূর্ত। তাকে মুক্তিদাতাও বলা হয়, তিনিই সকলের সদগতি দাতা। তিনি এসে দুঃখ থেকে মুক্ত করেন। পতিত-পাবনও কেবল বাবাই। এইরকম এইরকম পয়েন্ট নিয়ে সর্বদা বিচার সাগর মন্বন করতে হবে। বাবাকে ভুলে যাওয়ার জন্যই সকলের দুর্গতি হয়েছে। ভগবান তো একজনই, অন্য কাউকে ভগবান বলা উচিত নয়। সূক্ষ্মবতনবাসীদেরকেও ভগবান বলা যাবেনা। ভগবান হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু। এটা তো হল মনুষ্যসৃষ্টি, যারা পুনর্জন্মে আসে। পরমপিতা পরমাত্মা এইরকম পুনর্জন্মে আসেন না। তাহলে কোন যুক্তিতে বল যে কুকুর বিড়াল সবার মধ্যেই পরমাত্মা আছেন। সারাদিন এইটাই বুদ্ধিতে থাকতে হবে যে সবাইকে কিভাবে বাবার পরিচয় দেব? এখন দিন রাত তোমরা কেবল এইটাই চিন্তন কর যে কিভাবে সবাইকে রাস্তা বলে দেব? পতিত থেকে পবিত্র তো একজনই বানান। এটা থেকে গীতার ভগবানকেও প্রমাণিত করা যাবে। যদি পরিশ্রম কর তাহলে তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদেরই জিৎ হবে। মহারথী, ঘোড়া-সওয়ার, পদাতিক সকলেই তো আছে।

তোমরা বাচ্চারা জানো যে ভারতবাসীরাই বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পেয়েছিল। এখন লুট হয়ে গেছে, তাই পুনরায় বাবা দিচ্ছেন। বাবা তো ভারতেই আসেন। এখন যত ধর্ম আছে, সেইসব ধর্মের বিনাশ হয়ে যাবে, তারপর সত্যযুগ আসবে। হাহাকারের পরে জয়জয়কার হয়। মানুষ দুঃখের সময়ে

'হায় রাম' করে। বলে যে রাম নাম দান করো। এটা নিয়ে একটা শ্লোকও আছে। শিখধর্মেও অনেক রকমের নাম আছে। তারা অকালতথত বলে। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের তথত (সিংহাসন) কোনটা? তোমরা বাচ্চারা হলে অকালমূর্ত। তোমাদেরকে কাল (মৃত্যু) গ্রাস করতে পারে না। এই শরীরটার তো বিনাশ হয়ে যাবে। ওরা ভাবে যে অমৃত্যুসরে অকালতথত আছে। কিন্তু অকালতথত তো হল মহতত্ত্ব। আমরা আত্মারাও ওইখানের নিবাসী। গায়ও যে বাবা, তুমি তোমার তথত ছেড়ে নেমে এসো। ওটা হল সকলের জন্য শান্তির তথত। রাজত্বের তথত তো সকলের জন্য নয়। যেটা বাবার তথত সেটা আমাদেরও তথত। ঐখান থেকেই আমরা আত্মারা অভিনয় করতে এখানে আসি। এখানে আকাশ ছেড়ে আসার কোনও ব্যাপার নেই। বাচ্চাদেরকে সর্বদা এই বিষয়েই বুদ্ধি লাগাতে হবে যে কাউকে কিভাবে বাবার পরিচয় দেব। বাবা সন্তানকে প্রত্যক্ষ করেন, সন্তানও বাবাকে প্রত্যক্ষ করে। কে আমাদের বাবা, কি তাঁর সম্পত্তি যার আমরা মালিক হব। এইসব তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। মুখ্য হল বাবার পরিচয়। যত দ্বন্দ্ব সব এই বিষয়েই। এই নাটক একটা ভুলের ওপর নির্ভর করে তৈরি হয়েছে। রাবণই ভুল করায়। সত্যযুগে তোমরা দেহী-অভিমাত্রী হয়ে থাক। তোমরা জানবে আমরা হলাম আত্মা। কিন্তু এটা বলবে না যে আমরা পরমপিতা পরমাত্মাকে জানি। না, ওখানে তো কেবল সুখই সুখ। দুঃখের সময়ে সবাই তাঁকে স্মরণ করে। ভক্তিমাগ শেম হয়ে জ্ঞানমাগ শুরু হয়ে যাবে, উত্তরাধিকারও প্রাপ্ত হয়ে যাবে। তাহলে ভগবানকে কেন স্মরণ করব? প্রতি কল্পেই এই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এই নাটক এইভাবেই তৈরি হয়ে আছে। বাবাকে কেউই জানে না। বাবা এখন তোমাদেরকে তাঁর পরিচয় দিয়েছেন। দিন রাত বুদ্ধিতে এটা নিয়েই চিন্তন করা উচিত। এটাই হল বুদ্ধির ভোজন। কিভাবে সবাইকে বাবার পরিচয় দেব। বাবার একটাই পুনঃ অবতরণের গায়ন আছে। বৃহতে পারা যায় যে কলিযুগের অন্তিমে এবং সত্যযুগের শুরুতে অর্থাৎ সঙ্গমযুগে তিনি অবশ্যই পতিতদেরকে পবিত্র বানানোর জন্য আসবেন। মুখ্য হল গীতাশাস্ত্র। গীতার দ্বারা ইহেরতুল্য হওয়া সম্ভব। অন্যন্য সমস্ত শাস্ত্র তো গীতার কাছে সন্তানসম। ওইসব শাস্ত্র থেকে কোনও উত্তরাধিকার পাওয়া যায়না। গীতা হল সকল শাস্ত্রের শিরোমণি। শ্রীমৎই মুখ্য। শ্রী মানে হল সবথেকে শ্রেষ্ঠ, উঁচুর থেকেও উঁচু। বলা হয় শ্রী শ্রী ১০৮ রুদ্রমালা। এটা হল শিববাবার মালা। তোমরা জানো যে ইনি হলেন সকল আত্মার পিতা। বাবা তো সকলেই বলে। বাবার রচনা রচিত হয়েই আছে। এটাকে কেউই জানতে পারবে না। বাবা বলছেন, আমি তোমাদের বেশি পরিশ্রম করাচ্ছি না। কেবল বাবাকে ভুলে যাওয়ার জন্যই অধঃপতন হয়েছে, তাই তাকে জানতে হবে। তোমরা এখন ঘোর অন্ধকার থেকে সম্পূর্ণ আলোকে এসেছ। তাই তোমাদের সর্বদা জ্ঞানের নৃত্য করতে হবে। মীরা যে নৃত্য করত সেটা ছিল ভক্তির নৃত্য, যার কোনো অর্থই নেই। ব্যাসদেবকে ভগবান বলা হয়। কিন্তু বাবাই তো হলেন ব্যাসদেব, যিনি গীতা শোনান। তোমরা সবাইকেই এটা প্রমাণ করে বলতে পারো যে, সকল আত্মার পিতা একজনই এবং তাঁর কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। নাহলে কে ভারতকে স্বর্গের উত্তরাধিকার দেবে? বাবা ছাড়া আর কেউই স্বর্গ স্থাপন করতে পারবে না। সবাইকে মুক্তি দেওয়া কেবল বাবারই কাজ। পোপেরাও বলে যে একত্ব স্থাপন হোক। কিন্তু সেটা কিভাবে হবে? আমরা সবাই একজনের হয়েছি। আমরা কিভাবে একে অপরের ভাইবোন সেটা তো তোমরা জানো, তাই না? একত্ব মানে হল একজন পিতা, বাকি সবাই ভাই-ভাই। সমগ্র দুনিয়া বলে হে গড ফাদার দয়া কর। তাহলে এখন অবশ্যই দয়াহীন আচরণ করছে ? এটা জানেনা যে কে দয়াহীন আচরণ করে। দয়া তো কেবল বাবাই করেন। রাবণ দয়াহীন আচরণ করে। তাই তাকে পোড়ানো হয়, কিন্তু সে পোড়েনা। শত্রু মরে গেলে তাকে কি বারংবার পোড়ানো হয় ! কেউ কেউ তো বোঝেই না এরা কি বানায়। আগে তোমরা ঘোর অন্ধকারে ছিল, এখন আর নেই, তাই না? মানুষকে

কিভাবে বোঝাবে? কেবল বাবাই ভারতকে সুখদাম বানান। বাবার পরিচয়ই দিতে হবে। এটাও বোঝানো হয় কিন্তু সবাই তো বুঝবে না। সে-ই বুঝবে যে শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হবে। বাবা বলছেন, "যে আমার ভক্ত তাকেই জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা কর। জ্ঞান ধন ব্যর্থ নষ্ট করোনা"। দেবতাদের ভক্তরা তো অবশ্যই দৈবীকুলের হবে। একমাত্র বাবাই হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু, সকলেই তাঁকে স্মরণ করে। ইনি তো শিববাবা, তাই না? বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। কেউ ভাল কাজ করে গেলে তাকে পূজা করা হয়। কিন্তু কলিযুগে কোনো ভাল কাজ হবেই না, কারণ এখানে কেবল আসুরী অর্থাৎ রাবণের মতামতই প্রচলিত আছে। সুখ কোথায় আছে? বাবা কতই না ভাল ভাবে বোঝাচ্ছেন, কিন্তু কারোর বুদ্ধিতে তখনই এইসব ধারণা হবে যখন তাকে বাবার পরিচয় দেওয়া হবে। ইনি হলেন বাবা, শিক্ষক এবং সদগুরু। ওনার কোনো বাবা এবং শিক্ষক নেই। সবার আগে তিনি হলেন মাতা-পিতা, তারপরে শিক্ষক, তারপরে সদগতি লাভের জন্য গুরু। এটা কতই না আশ্চর্যের যে বেহদের বাবা একাধারে বাবা, শিক্ষক এবং সদগুরু। তোমরা জানো যে ঐ বাবা হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু। তিনিই ভারতকে স্বর্গের উত্তরাধিকার দেন। নরকের পরেই স্বর্গ আসে। এই নরকের বিনাশের জন্য অগ্নিও প্রস্তুত। হোলির সময়ে পুতুল বানায় এবং তারপর জিজ্ঞাসা করে স্বামীজী, এর পেট থেকে কি বেরোবে? বরাবর দেখা যায় যে ইউরোপবাসী যাদবদের বুদ্ধি থেকে অনেক কিছু বৈজ্ঞানিক সামগ্রী আবিষ্কৃত হয়েছে। তোমাদেরকে একটাই বিষয়ের ওপর বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে যে সকলের সদগতি দাতা একজনই। বাবা তো ভারতেই আসেন। তাই ভারত হল সবথেকে বড় তীর্থ। বলা হয় যে ভারত অনেক প্রাচীন। কিন্তু এটার অর্থ কেউ বোঝেনা। এখন তোমরা বুঝতে পেরেছ যে ভারত পুনরায় প্রাচীন হবে। তোমরা রাজযোগ শিখেছিলে, এখন পুনরায় শিখছ। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে বাবা প্রতি কল্পেই আমাদেরকে এই জ্ঞান দেন। শিবের অনেক নাম রেখে দিয়েছে। বাবুলনাথের মন্দিরও রয়েছে। তিনি কাঁটাকে ফুল বানিয়েছেন, তাই তাঁকে বাবুলনাথ বলা হয়। এইরকম আরো অনেক নাম আছে যার অর্থ তোমরা সবাইকে বোঝাতে পারো। তাই সবার আগে বাবার পরিচয় দেওয়া উচিত যাকে সকলেই ভুলে গেছে। বাবাকে জানলে তবেই তো তাঁর প্রতি বুদ্ধিযোগ লাগবে। বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। মুক্তিধাম থেকে জীবনমুক্তিধামে যেতে হবে। এটা হল পতিত জীবন-বন্ধন। বাবা বলছেন - বাম্ভারা, অশরীরী হও। অশরীরী হয়ে বাবাকে স্মরণ কর। এর দ্বারাই তরী তীরে পৌঁছে যাবে। তিনি সকল আত্মার পিতা। বাবার নির্দেশ হল, আমাকে স্মরণ করলে সেই যোগবলের দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে, অস্তিমে সুমতি এবং গতি হয়ে যাবে। আমাদেরকে এখন ফিরে যেতে হবে। যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি যাব। কিন্তু তাড়াতাড়ি তো যাওয়া যাবেনা। উঁচু পদ পেতে হলে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। আমরা হলাম এক বাবার সন্তান। বাবা এখন বলছেন আমাকে মনে মনে স্মরণ কর। কৃষ্ণ এই কথা বলে না। কৃষ্ণ এখন কোথায়? ইনি হলেন বাবা, প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন করেন, তাই তিনি অবশ্যই এখানেই থাকবেন। এইটা হল ব্যক্ত পতিত দুনিয়া। পতিত দুনিয়াতে কেউই পবিত্র হয়না। কল্পবৃক্ষের ছবিতে দেখা যায় যে ব্রহ্মা ওপরেও দাঁড়িয়ে আছে আবার নীচে বসে তপস্যাও করছে। সূক্ষ্মবতনে এর আকৃতিই দেখতে পাওয়া যায়। এই ব্রহ্মাই পরে ফরিস্তা হয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণ তো এখন পতিত হয়ে গেছে, তাই না? আসল কথাটা যতক্ষণ বোঝানো না হবে ততক্ষণ কিছুই বুঝবে না। এর জন্যই পরিশ্রম করতে হয়। মায়া ঝট করে বাবাকে ভুলিয়ে দেয়। নিশ্চয়ের আধারে লেখে যে আমি নারায়ণ পদ পাবই, কিন্তু পরে ভুলে যায়। মায়া খুব বড় শত্রু। যতই মায়ার বিঘ্ন আসুক, অটল থাকতে হবে। অস্তিমে এইরকম অবস্থা হবে। মায়া অনেক শক্তিশালী হয়ে লড়াই করবে। ছাগলের মত দুর্বল হলে মায়া এক ঝটকায় ফেলে দেবে। ভয় পেলে চলবে না। বৈদ্যরা বলে যে প্রথমে সমস্ত রোগ বাইরে বেরিয়ে আসবে।

মায়ার বিদ্বৎ অনেক আসবে। যখন তোমরা খুব মজবুত হয়ে যাবে তখন মায়ার চাপ কম হতে থাকবে। মায়া বুঝে যাবে যে একে টলানো যাবেনা। বাবা এসেই পাথরবুদ্ধিকে পরশবুদ্ধি বানান। এই জ্ঞান খুবই সুন্দর। ভারতের প্রাচীন রাজযোগের অনেক গায়নও আছে। এই রাজযোগ তোমরাই জানো। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:-

১) অশরীরী হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। স্বধর্মে স্থির হয়ে থাকার অভ্যাস করতে হবে। নিজে জ্ঞানের ডাম্প করে এবং অপরকেও করাতে হবে।

২) মায়ার বিদ্বৎ আসলে অটল থাকতে হবে। ভয় পেলে চলবে না। মজবুত হয়ে মায়ার চাপকে প্রশমিত করতে হবে।

বরদান:- আত্মিক বৃত্তি এবং দৃষ্টির দ্বারা দুঃখের চিহ্ন মাত্রকে সমাপ্ত করে সর্বদা সুখদায়ী হও।

ব্রাহ্মণদের সংসার সকলের থেকে আলাদা তাই তাদের দৃষ্টি-বৃত্তি সবকিছুই আলাদা। যে চলতে ফিরতে আত্মিক দৃষ্টি এবং আত্মিক বৃত্তির অভ্যাস করে তার কাছে দুঃখের চিহ্ন মাত্রও থাকেনা, কারণ দুঃখ আসে দেহের ভাব থেকে। যদি শরীরের ভাবকে ভুলে গিয়ে আত্মিক স্বরূপে থাকা যায় তাহলে সর্বদা সুখই সুখ। তার সেই সুখময় জীবন সুখদায়ী হয়ে যায়। সে সর্বদা সুখের শয্যাতে শুয়ে থাকে আর সুখ স্বরূপে স্থির থাকে।

"মিষ্টি বাচ্চারা :- বিকর্ম থেকে বাঁচার জন্য প্রতি মুহূর্তে অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করো, এই অভ্যাসই তোমাদের মায়াজীত করবে, তোমরা স্থায়ীভাবে যোগযুক্ত থাকতে পারবে।"

প্রশ্ন :- কোন নিশ্চয়তা মজবুত হলে যোগ ভঙ্গ হয় না ?

উত্তর :- সত্যযুগ আর ত্রেতায় আমরা পবিত্র ছিলাম, এই কলিযুগে পতিত হয়েছি, আবার আমাদের পবিত্র হতে হবে। এই নিশ্চয়তা পোক্ত হলে যোগ ভঙ্গ হবে না। মায়ী কখনো হারাতে পারবে না।

গীত :- যে প্রিয়তমের সঙ্গে আছে

ওম্ শান্তি। মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা এই গানের অর্থ বুঝে গেছে। ওই বর্ষণের কোনো কথা নয় বা ওই যে সাগর, নদী তারও কথা নয়। ইনি হলেন জ্ঞানের সাগর, তিনি এসেই জ্ঞানের বর্ষণ করেন, তাই অজ্ঞান, অন্ধকার দূর হয়ে যায়। এই কথা কারা বোঝে? যারা নিজেদের ব্রহ্মা কুমার - কুমারী মনে করে। বাচ্চারা জানে যে আমাদের বাবা হলেন শিব, তিনি হলেন আমাদের সব বি.কে.দেব ঠাকুরদা, তাও নিরাকার। তাই তোমরাও নিশ্চয় করো যে আমরা ব্রহ্মাকুমার বা কুমারী, তাই এই কথা ভোলার কোনো ব্যপারই নেই। সমস্ত বাচ্চারা তাদের প্রিয়তমের সাথে আছে। এই নয় যে কেবল তোমরাই, মুরলী তো সবাই শুনবে। বাচ্চাদের জন্যই এই জ্ঞানের বর্ষণ, যেই জ্ঞানের দ্বারা ই ঘোর অন্ধকারের বিনাশ হয়ে যায়। তোমরা জানো যে আমরা ঘোর অন্ধকারে ছিলাম, এখন আলোর সন্ধান পেয়েছো তাই সব জেনে যাচ্ছো। পরমপিতা পরমাত্মার বায়োগ্রাফি তোমরাই জানো। যারা শিববাবার বায়োগ্রাফি জানে না তারা হাত তোলো। পরমাত্মার জীবন কাহিনী সবাই জানে। তাও এক জন্মের নয়। শিববাবার কত জন্মের বায়োগ্রাফি আছে? তোমরা কি জানো? তোমরা জানো যে শিববাবার এই নাটকে কি পার্ট। তোমরা আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত তাঁর বায়োগ্রাফিকে জানো। বরাবর ভক্তিমার্গে যে যেই ভাবনায় ভক্তি করে তাদের ফলও আমাদেরই দিতে হয়। তাঁরা তো কোনো চৈতন্য রূপ নয়, সাক্ষাত্কার আমিই করিয়ে থাকি। তোমরা জানো যে অর্ধেক কল্প ধরে ভক্তি মার্গ চলে। ভক্তিতে মনোকামনা পূরণ হয়েছে, এখন বাবার সন্তান হয়েছো তাই অবশ্যই এই বর্ষা বা সম্পত্তি পাবে। বাবা তাঁর সন্তানদের বর্ষা বা সম্পত্তি দিয়ে থাকেন, এই হলো লাভ। তোমাদের মুখ এখন সন্নতির দিকেই আছে। তোমরা মূল বতন, সুক্ষ্ম বতন বা স্থূল বতনকে জানো। করা এই বৃহৎ নাটকের মুখ্য অভিনেতা। সৃষ্টিকর্তা আর নির্দেশক হলেন রচয়িতা এবং তিনিই সবকিছু করিয়ে থাকেন। নির্দেশও তিনিই দিয়ে থাকেন। তিনি পড়ানও। তিনি বলেন, আমিই তোমাদের রাজযোগ শেখাতে এসেছি। এই কর্মই করতে হবে আর আমি তা করিয়ে থাকি। অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা মায়ার বশে থেকে অসত্য কর্তব্য করে এসেছো। এ হলো হার - জিতের খেলা। মায়ীই তোমাদের দিয়ে এই অসত্য কর্তব্য করিয়ে এসেছে। অসত্য কর্তব্য যে করায় তাকে কিভাবে ভগবান বলা যাবে? ভগবান বলেন যে আমি তো একজনই, যিনি সবাইকে সত্য কর্ম করতে শেখাই। এখন সকলের শেষ সময় উপস্থিত। সবাইকে কবর থেকে জাগিয়ে তুলতে হবে। সকলেই কবরে চাপা পড়ে আছে। বাবা এসেই সকলকে জাগিয়ে তোলেন। মৃত্যু সামনে উপস্থিত। শিববাবা এই ব্রহ্মার শরীরের দ্বারা আমাদের সব বোঝাচ্ছেন। তোমরা সবার বায়োগ্রাফি এমনকি শিব বাবার বায়োগ্রাফি জানারও অধিকারী হয়েছো। তাহলে উঁচু হলে, তাই না? যারা প্রচুর শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন তাদের

সামনে যারা শাস্ত্র জানে না তারাও মাথা নত করে। তোমাদের মাথা নত করতে হবে না। এ খুবই সহজ কথা। বাচ্চারা জানে যে আমরা মূল বতন, শান্তিধামের অধিবাসী, এরপরে সুখধামে আসবো। এখন আমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার আর কুমারী। আমরা হলাম শিববাবার নাতি। শিববাবাকে স্মরণ করলে আমরা সুখের বর্ষা বা সম্পত্তি পাবো। তোমরা বাচ্চারা নিশ্চিত যে আমরা পবিত্র ছিলাম, তারপর পতিত হয়েছিলাম, এখন আবার আমাদের পবিত্র হতে হবে। যদি নিশ্চিত না থাকো, তাহলে যোগও হবে না, ভালো পদও পেতে পারবে না। পবিত্র জীবন তো খুবই ভালো। কুমারীদের অনেক মান কারণ তোমরা কুমারীরা এখন অনেক সার্ভিস বা সেবা করে থাকো। এখন তোমরা পবিত্র থাকো আর ভক্তিমার্গে এই পবিত্রতার পূজো হয়ে থাকে। এই দুনিয়া তো খুবই নোংরা, কিচকের গল্প আছে না? মানুষ অনেক খারাপ খারাপ বিচার নিয়ে আসে, তাদের কিচক বলা হয়, তাই বাবা বলেন খুব সাবধানে থাকতে হবে। এই দুনিয়া খুবই নোংরা কাঁটার। তোমাদেরই খুব খুশীতে থাকা উচিত কারণ আমরা শান্তিধামে গিয়ে আবার সুখধামে আসবো। আমরাই এই সুখধামের মালিক ছিলাম তারপর এই চক্র সম্পূর্ণ করেছি। এইকথা নিশ্চিত হওয়া চাই। অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে। ন হলে মায়া গ্রাস করতে থাকবে, যোগও ভঙ্গ হবে, বিকর্মও বিনাশ হবে না। স্মরণে থাকার জন্য কতো পরিশ্রমের প্রয়োজন। এই স্মরণ থেকেই চির স্বাস্থ্যবান হতে পারবে। অশরীরী হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। আমাদের আত্মাদের পরমপিতা পরমাত্মা পড়াচ্ছেন। কল্প কল্প তিনি পড়ান আর রাজ্য ভাগ্যও দেন। তোমরা যোগবলের দ্বারা নিজের রাজধানী স্থাপন করো। রাজা রাজত্ব করেন আর সেনা রাজ্যের জন্য লড়াই করে থাকে। এখানে তোমরা নিজেদের জন্যই পরিশ্রম করো, বাবার জন্য নয়। আমি তো রাজ্য ভোগ করি না। আমি তোমাদের রাজ্য পাওয়ার যুক্তি বলে থাকি। তোমরা সকলেই বানপ্রস্তু তাই সকলেই মৃত। ছোটো বা বড়র কোনো হিসাবই নেই। এমন ভেবো না যে ছোটো বাচ্চা হলেই তারা বাবার থেকে বর্ষা বা সম্পত্তি পাবে। এই দুনিয়াই থাকবে না যার থেকে তোমরা কিছু পেতে পারো। মানুষ তো ঘোর অন্ধকারে আছে। তাদের খুবই পয়সা রোজগারের ইচ্ছা, তারা ভাবে যে আমাদের পুত্র আর পৌত্ররা থাকে। কিন্তু এই কামনা কারোরই পূরণ হবে না। এই সবই মাটিতে মিশে যাবে। এই দুনিয়াই শেষ হয়ে যাবে। একটা বোম্বাই সব শেষ হয়ে যাবে। কেউই বাঁচবে না। এখন তো সোনা ইত্যাদির খনি সম্পূর্ণ খালি হয়ে গেছে। নতুন দুনিয়ায় এই খনিই আবার ভরপুর হয়ে যাবে। ওই নতুন দুনিয়ায় সব কিছুই নতুন পাওয়া যাবে। এখন এই নাটকের চক্র সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, আবার তা শুরু হবে। আলোর প্রকাশ হয়েছে। গাওয়াও হয় যে জ্ঞান সূর্য প্রকট হয়েছে, অজ্ঞান অন্ধকারের বিনাশ হয়েছে। ওই সূর্যের কথা নয়, মানুষ তো সূর্যকে জলের অর্ঘ্য দিয়ে থাকে। এখন এই সূর্য তো জল অর্থাৎ জ্ঞান সারা দুনিয়ার কাছেই পৌঁছে দেয়। তাঁকে আবার জল দেওয়া হয়, ভক্তি কি আশ্চর্য, মানুষ বলে সূর্য দেবতা নমঃ, চন্দ্র দেবতা নমঃ! তারা কি করে দেবতা হবে? এখানে তো মানুষ অসুর থেকে দেবতা হয়। তাদের দেবতা বলা হয় না। তারা তো সূর্য, চাঁদ বা তারা। সূর্যের ঝাঙাও লাগানো হয়। জাপানে সূর্যবংশী বলা হয়। বাস্তবে সকলেই জ্ঞান সূর্যবংশী। কিন্তু জ্ঞান নেই কারোর, তাই কোথায় ওই সূর্য আর কোথায় এই জ্ঞান সূর্য। এখানে সাইন্সের সমস্ত আবিষ্কার হয়, তারপর তার ফল কি হয়। কিছুই নেই। বিনাশ এই হলো বলে। যারা সচেতন তারা জানে যে এই সাইন্সের দ্বারাই মানুষ নিজেদের বিনাশ করে। দুনিয়ার মানুষের হলো সাইন্স আর তোমাদের হলো সাইন্স। দুনিয়ার মানুষ সাইন্সের দ্বারা বিনাশ করে আর তোমরা সাইন্সের দ্বারা স্বর্গের স্থাপনা করো। এখন তো নরকে সকলের নৌকাই ডুবে আছে। দুনিয়ার মানুষের ওই সেনা আর তোমাদের হলো যোগবলের সেনা। তোমরাই উদ্ধার করে থাকো। তোমাদের উপর কতো দায়িত্ব, তাই সম্পূর্ণ সাহায্যকারী হতে হবে। এই পুরোনো দুনিয়া শেষ

হয়ে যাবে । এখন তোমরা এই নাটককে বুঝে গেছো । এখন হলো সঙ্গমের সময় । বাবা তোমাদের নৌকা পার করতে এসেছেন । তোমরা জানো যে, রাজধানী সম্পূর্ণ স্থাপন হয়ে যাবে, তারপর বিনাশ হবে । মাঝে মাঝে রিহাসাল হতে থাকবে । লড়াই তো অনেক হবে । এ হলো ছি ছি দুনিয়া, তোমরা জানো যে বাবা আমাদের ফুলের দুনিয়ায় নিয়ে যাবেন । এই পুরোনো শরীররূপী বস্ত্র ছাড়তে হবে । আবার নতুন শরীর রূপী বস্ত্র ধারণ করতে হবে । এ তো বাবাই গ্যারেন্টি করেন যে আমিই সকলকে কল্পে কল্পে নিতে আসি, তাই আমার নাম কালের কাল মহাকাল রাখা হয়েছে । আমাকে পতিত - পাবন বা দয়ালুও বলা হয় ।

তোমরা জানো যে আমরা বাবার শ্রীমতে চলে স্বর্গে যাওয়ার পুরুষার্থ করছি । বাবা বলেন যে, আমাকে স্মরণ করলে আমি তোমাকে স্বর্গে পাঠিয়ে দেবো, এর সাথে সাথে শরীর নির্বাহও করতে হবে । কর্ম ছাড়া তো কেউই থাকতে পারে না । কর্মের সন্ধ্যাস তো হয় না । স্নান ইত্যাদি করাও এক ধরনের কর্ম । পরের দিকে সবাই এই জ্ঞান সম্পূর্ণ নেবে, তারা বুঝবে যে এই যে বলে শিববাবা পড়ান, এ সম্পূর্ণ ঠিক, নিরাকার ভগবান উবাচঃ -- তিনি তো একজনই, তাই বাবা বলেন, নিরাকার শিবের সঙ্গে তোমাদের কি সম্বন্ধ ? সবাই যদি ভাই - ভাই হয়, তাহলে সেই ভাইয়ের বাবা তো হবেনই । না হলে কোথা থেকে তোমরা আসবে ? এই গানও গাওয়া হয় যে, তুমিই মাতা - পিতা। এ হলো বাবার মহিমা, বাবা বলেন যে আমিই তোমাদের শেখাই । তোমরাই আবার এই বিশ্বের মালিক হও । এখানে বসেই শিব বাবাকে স্মরণ করতে হবে । এই চোখ দিয়ে তোমরা শরীর কে দেখো, কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে জানো যে আমাদের শিব বাবা পড়ান । যারা বাবার সাথে থাকে, তাদের জন্যই এই রাজযোগ আর জ্ঞানের বর্ষা । পতিত মানুষদের পবিত্র করা - এ হলো বাবারই কাজ । এই জ্ঞান সাগর হলেন তিনি, তোমরা জানো যে আমরা শিব বাবার পৌত্র এবং ব্রহ্মার সন্তান । ব্রহ্মার বাবা হলেন শিব, বর্ষা বা সম্পত্তি শিব বাবার থেকেই পাওয়া যায় । তাঁকেই স্মরণ করতে হবে । এখন আমাদের বিষ্ণুপুরীতে যেতে হবে । এখান থেকে তোমাদের লঙ্গরও উঠে গেছে । কেবল শূদ্রদের নৌকা দাঁড়িয়ে আছে । তোমাদের নৌকা এগিয়ে চলছে । এখন তোমরা প্রথমে সোজা ঘরে যাবে । পুরোনো শরীর রূপী এই বস্ত্র ত্যাগ করে যেতে হবে । এখন এই নাটক সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, তাই এই শরীর রূপী বস্ত্র পরিত্যাগ করে ঘরে যেতে হবে । আচ্ছা -

মিষ্টি মিষ্টি সিকিলধে (হারানিধি) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কোনো অসৎ কর্ম করবে না, মৃত্যু সামনে উপস্থিত - এ হলো শেষের সময়, তাই সকলকে কবর থেকে জেগে উঠতে হবে । পবিত্র হওয়ার এবং অন্যকে পবিত্র করার সেবা করতে হবে ।

২) এই ছি - ছি দুনিয়ায় কোনো রকম কামনা রাখবে না । সকলের দুবন্ত নৌকাকে উদ্ধার করার জন্য বাবার সম্পূর্ণ সাহায্যকারী হতে হবে ।

বরদান :- ব্রাহ্মণ জীবনে সর্বদা সুখ দিয়ে আর নিয়ে অতীন্দ্রিয় সুখের অধিকারী হও ।

যে অতীন্দ্রিয় সুখের অধিকারী, সে সৰ্বদা বাবার সাথে সুখের দোলায় দুলতে থাকে । তার কখনোই এমন সংকল্প আসে না যে অমুকে আমাকে এত দুঃখ দিয়েছে । তার প্রতিজ্ঞা থাকে , না আমি দুঃখ দেবো আর না নেবো । যদি কেউ জোর করেও দুঃখ দেয়, তাহলে তারা ধারণও করে না । ব্রাহ্মণ আত্মা অর্থাৎ সদা সুখী । ব্রাহ্মণদের কাজই হলো- সুখ দেওয়া আর নেওয়া । তারা সৰ্বদা সুখময় সংসারে থাকা সুখ স্বরূপ আত্মা হবে ।

স্লোগান :- নম্র হও তাহলেই লোকে প্রণাম জানিয়ে সহযোগ দেবে ।